পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1663, Saturday, January 10, 2026 FREE www.parichoy.com

আমার নামের আগে ‘মাননীয়’ বলবেন না জানিয়ে দিলেন তারেক রহমান

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ভেনেজুয়েলায় ঢুকতে পারলে বিশ্বের ৫৫ শতাংশ তেল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র বললেন ট্রাম্প - ৫ম পাতায়
- বিএনপি দফতরে গিয়ে তারেকের সঙ্গে বৈঠক ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের! ৪০ মিনিটের আলোচনায় উঠল দিল্লি-ঢাকা সম্পর্কও - ৫ম পাতায়
- গ্রিনল্যান্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার নেই আমেরিকা বা ডেনমার্কের! একজোটে জানাল সে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি - ৫ম পাতায়
- মাদুরোর মতো পুতিনকেও বন্দি করার পরিকল্পনা রয়েছে? জবাবে সরাসরি নাকচ করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প - ৫ম পাতায়
- ট্রাম্প কেন ‘নতুন বিশ্বব্যবস্থা’র কথা বলছেন - ৬ষ্ঠ পাতায়
- রাশিয়া, চিন-সহ চার দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখা চলবে না! ভেনেজুয়েলাকে চাপ ট্রাম্পদের, লক্ষ্য কি একচেটিয়া আধিপত্য? - ৬ষ্ঠ পাতায়
- অধিবাসীদের নগদ অর্থ দিয়ে গ্রিনল্যান্ড ‘কেনার’ কথা ভাবছে ট্রাম্প প্রশাসন - ৭ম পাতায়
- প্রতিরক্ষায় সহযোগিতার বার্তা, ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে -বাংলাদেশের বিমানবাহিনী প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে পাক ফিল্ড মার্শাল মুনির - ৮ম পাতায়
- গাজায় ট্রাম্প প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দিতে চায় বাংলাদেশ - ৮ম পাতায়

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োজন নেই, আমার নীতিই যথেষ্ট জানিয়ে দিলেন ট্রাম্প

বাড়ছে সহিংসতা, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন
Aladdin
Tel: 718-784-2554
সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
পরিচয়
TARIFFS
ট্রাম্পের 'অর্থনৈতিক স্বর্ণযুগ' আমেরিকানদের খরচের বোঝা বাড়াবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপে শঙ্কায় বাংলাদেশ
CHAUDRI CPA P.C.
AHAD&CO
CPA FIRM IN NYC
আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
Aladdin
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

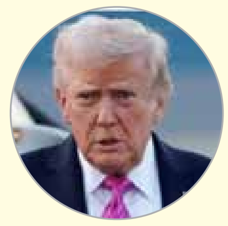

● রাশিয়া আর চীন একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রকেই ভয় ও সম্মান করে - প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● গ্রিনল্যান্ডে যেকোনো মার্কিন আক্রমণের অর্থ হবে ন্যাটো জোটের সমাপ্তি এবং 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রতিষ্ঠিত নিরাপত্তার অবসান' - ডেনিশ প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন

● ট্রাম্পকে খুশি করতে দেশে ভাঙচুর চালাচ্ছে বিক্ষোভকারীরা - ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি

● সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি সমর্থনের কোনো স্থান "আমাদের শহরে নেই," কারণ একটি ইহুদি অধ্যুষিত এলাকায় হামাসপন্থী বিক্ষোভ অন্য নির্বাচিত নেতাদের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। - নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি

● তারেক রহমানের নেতৃত্বেই বিনির্মিত হবে আগামীর বাংলাদেশ - ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

● আমাদের সমস্যা ছিল, সমস্যা আছে কিন্তু আমরা ৫ আগস্টের আগে ফিরে যেতে চাই না-বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান

● আওয়ামী লীগের কিছু সন্ত্রাসীর জামিন হয়েছে, এর দায় বিচারপতিদের -বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল

● ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ফ্যাসিস্ট আর ক্ষমতায় ছিল না। তাহলে এরপর যারা চাঁদাবাজি করল, ঘের দখল করল, বাজারে বাদাম বিক্রেতার কাছ থেকেও চাঁদা তুলল তারা কোন দলের লোক? - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার

ভেনেজুয়েলায় ঢুকতে পারলে বিশ্বের ৫৫ শতাংশ তেল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ভেনেজুয়েলার তেলশিল্পে যদি মার্কিন কোম্পানিগুলো আবার প্রবেশের সুযোগ পায়, তবে বিশ্বের মোট তেল উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি নিয়ন্ত্রণ করবে যুক্তরাষ্ট্র।

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেলের মজুত রয়েছে ভেনেজুয়েলায়। ২০০০এর দশকে সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট হুগো চাভেজের আমলে মার্কিন কোম্পানিগুলোর সম্পদ জাতীয়করণ করেছিল দেশটি।

ট্রাম্প এই 'অন্যায্য' জাতীয়করণকে ভেনেজুয়েলার অর্থনীতি ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচারের অভিযোগ এনে গত সপ্তাহে ভেনেজুয়েলার বর্তমান প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে কারাকাস থেকে তুলে নিউইয়র্কে নিয়ে গেছেন।

৯ জানুয়ারীশুক্রবার হোয়াইট হাউসে এক্সনমোবিল, শেভরন ও কনোকোফিলিপসের মতো বড় তেল কোম্পানিগুলোর কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা ভেনেজুয়েলার সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছি।'

ট্রাম্প আরও যোগ করেন, 'ভেনেজুয়েলার জ্বালানি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করার সুযোগ পাবে মার্কিন কোম্পানিগুলো এবং শেষ পর্যন্ত তেলের উৎপাদন এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবে, যা আগে কখনো দেখা যায়নি। আপনি যখন ভেনেজুয়েলা ও যুক্তরাষ্ট্রের তেল এক করবেন, তখন আমাদের হাতে বিশ্বের ৫৫

বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

মাদুরোর মতো পুতিনকেও বন্দি করার পরিকল্পনা রয়েছে? জবাবে সরাসরি নাকচ করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রসঙ্গত, গত শনিবার ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালিয়ে প্রেসিডেন্ট মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে বন্দি করে আমেরিকায় নিয়ে আসে মার্কিন সেনা। মাদুরো এখন নিউ ইয়র্কের জেলে বন্দি। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর মতোই পরিণতি হবে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের। তাঁকেও বন্দি করা হতে পারে। এমনই

বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গ্যাবার্ডকে মাদুরো উৎখাতের পরিকল্পনার বাইরে রেখেছিলেন ট্রাম্প, এক ঘরে করে রাখার অভিযোগ

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলায় প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে গ্রেপ্তারের অভিযানে মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান (ডিএনআই) তুলসী গ্যাবার্ডকে 'একঘরে' করে রাখার অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর

অনুযায়ী, গ্যাবার্ডের যুদ্ধবিরোধী ও অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার পুরোনো অবস্থানের কারণে ট্রাম্প প্রশাসন তাঁকে এই অতি-গোপনীয় অভিযানের পরিকল্পনা থেকে সরিয়ে রেখেছিল। তবে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এই দাবিকে 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হোয়াইট হাউসের নীতিনির্ধারকেরা গ্যাবার্ডের পূর্বতন রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। তাই তাঁকে এই অভিযানের পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করা হয়নি।

২০১৯ সালে ডেমোক্রেটিক কংগ্রেস সদস্য থাকাকালে গ্যাবার্ড ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভেনেজুয়েলা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোনো হুমকি নয় এবং লাতিন আমেরিকায় মার্কিন হস্তক্ষেপের ইতিহাস অত্যন্ত 'ভয়াবহ'।

২০১৮ সালে মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টনের ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের চাপ, ২০২০ সালে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে হুমকি ও ইরানের সামরিক কর্মকর্তা কাসেম সোলেইমানি হত্যারও বিরোধিতা করেছিলেন তুলসী গ্যাবার্ড।

সম্প্রতি হিরোশিমায় এক সফরের পর তিনি মন্তব্য করেন, 'বিশ্ব এখন পারমাণবিক ধ্বংসের প্রান্তে। রাজনৈতিক প্রভাবশালী ও যুদ্ধবাজ নেতারা পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে উত্তেজনা বাড়াচ্ছেন।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'যারা যুক্তরাষ্ট্রকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত রাখতে চায়, তারা সাধারণ মানুষের জীবন ও ট্যাক্সের টাকার অপচয় করছে।'

বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

বিএনপি দফতরে গিয়ে তারেকের সঙ্গে বৈঠক ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের! ৪০ মিনিটের আলোচনায় উঠল দিল্লি-ঢাকা সম্পর্কও

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩১ ডিসেম্বর বিএনপি প্রধান তারেককে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর নিজে সেই চিঠি তুলে দিয়েছিলেন তারেকের হাতে। এ বার তারেকের সঙ্গে বৈঠক সারলেন ভারতের রাষ্ট্রদূতও।

বিএনপি প্রধান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক সারলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় বর্মা। ১০ জানুয়ারীশনিবার বিকেলে গুলশনে বিএনপির দফতরে যান প্রণয়। বিএনপি এই বৈঠককে একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ বলেই ব্যাখ্যা করছেন। তবে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এই সাক্ষাৎ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। বিএনপি সূত্রে খবর, প্রায় ৪০ মিনিট বৈঠক হয়েছে তাঁদের।

বিএনপি নেত্রী খালেদা জ□য়ার মৃত্যুর পরে শোকবার্তা জানিয়ে তারেককে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপড়েনের মাঝেই খালেদার শেষকৃত্যে ঢাকায় গিয়েছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনিই মোদীর লেখা শোকবার্তা তারেকের হাতে তুলে দেন। এ বার বিএনপির দফতরে গিয়ে তারেকের সঙ্গে বৈঠক সারলেন ভারতের রাষ্ট্রদূত। বিএনপি-র সমাজমাধ্যম পাতায় বৈঠকের স্বল্পদৈর্ঘ্যের

বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

গ্রিনল্যান্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার নেই আমেরিকা বা ডেনমার্কের! একজোটে জানাল সে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি

পরিচয় ডেস্ক: গ্রিনল্যান্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার অধিকার রয়েছে একমাত্র গ্রিনল্যান্ডের বাসিন্দাদেরই। মার্কিন বা ডেনমার্ক ঠিক করবে না। গ্রিনল্যান্ডের পার্লামেন্টে সব রাজনৈতিক দল যৌথ বিবৃতি দিয়ে এমনই জানিয়েছে।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সে দেশ থেকে আমেরিকায় তুলে আনার পরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নজরে গ্রিনল্যান্ড। তিনি

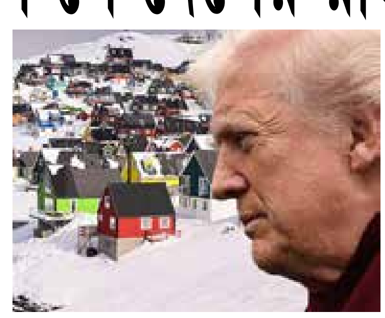

দ্বীপটির দখল চান বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন। এক বার নয়, বিগত কয়েক দিনে বার বার নিজের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেছেন ট্রাম্প। তিনি স্পষ্ট জানান, গ্রিনল্যান্ড তাঁর চাই। তিনি বলেন, "আমাদের গ্রিনল্যান্ড প্রয়োজন। এটা কৌশলগত ব্যাপার।" তবে গ্রিনল্যান্ড জানিয়েছে, তারা কারও হস্তক্ষেপ চায় না। এই মর্মে গ্রিনল্যান্ডের পার্লামেন্টে সব দল মিলিত ভাবে বিবৃতি দিয়ে নিজেদের অধিকারের কথা স্মরণ

বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

রাশিয়া আর চীন একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রকেই ভয় ও সম্মান করে বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, চীন ও রাশিয়া শুধু যুক্তরাষ্ট্রকেই ভয় ও সম্মান করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক দীর্ঘ পোস্টে তিনি ন্যাটো, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং নিজের ভূমিকা নিয়ে একাধিক দাবি করেন।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) সমুদ্রপথে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প লেখেনড়যুক্তরাষ্ট্র সব সময় ন্যাটোর পাশে থাকবে। এমনকি ন্যাটো যদি যুক্তরাষ্ট্রের পাশে না দাঁড়ালেও যুক্তরাষ্ট্র দাঁড়াবে।

একই পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেন, ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়ানোর পেছনে মূল ভূমিকা তাঁরই। তিনি জানান, তাঁর আগে ন্যাটোর অধিকাংশ দেশ জিডিপির দুই শতাংশও প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করত না এবং নিজেদের দায় ঠিকমতো পরিশোধও করছিল না। তখন যুক্তরাষ্ট্র 'বোকার মতো' তাদের হয়ে খরচ বহন করছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে ট্রাম্প আরও বলেন, তাঁর হস্তক্ষেপ না থাকলে রাশিয়া ইতিমধ্যেই পুরো ইউক্রেন দখল করে নিত। এ ছাড়াও তিনি দাবি করেন, তিনি একাই ৮টি যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে লাখো মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছেন।

নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রসঙ্গেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। তাঁর অভিযোগ, ন্যাটোভুক্ত দেশ নরওয়ে 'বোকামির পরিচয় দিয়ে' তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়নি। তবে তিনি বলেন, পুরস্কার না পাওয়াটা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিনি বহু মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন।

পোস্টের শেষ অংশে ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেন, চীন ও রাশিয়া কেবল পুনর্গঠিত যুক্তরাষ্ট্রকেই ভয় ও সম্মান করে। তাঁর ভাষায়, 'চীন ও রাশিয়া যে একমাত্র দেশকে ভয় ও সম্মান করে, সেটি যুক্তরাষ্ট্র।'

ট্রাম্পের এসব মন্তব্য আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও নিরাপত্তা ইস্যুতে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। ন্যাটো, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে তাঁর দাবিগুলোকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

পরিকল্পনা থাকলেও দ্বিতীয় বার ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালাবেন না ট্রাম্প? তার কারণও জানিয়ে দিলেন

পরিচয় ডেস্ক: গত সপ্তাহে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে হানা দিয়ে সে দেশেই প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে তাঁরই প্রাসাদ থেকে সস্ত্রীক তুলে নিয়ে গিয়েছিল মার্কিন সেনা। বর্তমানে আমেরিকার জেলে বন্দি রয়েছেন মাদুরো।

পরিকল্পনা থাকলেও দ্বিতীয় বার ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালাবে না আমেরিকা। ৯ জানুয়ারী শুক্রবার নিজেই এই কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কী কারণে তাঁর এই সিদ্ধান্ত, তা-ও জানিয়েছেন তিনি। ট্রাম্প জানান, ভেনেজুয়েলা রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে 'শান্তিকামী পদক্ষেপ' হিসাবে অভিহিত করেছেন তিনি। তার পরেই তিনি ভেনেজুয়েলায় আর সামরিক অভিযান না-চালানোর সিদ্ধান্ত *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প কেন 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা'র কথা বলছেন

আদিত্য চক্রবর্তী: ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীন বাঁচার সবচেয়ে জরুরি নিয়ম একটাইড়তাঁর কথা বিশ্বাস করবেন না। তিনি যা বলেন, তা সরলভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। প্রতিটি বক্তব্য খুঁটিয়ে যাচাই করতে হয়। অনেকে ভদ্রভাবে বলেন, ট্রাম্পকে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

রাশিয়া, চিন-সহ চার দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখা চলবে না! ভেনেজুয়েলাকে চাপ ট্রাম্পদের, লক্ষ্য কি একচেটিয়া আধিপত্য?

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলার মাটিতে কিউবা, রাশিয়া, চিন এবং ইরানের গুপ্তচরেরা রয়েছেন বলে সন্দেহ আমেরিকার। তাদের ভেনেজুয়েলা থেকে তাড়াতে হবে। সূত্রের খবর, তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে অন্তর্বর্তী প্রশাসনের কাছে।

চার দেশের সঙ্গে ভেনেজুয়েলার ঘনিষ্ঠতা একে বারেই পছন্দ করছে না আমেরিকা। সূত্রের দাবি, ওই চার দেশের সঙ্গে ভেনেজুয়েলার ঘনিষ্ঠতা বন্ধ করতে চায় তারা। তালিকায় রয়েছে চিন, রাশিয়া, কিউবা এবং ইরান। জানা যাচ্ছে, অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

অভিবাসী নির্বাসনে ট্রাম্পের হাতিয়ার আইসিই, এর কাজ কী?

যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে ৩৭ বছর বয়সী রেনে নিকোল গুডকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় দেশটির ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) সংস্থার কর্মকাণ্ড ঘিরে তীব্র বিতর্কের জন্ম হয়েছে। ইতোমধ্যে মিনিয়াপোলিসসহ প্রধান প্রধান শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে বিক্ষোভ। বিবিসি বলছে, দ্বিতীয় মেয়াদে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

সমুদ্রে ভেনেজুয়েলার তেলের ট্যাঙ্কার আটকে দিল আমেরিকা! নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় করতে শীর্ষ তেল কোম্পানীগুলির সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকার তেল কোম্পানীগুলিকে ভেনেজুয়েলায় বিনিয়োগের সুযোগ দেবেন ট্রাম্প। কোন কোন সংস্থা সে দেশের বাজারে প্রবেশ করতে পারবে, তা তিনিই ঠিক করে দেবেন। এ বিষয়ে শুক্রবার ৯ জানুয়ারী একটি বৈঠক হয়েছে হোয়াইট হাউসে।

সমুদ্রে ফের ভেনেজুয়েলার তেলের ট্যাঙ্কার আটকে দিয়েছে আমেরিকা। মাঝপথ থেকে তা ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, আমেরিকার অনুমতি ছাড়া ভেনেজুয়েলা থেকে কোনও তেলের ট্যাঙ্কার বাইরে যেতে পারবে না। এই নিয়ে সমুদ্রে পঞ্চম ট্যাঙ্কার আটকাল তাঁর বাহিনী। ভেনেজুয়েলার তেলের ভাণ্ডারের উপর মার্কিন আধিপত্য আরও জোরদার করতে শুক্রবারই আমেরিকার শীর্ষ তৈল পরিশোধনকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে হোয়াইট হাউসে বৈঠক করেছেন ট্রাম্প। তাদের ভেনেজুয়েলায় বিনিয়োগ করতে বলেছেন।

সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, মার্কিন সংস্থাগুলিকেই ভেনেজুয়েলায় বিনিয়োগের সুযোগ দেবেন ট্রাম্প। কোন কোন সংস্থা সে দেশের বাজারে প্রবেশ করতে পারবে, তা তিনিই ঠিক করে দেবেন। ৯ জানুয়ারীশুক্রবারের বৈঠকে সংস্থাগুলিকে ১০০ কোটি ডলার (৯ লক্ষ কোটি টাকা) বিনিয়োগের বার্তা দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প বলেছেন, ''ভেনেজুয়েলার পচে যাওয়া পরিকাঠামোকে *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োজন নেই, আমার নীতিই যথেষ্ট জানিয়ে দিলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করার ঘোষণা দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, বিশ্বজুড়ে তাঁর নেওয়া আগ্রাসী নীতিগুলো নিয়ন্ত্রণে তাঁর 'নিজস্ব নৈতিকতাই' যথেষ্ট। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে আটকের পর সৃষ্ট উত্তেজনার মধ্যেই এমন মন্তব্য করলেন তিনি।

নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'আমার আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োজন নেই। আমি মানুষকে আঘাত করতে চাই না।' আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা উচিত কি নাড়এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'বিষয়টি নির্ভর করে আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞা আপনি কীভাবে দিচ্ছেন তার ওপর।'

ট্রাম্প তাঁর পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে কঠোর সামরিক শক্তি ব্যবহারের ইঙ্গিত দিয়েছেন৷' গত শনিবার (৩রা জানুয়ারী) ভোরে ভেনেজুয়েলায় হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। রাজধানী কারাকাসসহ বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়। অভিযানের একপর্যায়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে তুলে নিয়ে যায় মার্কিন বাহিনী। এটিকে জাতিসংঘ সনদের স্পষ্ট লঙ্ঘন হিসেবে দেখছেন সমালোচকেরা। সনদে বলা আছে, কোনো রাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ বা হামলার হুমকি দিতে পারে না। ভেনেজুয়েলার এই ঘটনার পর ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক মনোভাব আরও বেড়েছে। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এখন থেকে ভেনেজুয়েলা 'পরিচালনা' করবে এবং দেশটির বিশাল জ্বালানি তেল সম্পদ ব্যবহার করবে। যদিও তাঁর প্রশাসন ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। তবে গত রোববার মার্কিন সাময়িকী আটলান্টিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনামতো না চললে রদ্রিগেজকেও মাদুরোর চেয়ে বড় মূল্য দিতে হতে পারে।

এদিকে চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি কলম্বিয়ার বামপন্থী প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোর বিরুদ্ধেও সামরিক হামলা চালাতে পারেন। পাশাপাশি ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড দখলের তৎপরতাও জোরদার করেছেন ট্রাম্প। এর আগে গত জুন *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘের ৩১টিসহ ৬৬ সংস্থা-জোট ছাড়ছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক অন্তত ৬৬টি সংস্থা ও জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বুধবার, ৭ জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পএ ঘোষণা দেন। ট্রাম্প প্রশাসনের এ সিদ্ধান্তের ফলে জলবায়ু, শ্রম, অভিবাসন, উন্নয়ন ও সামাজিক নীতিনির্ধারণ-সংক্রান্ত বহু সংস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা বন্ধ হতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের এ সিদ্ধান্তের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়তে পারে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর। জাতিসংঘ ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অনেক কর্মসূচি সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়ন ও অংশগ্রহণের ওপর নির্ভরশীল। সেই সহায়তা বন্ধ করে দিলে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্যনিরাপত্তা এবং জলবায়ু অভিযোজন-সংক্রান্ত বহু প্রকল্প ঝুঁকির মুখে পড়বে। বিশেষ করে সংঘাতপ্রবণ ও জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোয় মানবিক সহায়তার ঘাটতি বাড়তে পারে, যা দারিদ্র্য

ও বৈষম্য আরো গভীর করার আশঙ্কা তৈরি করছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

বার্তা সংস্থা এপি জানিয়েছে, হোয়াইট হাউজ এসব সংস্থাকে এমন উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত বলে চিহ্নিত করেছে, যেগুলোকে তারা বৈচিত্র্য ও ব্যয় কমানোর এজেন্ডার অংশ হিসেবে দেখে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, 'এসব *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

অধিবাসীদের নগদ অর্থ দিয়ে গ্রিনল্যান্ড 'কেনার' কথা ভাবছে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ডবাসীদের বড় অংকের অর্থ প্রদানের বিনিময়ে দ্বীপটি দখলের পরিকল্পনা করছে বলে জানা গেছে। চারটি বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, গ্রিনল্যান্ডকে ডেনমার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হতে এবং সম্ভাব্যভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে প্ররোচিত করার জন্য মার্কিন কর্মকর্তারা গ্রিনল্যান্ডবাসীদের এককালীন বড় অংকের অর্থ প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

এই অর্থপ্রদানের সঠিক পরিমাণ এবং কৌশলগত দিকগুলো এখনো অস্পষ্ট। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুইটি সূত্র জানিয়েছে, হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টাসহ মার্কিন কর্মকর্তারা জনপ্রতি ১০ হাজার থেকে ১ লাখ ডলার পর্যন্ত দেওয়ার বিষয়ে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

মাচাদো তার নোবেল পুরস্কার আমাকে দিলে তা হবে সম্মানের জানালেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক:২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো পুরস্কারটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চেয়েছেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

'বিশ্বের প্রচলিত ব্যবস্থা ধ্বংস করছে আমেরিকা' ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা করলেন জার্মানির প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার

পরিচয় ডেস্ক: ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম প্রভাবশালী দেশের প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার ভেনেজুয়েলা-কাণ্ডের উদাহরণ তুলে বলেন, ''আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা ভেঙে পড়ে যেন লুটেরাদের আস্তানায় পরিণত না হয়, সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।''

ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন আমেরিকা বিশ্বের প্রচলিত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ তুলল জার্মানি। সে দেশের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক-ওয়াল্টার স্টাইনমায়ার শুক্রবার ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সেনার অভিযানেরও কড়া ভাষায় নিন্দা করেছেন।

ইউরোপীয় *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

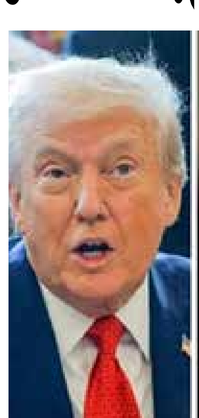

প্রতিরক্ষায় সহযোগিতার বার্তা, ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে

-বাংলাদেশের বিমানবাহিনী প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে পাক ফিল্ড মার্শাল মুনির

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ঘনিষ্ঠতা বেড়েই চলেছে। বৃহস্পতিবার ৮ জানুয়ারী পাকিস্তানের চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্স তথা ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে বৈঠক করলেন বাংলাদেশের বিমানবাহিনী প্রধান হাসান মাহমুদ খান। সম্প্রতি পাকিস্তান সফরে গিয়েছেন তিনি। এর আগে পাকিস্তানের বিমান বাহিনী প্রধানের সঙ্গে মাহমুদ বৈঠক করেছেন এবং চিনে তৈরি যুদ্ধবিমান জেএফ-১৭ কেনার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ বার মুনিরের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষার বিষয়ে তাঁর কথাবার্তা হল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে এ কথা জানানো হয়েছে।

বৈঠকে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক আগ্রহ, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষার বিষয়ে কথা হয়েছে। একে অপরকে সামরিক সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন তাঁরা। পেশাগত সহযোগিতা, প্রশিক্ষণের আদানপ্রদান এবং প্রতিরক্ষার সম্পর্ক জোরদার করার গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন তাঁরা। আঞ্চলিক শান্তিরক্ষায় পাক সেনার অবদানকে কুর্নিশ জানিয়েছেন মাহমুদ। বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে পাকিস্তান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, জানিয়েছেন মুনির।

বৃহস্পতিবারই পাকিস্তানের নৌসেনাপ্রধান নবীদ আশরাফের সঙ্গেও মাহমুদের পৃথক বৈঠক হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা, আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। সমুদ্রপথে শান্তি বজায় রাখার জন্য পাক নৌসেনা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, মাহমুদকে জানিয়েছেন নবীদ। দুই দেশের সামরিক সম্পর্ককে জোরদার করার বার্তা দিয়েছেন ঢাকার প্রতিনিধি।

বুধবার ৮ জানুয়ারী রাতে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইশাক দারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। দ্বিপাক্ষিক বিষয় এবং সাম্প্রতিক আঞ্চলিক ঘটনাবলি নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। পাক বিদেশ দফতর থেকে সমাজমাধ্যমে এই ফোনালাপের কথা জানানো হয়। সম্প্রতি ঢাকা থেকে করাচি পর্যন্ত বিমান চলাচল নতুন করে শুরুর বিষয়ে চুক্তি হয়েছে। ২৯ জানুয়ারি ঢাকা থেকে করাচির উদ্দেশে প্রথম বিমানটি রওনা দেবে। এই রুটে আপাতত পরীক্ষামূলক ভাবে বিমান চালানোর জন্য ইসলামাবাদের অনুমতি পেয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

আইপিএল থেকে মুস্তাফিজ বাদ, কী প্রভাব ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে?

পরিচয় ডেস্ক: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশে বাংলাদেশি ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে খেলানো হবে না আইপিএলে। এর কী প্রভাব পড়বে ক্রিকেট ও রাজনীতিতে?

আগামী মৌসুমের আইপিএলে খেলার জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে নিয়েছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে। এ জন্য আক্রমণের মুখে বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়

যুদ্ধবিমান নিয়ে বাংলাদেশ-পাকিস্তান আলোচনায় নজর রাখছে ভারত - রণধীর জয়সওয়াল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান নিয়ে চলমান আলোচনাকে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছে নয়াদিল্লি। ভারত সরকার জানিয়েছে, তারা এ পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এ কথা বলেছেন।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খানের সাম্প্রতিক ইসলামাবাদ সফরের সময় যুদ্ধবিমানসংক্রান্ত আলোচনার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলে এমন সব অগ্রগতির ওপর আমরা নিবিড় নজর রাখছি।' বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলাকে ব্যক্তিগত শত্রুতা, প্রতিহিংসা ও রাজনৈতিক মতভিন্নতাসহ অন্যান্য বাকি অংশ ৮ পৃষ্ঠায় কারণে সংঘটিত ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে বলেও

অভিযোগ করেন জয়সওয়াল। তিনি বলেন, 'আমরা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর বাজেভাবে আক্রমণের পুনরাবৃত্তি হতে দেখছি। চরমপন্থীরা তাদের বাড়িতে ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা করছে।'

এ ধরনের 'সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলি' দ্রুততার সঙ্গে ও দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করা দরকার উল্লেখ করে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, 'আমরা এ সমস্যাজনক প্রবণতাও দেখছি, এ ধরনের ঘটনাগুলোকে ব্যক্তিগত শত্রুতা, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, রাজনৈতিক মতভিন্নতা ও অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কারণে সংঘটিত বলে বলা হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে শুধু চরমপন্থী ও এসব অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে।'

আগামী ২৯ জানুয়ারি থেকে ঢাকা ও করাচির মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় শুরু করার বিষয়ে দুই দেশের সিদ্ধান্তের বিষয়েও প্রশ্ন করা হয় জয়সওয়ালকে। বিশেষ করে এ ফ্লাইটের জন্য ভারতের আকাশসীমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নয়াদিল্লির অনুমতির প্রয়োজন হবে কি নাড়এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে বিমান পরিষেবা চুক্তি রয়েছে, সেই অনুযায়ী এ ধরনের বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করা হবে।'

গাজায় ট্রাম্প প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দিতে চায় বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় স্থিতিশীলতা ফেরাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাবিলাইজেশন ফোর্সে যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রও এই বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে একযোগে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছে। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি বিষয়ক আন্ডার-সেক্রেটারি অব স্টেট আলিসন হুকার ও সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুরের সঙ্গে বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

আমার নামের আগে 'মাননীয়' বলবেন না জানিয়ে দিলেন তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: নামের আগে 'মাননীয়' বলতে বারণ করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ১০ জানুয়ারী শনিবার বনানীর হোটেল শেরাটনে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এই অনুরোধ করেন। তারেক রহমান বলেন, 'আমার নামের আগে "মাননীয়" বলবেন না।'

শুভেচ্ছা বিনিময়ের ওই অনুষ্ঠানে তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানান গণমাধ্যমের শীর্ষ ব্যক্তিরা। একই সঙ্গে তাঁর কাছে নিজেদের প্রত্যাশার কথাও তুলে ধরেন তাঁরা।

যথাসময়ে অনুষ্ঠানস্থলে এসে মঞ্চে ওঠার আগেই সাংবাদিকদের সঙ্গে করমর্দন এবং কুশলাদি বিনিময় করেন তারেক রহমান। মঞ্চে ওঠার সময় লাল ফিতে দিয়ে ঘেরা বেষ্টনী দেখে থেমে যান তিনি এবং সরিয়ে নিতে বলেন। এরপর ওই বেষ্টনী সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর মঞ্চে ওঠার পর শুরু হয় গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের বক্তৃতা পর্ব। এ সময় সাংবাদিকদের কেউ কেউ তারেক রহমানকে মাননীয় বলে সম্বোধন করলে তিনি মাইক নিয়ে বলেন, 'আমার নামের আগে মাননীয় বলবেন না।'

সবাইকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা জানিয়ে যায়যায়দিনের সম্পাদক শফিক রেহমান বলেন, 'আমি শুধু জনাব তারেক রহমানকে জানিয়ে রাখতে চাই, তিনি নিজেও জানেন না যে তিনি কী? তারেক জানেন না, তিনি আসলেই কত জনপ্রিয়।'

শফিক রেহমান আরও বলেন, 'এখন দেখছি তারেক রহমান সময় মেনটেইন করছে। আমি লক্ষ করছি তাঁর বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়

বাড়ছে সহিংসতা, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনের আগে দেশের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক সহিংসতা, মব ভায়োলেন্স, বিশেষ করে গুলিতে হত্যাকাণ্ড বেড়েছে।

তফসিল ঘোষণার পর রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রাণহানির ঘটনাও বেড়েছে। আইনশৃঙ্খালার এমন অবনতিতে আসছে নির্বাচনের সময়ে পরিস্থিতি কতোটা সুষ্ঠু থাকবে তা নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে।

দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচনকালীণ সময়ে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর (অব.) এমদাদুল ইসলাম।

জার্মান বেতার ডয়চে ভেলেকে এই বিশ্লেষক বলেন, ‘‘সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে দুই ধরনের শঙ্কা রয়েছে। প্রথমত এটা ইনক্লুসিভ নির্বাচন হচ্ছে না। এখানে যাদের বাদ দেওয়া হয়েছে তারা তো ঝামেলা করতেই পারে। দ্বিতীয়ত, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে লুট হওয়া প্রচুর পরিমান অস্ত্র এখনও অপরাধীদের হাতে রয়েছে। সেই অস্ত্রগুলো তো সাধারণ মানুষের কাছে নেই।

যাদের কাছে আছে তারা তো ভালো মানুষ না। ফলে এই অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা না গেলে তো আরও বেশি বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে।’’

সর্বশেষ গত বুধবার (৭ জানুয়ারী) রাতে কারওয়ান বাজারে ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আজিজুর রহমান মুছাব্বিরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর আগে গত সোমবার চট্টগ্রামের রাউজানের একজন যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। কক্সবাজারে একজন প্রার্থীকে কাফনের কাপড় পাঠিয়ে হুমকি দেওয়ার মতো ঘটনাগুলোও সামনে আসছে। গত মাসে তফসিল ঘোষণার পরদিনই ঢাকায় গুলিতে নিহত হন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি।

নিবাচন সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে করা যাবে কি না সেই প্রশ্নে নির্বাচন কমিশন বলছে, যেসব ঘটনা ঘটছে তার সবগুলো রাজনৈতিক বা নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতা না। নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, ‘‘সহিংসতা বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

সুষ্ঠু নির্বাচন করার মতো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নাই

- ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ রেজাউল করিম

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমানে দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন করার মতো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নাই বলে অভিযোগ করেছেন ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করিম। শনিবার ১০ জানুয়ারী রাজধানীর পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি।

সৈয়দ রেজাউল করিম বলেন, নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড জরুরি। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড একটি বহুমাত্রিক বিষয়। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মনোভাব, ঝোঁক ও প্রবণতা নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে প্রভাব বিস্তার করে। সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সুষ্ঠু নির্বাচন করার মতো কাঙ্ক্ষিত মানের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বিদ্যমান নাই। ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

ইসলামি আন্দোলনের আমির বলেন, ওসমান হাদীর হত্যাকারীকে এখনো গ্রেপ্তার করতে না পারায় জনমনে আস্থা ফিরছে না।

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতাও আশাব্যাঞ্জক না।

সৈয়দ রেজাউল করিম আরও বলেন, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় কোন কোন রিটার্নিং কর্মকর্তাদের আচরণ আমাদের চিন্তিত করেছে। তবে আমরা এখনো আশাবাদী যে, সরকার সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করবে, সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করবে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে গুরুত্ব দেবে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন দলের সিনিয়র নায়েবে আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করিম, মহাসচিব ইউনুস আহমদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা বন্ডের প্রেক্ষাপটে ব্যবসায়ীদের ভ্রমণ সহজ করার আহবান বাংলাদেশের

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি আরোপিত মার্কিন ‘ভিসা বন্ড’ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যাতায়াত সহজ করার অনুরোধ জানিয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান।

ওয়াশিংটন ডিসিতে শুক্রবার (৯ জানুয়য়ারি) মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি অ্যালিসন হুকারের সঙ্গে এক বৈঠকে এ অনুরোধ জানান তিনি।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সম্ভব হলে বি-১ (স্বল্পমেয়াদী ব্যবসা) ভিসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের এই ‘ভিসা বন্ড’ থেকে অব্যাহতি দিতে বিশেষ অনুরোধ করেন ড. খলিলুর রহমান।

জবাবে অ্যালিসন বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

উদ্ধারের ১৭ দিনেই মাল্টা থেকে দেশে ফিরেছেন ৪৪ বাংলাদেশি

পরিচয় ডেস্ক: ভূমধ্যসাগর থেকে উদ্ধারের মাত্র ১৭ দিনের মধ্যেই ৪৮ অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে দ্বীপ রাষ্ট্র মাল্টা। এত দ্রুত সময়ে অভিবাসীদের ফেরত পাঠানো একটি নজিরবিহীন ঘটনা। মাল্টার সংবাদমাধ্যমমাল্টা ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, ২৮ ডিসেম্বর রাতে মাল্টা কর্তৃপক্ষ ৪৪ জন অভিবাসীকে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। কিন্তু এসব অভিবাসীর জাতীয়তা বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

৫ আগস্টের পর চাঁদাবাজি করল কারা, প্রশ্ন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল গোলাম পরওয়ারের

পরিচয় ডেস্ক: দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও দখলবাজ রাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরও যারা চাঁদাবাজি, ঘের ও জমি দখল, সন্ত্রাস ও লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে-তাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তুলে দিলে সাধারণ মানুষ তো বটেই, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমালও নিরাপদ থাকবে না।

তিনি বলেন, ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ফ্যাসিস্ট আর ক্ষমতায় ছিল না। তাহলে এরপর যারা চাঁদাবাজি করল, ঘের দখল করল, বাজারে বাদাম বিক্রেতার কাছ থেকেও চাঁদা তুলল তারা কোন দলের লোক?

চাঁদা না দেওয়ার কারণে মানুষকে পাথর মেরে হত্যার ঘটনাও তুলে ধরে তিনি প্রশ্ন রাখেন, এ ধরনের শক্তির হাতে ক্ষমতা গেলে কি কোনও মানুষের শান্তি নিশ্চিত হতে পারে?

শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকালে খুলনা-৫ আসনের ডুমুরিয়া বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশিদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিসায় জামানত আরোপ, যা জানা প্রয়োজন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের নতুন এক পাইলট প্রোগ্রামের অধীনে এখন থেকে নির্দিষ্ট কিছু দেশের নাগরিকদের মার্কিন বি১/বি২ (ভ্রমণ ও ব্যবসা) ভিসা পাওয়ার

জন্য ‘ভিসা বন্ড’ বা আর্থিক জামানত প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট (আইএনএ)-এর ২২১ (জি) (৩) ধারার আলোকে ভিসা জামানতের তালিকায় দেশ অন্তর্ভুক্ত করে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেড ডিপার্টমেন্ট। এই তালিকায় বাংলাদেশের নামও অন্তর্ভুক্ত, যা আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য কার্যকর হবে। তাই এই ভিসা বন্ড বা ভিসা জামানত সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে ইচ্ছুক বাংলাদেশি নাগরিকদের কিছু তথ্য জেনে সচেতন থাকা

ভারত-চীনসহ রুশ জ্বালানির ক্রেতা দেশগুলোর ওপর ৫০০% শুল্ক আরোপে ট্রাম্পের সম্মতি

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কেনা দেশগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর শুল্ক আরোপ করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। চীন-ভারতসহ রুশ জ্বালানি তেল কেনা দেশগুলোর পর ৫০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের একটি প্রস্তাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমর্থন দিয়েছেন। এমন তথ্য জানিয়েছেন প্রভাবশালী রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম। তিনি বলেন, ট্রাম্প দ্বিদলীয় (রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক উভয় পার্টির) এ বিলের বিষয়ে 'গ্রিনলাইট' দিয়েছেন। প্রস্তাবিত আইন কার্যকর হলে চীন, ভারতসহ রাশিয়ার জ্বালানি খাতের সঙ্গে বাণিজ্য করা দেশগুলোর ওপর সর্বোচ্চ ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে যাবে।

রিপাবলিকান লিন্ডসে গ্রাহাম ও ডেমোক্র্যাট সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথাল মূলত বিলটি তৈরি করেছেন। 'স্যাংকশনিং রাশিয়া অ্যাক্ট' নামের বিলটি সম্পর্কে গ্রাহাম বলেন, 'এ আইন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের অর্থ জোগানো বন্ধ করতে কার্যকর চাপ তৈরি করবে। তার ভাষায়, সস্তা রুশ তেল কিনে যারা যুদ্ধে অর্থায়ন করছেড়চীন, ভারত ও ব্রাজিলের মতো দেশগুলোকে এ বিল থামতে বাধ্য করতে যুক্তরাষ্ট্রের বড় অস্ত্র হয়ে উঠবে।' যদি এ 'গ্রাহাম-ব্লুমেনথাল' বিলটি পাস হয়, তাহলে যারা জেনেবুঝে রাশিয়ার জ্বালানি তেল বা ইউরেনিয়াম কিনছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট সে দেশগুলো থেকে আসা পণ্যের ওপর ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসাতে পারবেন। এ কঠোর নিষেধাজ্ঞার মূল লক্ষ্য হলো মস্কোকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়া, যাতে পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য হন। সিনেটর গ্রাহাম বলেন, 'আগামী সপ্তাহেই বিলটি নিয়ে ভোটাভুটি হতে পারে।' তিনি মনে করেন, ইউক্রেন যখন শান্তির জন্য ছাড় দিচ্ছে, তখন পুতিনকে দমাতে এ বিল সঠিক সময়েই আনা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও চীন ও ভারত রাশিয়ার তেলের প্রধান ক্রেতা হয়ে উঠেছে। গত বছরের নভেম্বরে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল রফতানির প্রায় অর্ধেক কিনেছে চীন, আর ভারতের অংশ ছিল প্রায় ৩৮ শতাংশ।

তবে নতুন প্রস্তাবিত বিলটিকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছেন সাবেক মার্কিন ট্রেজারি কর্মকর্তা ক্যাথরিন উলফ্রাম। সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের সময় নিষেধাজ্ঞা প্রণয়নে যুক্ত থাকা উলফ্রাম বলেন, 'শুল্ককে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রকে ২০ শতাংশ শুল্ক কমানোর প্রস্তাব বাংলাদেশের

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) রাষ্ট্রদূত জ্যামিসন গ্রিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত দেশটির ২০ শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া নিরাপত্তা উপদেষ্টা ইউএসটিআরের সহকারী প্রতিনিধি ব্রেন্ডান লিঞ্চের সঙ্গেও পৃথক বৈঠক করেন।

রাষ্ট্রদূত গ্রিয়ারের সঙ্গে বৈঠকে ড. খলিলুর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্য *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

ক্রেডিট কার্ডের সুদের হারে ১০ শতাংশ, এক বছরের জন্য সীমা আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুক্রবার, ৯ জানুয়ারী ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলোকে এই মাসের শেষ থেকে শুরু করে এক বছরের জন্য সুদের হার ১০ শতাংশে সীমিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, "অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে, আমরা আর আমেরিকান জনগণকে ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলোর দ্বারা 'ঠকতে' দেব না, যারা ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বা তারও বেশি হারে সুদ নিচ্ছে, যা অলস জো বাইডেন প্রশাসনের সময় অবাধে চলতে দেওয়া হয়েছিল। সাশ্রয়ী মূল্য!"

তিনি ঘোষণা করেন, "২০২৬ সালের ২০শে জানুয়ারি থেকে কার্যকরভাবে, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্রেডিট কার্ডের সুদের হারে এক বছরের জন্য ১০ শতাংশের সীমা আরোপের আহ্বান জানাচ্ছি।" "কাকতালীয়ভাবে, ২০শে জানুয়ারির তারিখটি ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত সফল ট্রাম্প প্রশাসনের এক বছর পূর্তির সাথে মিলে যাবে।

এই বিষয়ে আপনার মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ।" ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারণার সময়ই প্রথম বার্ষিক ক্রেডিট কার্ডের সুদের হার ১০ শতাংশে সীমিত করার ধারণাটি উত্থাপন করেছিলেন। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে নাসাউ কলিসিয়ামে সমর্থকদের ভিড়ের সামনে ট্রাম্প বলেছিলেন, *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

ডিসেম্বরে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮ দশমিক ৪৯ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক: কয়েক মাসের স্বস্তির রেশ কাটতে না কাটতেই বাংলাদেশে আবার বাড়তে শুরু করেছে মূল্যস্ফীতির চাপ। ডিসেম্বর মাসে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বেড়েছে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) গতকাল সোমবার ডিসেম্বর মাসের মূল্যস্ফীতির চিত্র প্রকাশ করেছে। এতে দেখা গেছে, বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরেই সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৪৯ শতাংশ।

এর আগের মাস নভেম্বরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ, আর অক্টোবরে নেমে আসে গত ৩৯ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন ৮ দশমিক ১৭ শতাংশে।

সর্বশেষ এই মূল্যবৃদ্ধিতে গ্রাম ও শহরড়উভয় এলাকার নিম্ন ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের জীবনে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের খরচে নতুন করে চাপ বাড়িয়েছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর মুদ্রানীতি থাকা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি আবারও ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। তাদের ভাষ্য, এই মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ বাড়তি চাহিদা নয়, বরং সরবরাহপক্ষের সীমাবদ্ধতা ও কাঠামোগত দুর্বলতাই এখানে বড় ভূমিকা রাখছে।

এই পরিস্থিতিতে বর্তমান উচ্চ নীতি সুদের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও আপাতত ঋণের সুদহার উচ্চ রাখার পক্ষেই মত দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা। একই সঙ্গে বাজার তদারকি আরও জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার কথাও সামনে এসেছে। *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

ডিসেম্বরে বাংলাদেশের রপ্তানি ৩.৯৬ বিলিয়ন ডলার, কমছে টানা ৫ মাস ধরে

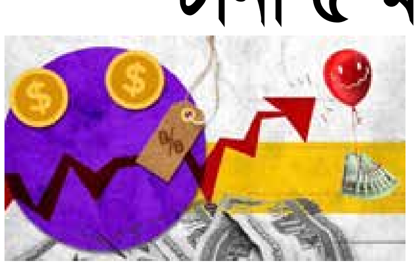

পরিচয় ডেস্ক: গত পাঁচ মাস ধরে দেশের রপ্তানি আয় কমছে। ডিসেম্বরে রপ্তানি আয় আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪ দশমিক ২৫ শতাংশ কমে ৩ দশমিক ৯৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। রোববার, ৪ঠা ডিসেম্বর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এ তথ্য প্রকাশ করেছে। ইপিবি জানায়, *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

উত্তাল ইরানে খামেনি শাসন কি টিকবে

পরিচয় ডেস্ক: ইরানে ঘুরেফিরে যে বিক্ষোভ দেখা দেয়, তা মূলত দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি ও নিষেধাজ্ঞার প্রভাবের পারস্পরিক সম্পর্কের ফল। এসব উপাদান একদিকে যেমন অসন্তোষের জন্ম দেয়, তেমনি রাষ্ট্র কীভাবে সেই অসন্তোষের জবাব দেবে, তাও নির্ধারণ করে। বিশেষ করে দীর্ঘদিনের নিষেধাজ্ঞা ও ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলো আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

গত বছরের শেষ দিকে যে বিক্ষোভ হয়, তার সূচনা হয়েছিল ব্যবসায়ী ও বাজারের দোকানিদের ধর্মঘট থেকে। ইরানের জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হঠাৎ অনেক কমে যাওয়ায় তারা প্রতিবাদে নেমেছিলেন। বাড়তে থাকা মূল্যস্ফীতির ধাক্কায় ইরানের মুদ্রা রিয়ালের মূল্য প্রায় ৫০ শতাংশ কমে যায়।

একই সঙ্গে বেকারত্বের হার বেড়ে দাঁড়ায় ৭ দশমিক ৫ শতাংশে। অর্থনৈতিক কারণে ইরানে অস্থিরতা এবারই প্রথম নয়, ২০০৮ সালে মূল্য সংযোজন কর বাড়ানোর সিদ্ধান্তের পর তেহরানের বাজার এলাকাগুলোতে বড় ধরনের বিক্ষোভ হয়। এর ফলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদের সরকার সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।

এরপর ২০১০ সালে সরকার যখন আয়করের হার ৭০ শতাংশে উন্নীত করার আইন করতে চেয়েছিল, তখনো সীমিত পরিসরে প্রতিবাদ হয়। সেবারও জনরোষের মুখে সরকার পিছু হটে।

ইরানের বিভিন্ন সময়ের আন্দোলনে নানান অর্থনৈতিক দাবির পাশাপাশি সামাজিক স্বাধীনতার প্রশ্নও বারবার উঠে এসেছে। এর মধ্যে বাধ্যতামূলক হিজাব আইনের বিরোধিতা ছিল একটি বড় বিষয়।

২০২২ সালে এই ইস্যুতেই দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। হিজাব আইন ভঙ্গের অভিযোগে আটক ২২ বছর বয়সী মাসা আমিনির হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা থেকে জন্ম নিয়েছিল দেশব্যাপী বিক্ষোভ। কর্তৃপক্ষ যখন ঘটনার দায় মাসার ওপরই চাপানোর চেষ্টা করে, তখন জনরোষ আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

অনেক আন্দোলনের পরেও কোনো সরকারই দেশটিতে মৌলিক সংস্কার করতে পারেনি। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

মাদুরোর বিদায়: মার্কিন 'বিজয়' কি আসলে চীনের জন্য শাপে বর

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৬ সালের শুরুতে ট্রাম্প প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ভেনিজুয়েলার দীর্ঘদিনের শাসক নিকোলাস মাদুরোর পতন বিশ্ব রাজনীতিতে বড় এক ধাক্কা। আপাতদৃষ্টিতে একে যুক্তরাষ্ট্রের বড় জয় এবং চীনের পরাজয় মনে হলেও, গভীর বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, মাদুরোকে হটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আসলে চীনের দীর্ঘদিনের এক ওগলার কাঁটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

চীন দীর্ঘদিন ধরে মাদুরো ও তার পূর্বসূরি হুগো শাভেজকে সমর্থন দিয়ে ভেনিজুয়েলার তেলসম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সেই সম্পর্ক প্রত্যাশামতো ফল দেয়নি। দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক ধসের কারণে ভেনেজুয়েলার তেল উৎপাদন ক্রমাগত কমেছে। বিপুল মজুদের দেশ হয়েও ২০২৫ সালের শেষে উৎপাদন নেমে আসে দিনে মাত্র ৯ লাখ ব্যারেলেড়্যা চীনের মোট চাহিদার তুলনায় নগণ্য।

চীন ভেনিজুয়েলায় প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করলেও এর বড় অংশ এরইমধ্যে সস্তা তেলের মাধ্যমে পরিশোধ হয়ে গেছে। বর্তমানে বকেয়া রয়েছে মাত্র ১০১৫ বিলিয়ন ডলারের তেল। ফলে মাদুরো সরকার পতনের পর চীন কার্যত একটি ঝুঁকিপূর্ণ ও সুনাম ক্ষয়কারী বিনিয়োগ থেকে বেরিয়ে আসার *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

শান্তিতে নোবেলজয়ীদের নিয়ে কেন এত বিতর্ক?

ইতিহাস বলছে, সরকার টিকে থাকা নিয়ে উদ্বেগ বাড়লে বিক্ষোভ দমনে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান আরও শক্ত হয়। এদিকে ইরানি নেতারা আছেন আরেক আশঙ্কায়। তাঁদের ধারণা, ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অটল সমর্থন দেশটিকে ইরানের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধে প্ররোচিত করছে। এই আশঙ্কা ইরানের ভেতরে সরকার ও সমাজের মধ্যে সংঘাতকে আরও তীব্র করেছে। এমনকি দীর্ঘদিন ধরে যদি এই সংঘাত চলতে থাকে, তাহলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা সরকার পরিবর্তনের দিকেও যেতে পারে। এই আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মাহজুব জুয়েইরি মধ্যপ্রাচ্যবিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক, আলুজাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

পরিচয় ডেস্ক: ১৯৭৩ সালে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ও ভিয়েতনামের বিপ্লবী নেতা লে ডাক থোকে যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হলে বিশ্বজুড়ে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ে। সমালোচনার মূল কারণ ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে কিসিঞ্জার ছিলেন বোমাবর্ষণের অন্যতম নকশাবিদ। চিলির সামরিক অভ্যুত্থানেও তিনি সমর্থন দেন। আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার নীতির ফলে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। তবু তাকে পুরস্কৃত করা হয় 'শান্তি আলোচনায় অবদান' রাখার কারণ দেখিয়ে। সে সময় বহু গবেষক এ সিদ্ধান্তকে ব্যঙ্গ করে আখ্যা দেন 'নোবেল ওয়ার প্রাইজ'। প্রতিবাদস্বরূপ নোবেল কমিটির দুই সদস্য পদত্যাগও করেন। নোবেল প্রত্যাখ্যান করেন ডাক থো। সমালোচকদের মতে, শীতল যুদ্ধকালীন নোবেল শান্তি পুরস্কারের সিদ্ধান্তগুলো অনেক ক্ষেত্রেই পশ্চিমা রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। সম্প্রতি এ বিতর্ক আরো বেড়েছে। সমালোচনা রয়েছে, এমন সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয় যাদের অবস্থান ও কর্মকাণ্ড পশ্চিমা ভূরাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সুবিধাজনকভাবে মিলে যায়। অনেক সমালোচকের চোখে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার হয়ে উঠছে 'সিলেক্টিভ মোরালিটি'র প্রতীক। চলতি বছর ভেনিজুয়েলার মারিয়া কোরিনা মাচাদো, ২০২১ সালে মারিয়া রেসা ও দিমিত্রি মুরাতভ, ২০২২ সালে আলেস বিয়ালিয়াতস্কি, মেমোরিয়াল ও সেন্টার ফর সিভিল লিবার্টিজ, ২০২৩ সালে নারগেস মোহাম্মাদিড়তাদের প্রত্যেকের নোবেলপ্রাপ্তি ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে। সমালোচকরা প্রশ্ন তুলেছেন, এ পুরস্কার মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের স্বীকৃতি হলেও একই সঙ্গে পশ্চিমা রাজনৈতিক কূটনৈতিক স্বার্থকে বৈধতা দেয় কিনা। স্বৈরতন্ত্র ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাহসী প্রতিরোধ নিয়ে সন্দেহের খুব বেশি অবকাশ *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

বেকারত্বে জর্জরিত বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ড

পরিচয় ডেস্ক: বেকারত্বে অসুখে জর্জরিত হয়ে পড়েছে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ড। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশগুলোর মধ্যে বর্তমানে ফিনল্যান্ডেই বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি। ইউরোপীয় কমিশনের পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সংস্থাটি *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পকে হুমকি দিয়ে মার্কিন হামলার আশঙ্কায় কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের কড়া সমালোচক কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। মার্কিন বাহিনীর পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ এ নেতা আন্তর্জাতিক মহলেও কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছেন। এরই মধ্যে ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে পেত্রো বলেছিলেন, 'আসুন, আমাকে তুলে নিয়ে যান। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।' বুক ফুলিয়ে দেওয়া এমন ভাষণের এক সপ্তাহ না পেরোতেই মার্কিন হামলার আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েছেন তিনি।

পেত্রো বিবিসিকে বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন এখন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের একটি বাস্তব হুমকি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশকে তাদের সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে দেখছে। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র দশকের পর দশক ধরে অন্যান্য সরকারকে, বিশেষ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

ট্রাম্প কেন গ্রিনল্যান্ড দখল করতে চান

স্টিফেন কলিনসন

ভেনেজুয়েলার ‘ঘৃণিত শাসনব্যবস্থা’র প্রধানকে অপসারণের পর, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন তাঁর একবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রকল্পের জন্য নতুন ভূখণ্ড খুঁজছেন।

প্রথম মেয়াদে ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আগ্রহকে অনেকেই ঠাট্টা হিসেবে দেখেছিলেন। এটি ছিল এমন এক প্রেসিডেন্টের আরেকটি বেপরোয়া উচ্চারণ, যিনি মানুষকে চমকে দিতে ভালোবাসেন।

এমনকি গত বছরও, যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র তাঁর বাবার বিমানে করে বিশাল দ্বীপটিতে যান এবং পরে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ক্ষণিক সফরে সেখানে হাজির হন, তখনো বিষয়টি নিয়ে ঠাট্টা তামাশা হয়েছে। কিন্তু এখন আর কেউ হাসছে না।

ইউরোপীয় নেতারা (যারা ৬ জানুয়ারী,মঙ্গলবার গ্রিনল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব ও ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত এই ভূখণ্ডের ওপর তাদের দাবিকে পুনর্ব্যক্ত করেছেন) ট্রাম্পের হুমকিকে এখন গুরুত্বের সঙ্গেই নিচ্ছেন।

এটি আশ্চর্যের নয়। কারণ ভেনেজুয়েলায় ‘সাফল্য’-এর পর আত্মম্ভরিতায় ভর করে ট্রাম্প প্রশাসন এখন পুরো পশ্চিম গোলার্ধকেই কার্যত নিজের এলাকা বলে দাবি করছে।

ট্রাম্পের শীর্ষ সহযোগী স্টিফেন মিলার সোমবার সিএনএন-এ সতর্ক করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এমন এক বিশ্বব্যবস্থার ‘লৌহকঠোর আইন’ অনুসরণ করছে, যা শক্তি, বলপ্রয়োগ ও ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক অভিযানের পর মার-আ-লাগোতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ স্টিফেন মিলার।

ট্রাম্পের প্রকাশ্য যুক্তিড়জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রকে গ্রিনল্যান্ড দখল করতেই হবে, যদিও প্রথম থেকেই সে যুক্তি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য ছিল না। আর মঙ্গলবার হোয়াইট হাউস যখন উৎকণ্ঠিত ন্যাটো মিত্রদের সামনে সামরিক শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন এই যুক্তি আরও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে।

এক কৌশলগত রত্ন

প্রেসিডেন্ট তাঁর জায়গা থেকে ঠিকই বলেছেন। কারণ গ্রিনল্যান্ড কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর গুরুত্ব আরও বাড়ছে।

ইতিহাসজুড়েই গ্রিনল্যান্ড মধ্য আটলান্টিক অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবিন্দু ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ‘গ্রিনল্যান্ড এয়ার গ্যাপ’ নামে পরিচিত সমুদ্রপথ (যা স্থলভিত্তিক বিমানের আওতার বাইরে ছিল) নাৎসি সাবমেরিনগুলোর জন্য মিত্রশক্তির বাণিজ্যিক কনভয় ধ্বংসের এক ভয়ংকর হত্যাক্ষেত্রে পরিণত হয়।

ভবিষ্যতে কোনো বড় যুদ্ধে গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ মানেই আটলান্টিকের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের কর্তৃত্ব। আর সেখানে অবস্থিত একটি মার্কিন ঘাঁটি ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র আগাম সতর্কতা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আট দশক পর, বরফ গলে যাওয়ায় গ্রিনল্যান্ড এখন ভূরাজনৈতিকভাবেও ‘উষ্ণ’ হয়ে উঠছে। বিশ্বের ছাদের ওপর নতুন নৌপথ খুলে যাচ্ছে।

চীন ও রাশিয়াও ট্রাম্পের মতোই জানে এই দ্বীপটি কতটা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ট্রাম্প বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য গ্রিনল্যান্ড দরকার। কিন্তু বাস্তবে যদি সত্যিই নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকে, তাহলে গ্রিনল্যান্ড দখল না করেও যুক্তরাষ্ট্র নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

কারণ গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের অধীন হলেও সেটি ন্যাটোরই একটি অংশ, আর ডেনমার্ক যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র।

গ্রিনল্যান্ডের বিশাল জনশূন্য এলাকা সহজেই নতুন সেনাঘাঁটি, সামরিক ঘাঁটি ও হাজার হাজার সৈন্য মোতায়েনের সুযোগ দেয়।

প্রশাসনের নেতারা যদিও বিদ্রূপ করে বলেন, ডেনমার্ক নাকি কুকুরের স্লেজ দিয়ে দ্বীপটি রক্ষা করছে; তবু বাস্তবতা হলো, যুক্তরাষ্ট্র ও কোপেনহেগেনের মধ্যে এমন একটি চুক্তি রয়েছে যা মার্কিন বিমান *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

নতুন বিশ্বব্যবস্থা: রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের ‘গোপন প্রস্তাব’ কি সত্য হতে চলেছে

ওয়েন জোন্স

যুক্তরাষ্ট্রের বোমায় যখন ভেনেজুয়েলার আকাশ জ্বলে উঠছিল, তখন আমরা এক ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের রোগলক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলাম। এর মধ্যেই আমরা প্রতাপশালী দেশটির দুর্বলতা দেখতে পাচ্ছিলাম।

কথাটা শুনতে হয়তো উল্টো মনে হতে পারে। কারণ, শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র তো তার ক্ষমতাই দেখিয়েছে, দুর্বলতা দেখায়নি। তারা একটি দেশের নেতাকে অপহরণ করেছে। আর ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি ভেনেজুয়েলা ‘চালাবেন’।

এই দৃশ্য কি নিজ শক্তিতে মাতাল পরাশক্তির ক্ষমতার নেশার আড়ালে থাকা অবক্ষয়কেই প্রকাশ করে না?

ট্রাম্পের বড় গুণ (যদি একে গুণ বলা যায়) তাঁর অকপটতা। আগের মার্কিন প্রেসিডেন্টরা নগ্ন স্বার্থকে ‘গণতন্ত্র’ আর ‘মানবাধিকার’-এর মুখরোচক ভাষায় ঢেকে দিতেন। ট্রাম্প সে ভব্যতার মুখোশই পরেন না। ২০২৩ সালে তিনি গর্ব করে বলেছিলেন, ‘আমি যখন ক্ষমতা ছাড়ি, ভেনেজুয়েলা তখন ভাঙনের মুখে ছিল। আমরা যদি তখন ওটা দখল করে নিতাম, তাহলে একদম পাশের বাড়িতেই দরকারি সব তেল পেতাম।’

এটি ট্রাম্পের হঠাৎ বলে ফেলা কোনো কথা নয়। তেল দখলের যুক্তি ট্রাম্পের সদ্য প্রকাশিত জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলপত্রেই স্পষ্টভাবে লেখা আছে। কৌশলপত্রের সেই নথি ওয়াশিংটনে দীর্ঘদিন অস্বীকার করা যে সত্যকে মেনে নেয়, তা হলো যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক আধিপত্যের অবসান হয়েছে।

কৌশলপত্রে বিদ্রূপের সুরে বলা হয়েছে, শীতল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির শীর্ষ মহল নিজেদের বোঝাতে শুরু করেছিল, সারা পৃথিবীর ওপর স্থায়ী মার্কিন আধিপত্যই দেশের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে। কিন্তু এখন তারা স্বীকার করছে, গ্রিক পুরাণের দেবতা অ্যাটলাসের মতো গোটা বিশ্বকে কাঁধে তুলে রাখার দিন যুক্তরাষ্ট্রের শেষ হয়ে গেছে। বিশ্ব পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের যে যুগ ছিল, তার ইতি টানার ঘোষণাই কৌশলপত্রে দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যমান ব্যবস্থার জায়গায় আসছে এমন এক বিশ্বব্যবস্থা, যেখানে একাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র নিজেদের মতো করে আলাদা আলাদা এলাকা দখলে রাখবে এবং প্রভাব খাটাবে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেই এলাকা হবে পুরো আমেরিকা মহাদেশ।

কৌশলপত্রে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, বহুদিন অবহেলার পর যুক্তরাষ্ট্র আবার পশ্চিম গোলার্ধে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং সে জন্য তারা মনরো নীতিকে (প্রেসিডেন্ট জেমস মনরোর ঘোষিত একটি নীতি, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে লাতিন আমেরিকা ও পশ্চিম গোলার্ধে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর হস্তক্ষেপ রোধ করার কথা বলা আছে) নতুন করে কার্যকর করবে।

মনরো নীতি উনিশ শতকের শুরুতে তৈরি হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল, ইউরোপ যেন আমেরিকা মহাদেশে উপনিবেশ না গড়ে। কিন্তু বাস্তবে এই নীতির ফল হয়েছে ভিন্ন। এর মাধ্যমে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

ওয়াশিংটনের সহায়তায় লাতিন আমেরিকায় সহিংসতা নতুন কিছু নয়। আমার মাবাবা চিলির ডানপন্থী স্বৈরতন্ত্র থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট সালভাদর আয়েন্দেকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সিআইএ-সমর্থিত অভ্যুত্থানের পরই ডানপন্থী স্বৈরশাসক ক্ষমতায় বসেন।

তখনকার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন, ‘নিজেদের মানুষের দায়িত্বহীনতার কারণে কোনো দেশ কমিউনিস্ট হয়ে যাচ্ছেড়এটা আমরা বসে বসে দেখব কেন?’ এই একই যুক্তি ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া এবং মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবীয়জুড়ে হত্যাযজ্ঞ চালানো শাসনগুলোর প্রতি মার্কিন সমর্থনের ভিত্তি ছিল।

তবে গত তিন দশকে সেই আধিপত্য চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। তথাকথিত ‘পিঙ্ক টাইড’ড়ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুই ইনাসিও লুলা দা সিলভার নেতৃত্বে প্রগতিশীল সরকারগুলো আঞ্চলিক স্বাধীনতা জোরদার করতে চেয়েছিল। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চীন এ সময়ে মহাদেশজুড়ে তার শক্তি বাড়িয়েছে। *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

SUMMER SALE
2026
USA ⇆ DHAKA
Starting From
$1175+
Round Trip
Limited Seats Available
BOOK NOW
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

নতুন বন্দোবস্তে কতটা বৈষম্যহীন বাংলাদেশ পেলাম

উম্মে ওয়ারা

পত্রিকা খুললেই চোখে পড়ছে বিভিন্ন বিষয়ে গত বছরের সালতামামি। ২০২৫ সালে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত পরিসংখ্যান ও জরিপগুলো দেশের সার্বিক অবস্থা বুঝতে সাহায্য করে। তাতে উঠে এসেছে জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে মৌলিক অধিকার ও নাগরিক সুরক্ষার ধারাবাহিক লঙ্ঘনের চিত্র, যা আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে।

অভ্যুত্থানের চেতনা কতখানি বেহাত হলো, সে বিষয়ে সন্দিহান করে তোলে। কেননা, জুলাইয়ের সময় ‘বৈষম্যহীন’, ‘নতুন বন্দোবস্ত’ ও ‘ইনসাফের’ জন্যই সাধারণ মানুষ রাজপথে নেমে এসেছিল। দিন শেষে মানুষ শান্তি চায়, চায় জীবনমানের দৃশ্যমান উন্নতি। এই চাওয়ার কতখানি পেলাম আমরা, তা নৈর্ব্যক্তিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ক্রান্তিকালীন পরিসরে জনগণ বহুমাত্রিক উপায়ে নিজের আকাঙ্ক্ষা ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যেখানে চুক্তি বা যুদ্ধবিরতিকে ‘শান্তি’ হিসেবে আখ্যা দেয়, জনগণ সেখানে শান্তি বলতে জীবন চালানোর সক্ষমতাকে বোঝে, বিমূর্ত কোনো ধারণাকে নয়।

এ বিষয়ে নরওয়েজীয় সমাজবিজ্ঞানী ও শান্তি-গবেষণার জনক জোহান গালটংয়ের একটা তত্ত্ব খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি ‘শান্তিকে’ কেবল ‘নেগেটিভ পিস’ বা সহিংসতার অনুপস্থিতি হিসেবে না দেখে একে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সক্ষমতা, কাঠামোগত বৈষম্যের অবসান, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদার মতো পজিটিভ পিসের (ইতিবাচক শান্তি) সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

গণ-অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতাচ্যুত সরকারের নেতাদের বিচারপ্রক্রিয়া আদতে বাংলাদেশের জনগণের দৈনন্দিন জীবনে কতখানি ‘পজিটিভ পিস’ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, তা আলোচনার দাবি রাখে। কেননা, বিচারপ্রক্রিয়ার পাশাপাশি সমাজে শান্তি ও সমঝোতা ফেরানোর কমিশন করার দাবি একেবারেই আমলে নেয়নি অন্তর্বর্তী সরকার। অথচ সমাজে প্রতিশোধের চক্রকে ভেঙে দৈনন্দিন জীবনে শান্তি ও সহাবস্থান চর্চার রাস্তা করে দেয় এমন কমিশন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর সর্বক্ষেত্রে অভ্যুত্থানের কতিপয় নেতাকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সুবিধাভোগী হতে দেখা গেছে, যা অনেক ক্ষেত্রেই নতুন বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। এ কারণে গণ-অভ্যুত্থানকারীদের মধ্যেও বিভাজন ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়াই গণ-অভ্যুত্থানের নেতাদের রাজনৈতিক দল গঠন করতে দেখা গেছে। খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে কথা বলার বদলে তাঁদের মূলত ভোটের রাজনীতিতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে দেখা গেছে। নিজ দলের গঠনতন্ত্র, জনমুখী কর্মপরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিবর্তে বেশির ভাগ সময়েই তাঁরা নানা জনতুষ্টিবাদী মন্ত্র জপে গেছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতার অপব্যবহার, চাঁদাবাজির অসংখ্য ঘটনা আন্দোলনের মাহাত্ম্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে জনতার আদালতে।

তবে তাদের এই অবারিত ক্ষমতা প্রদর্শনের মূল শিকড়টি প্রোথিত হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশনায়, যাতে বলা হয়েছিল, গণ-অভ্যুত্থানসংক্রান্ত কোনো ঘটনায় আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। পরে ২০২৫ সালে ঘোষিত ‘জুলাই সনদ’-এ গণ-অভ্যুত্থানের সময়ের ঘটনাগুলোর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়মুক্তি নিশ্চিত করার বিষয়টিও সংযোজন করা হয়।

এ ছাড়া ৫ জানুয়ারি আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভায় জুলাই আন্দোলনকারীদের আইনি সুরক্ষা দিতে দায়মুক্তির অধ্যাদেশ জারির সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, দায়মুক্তি কি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময়সীমার বাইরেও কার্যকর?

গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর চাঁদাবাজির মামলায় একজন জুলাই আন্দোলনকারী নারীকে গ্রেপ্তারের পর স্বয়ং আইন উপদেষ্টা ৫ জানুয়ারি ফেসবুক পেজে স্ট্যাটাস দিয়ে জানান, অভিযুক্ত নারী দ্রুতই প্রতিকার পাবেন। কয়েক ঘণ্টা পরেই সেই নারী জামিন লাভ করেন। জামিন লাভ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে নির্বাচন কি তাহলে মধ্য ও ডানপন্থার লড়াইয়ের দিকে যাচ্ছে

এ কে এম জাকারিয়া

দেশ নির্বাচনের আবহাওয়ার মধ্যে ঢুকেছে। তবে এর ঠিক আগে আগে বেশ কিছু গুরুতর, গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষী হয়েছে বাংলাদেশ। এই ঘটনাগুলোর প্রভাব শুধু আগামী নির্বাচনে নয়, বরং আরও সুদূরপ্রসারী হবে বলেই মনে হয়।

নির্বাচনবিরোধী প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য একটি শক্তির সক্রিয়তা নানা সময়ে টের পাওয়া গেছে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরপরই বলা যায় পরিকল্পিত এক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি। তাঁর হত্যাকাণ্ড দেশের মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছে।

এ ঘটনাকে নির্বাচনবিরোধী তৎপরতা হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ আছে। কারণ, এ ধরনের ঘটনা জনমনে একধরনের নিরাপত্তাহীনতা ও নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তার বোধ তৈরি করে। এর উল্টো দিকে লাখ লাখ স্বতঃস্ফূর্ত মানুষ শহীদ হাদির জানাজায় হাজির হয়ে তাঁর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও সমর্থন প্রকাশ করেছেন।

আবার একই সঙ্গে হাদির মৃত্যুর মতো এই মর্মান্তিক ঘটনাকে পুঁজি করে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারএর মতো সংবাদমাধ্যমে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাকেও নির্বাচনবিরোধী হিসেবে বিবেচনা করার যথেষ্ট কারণ আছে।

নির্বাচনের আগে এ ধরনের সহিংসতা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতাকেই নির্দেশ করে। শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার সক্ষমতার সঙ্গে একটি অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের সম্পর্ক রয়েছে।

২.

নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক মেরুকরণও ঘটেছে। গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের দল এনসিপি জামায়াতের সঙ্গে জোট করে নির্বাচনে যাচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে দেখলে এটা সাধারণ নির্বাচনী সমঝোতার চেয়ে বড় কিছু। কারণ, এর মধ্য দিয়ে এনসিপির অবস্থানটি স্পষ্ট হয়েছে। দলটির রাজনৈতিক ধারা কী, এ নিয়ে যাঁদের কৌতূহল ছিল, তাঁরা জবাব পেয়ে গেছেন।

এনসিপির এ অবস্থানকে তাদের রাজনৈতিক ধারা অনুযায়ী ‘সঠিক গন্তব্যে’ যাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। দলটির মূল নেতাদের অনেকে তাঁদের আদর্শের জায়গাটি ইতিমধ্যেই নানাভাবে পরিষ্কার করেছেন। তা ছাড়া আলোচনায় আছে, দলটিকে সংগঠিত করতে জামায়াত নানাভাবে সহযোগিতা করেছে। বিশেষ করে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন নিশ্চিত করার জন্য সারা দেশে দ্রুত কমিটি গঠন বা এনসিপির সভা-সমাবেশে লোকবল সরবরাহড়এসব ক্ষেত্রে জামায়াতের ভূমিকার কথা নানা সূত্রে জানা যায়।

এনসিপি শেষ পর্যন্ত ‘সঠিক গন্তব্য’ বেছে নেওয়ায় কিছু নেতা-কর্মীর বিভ্রান্তিও দূর হয়েছে। দলটির মধ্যে ক্ষীণ যে বাম ও মধ্যপন্থী ধারা ছিল বা নারী ইস্যুতে এনসিপির ভূমিকায় যাঁরা বিরক্ত ছিলেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই নিষ্ক্রিয় হয়েছেন অথবা ঘোষণা দিয়ে দল ছেড়েছেন। এই ধারা অব্যাহত আছে। এর মধ্য দিয়ে ‘পরিশুদ্ধ’ হয়ে পুরোপুরি ডানপন্থী আদর্শের দলে পরিণত হতে পারে এনসিপি।

জামায়াতের নির্বাচনী জোটে যুক্ত হয়ে এনসিপি কী লাভ করবে, অন্তত আসন পাওয়ার দিক থেকে, তা বোঝার জন্য নির্বাচনের ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে রাজনৈতিকভাবে তারা সমাজের মধ্যপন্থী ও জনমতের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী একটি নাগরিক গোষ্ঠীর আস্থা যে হারিয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩.

বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি হিসেবে বিবেচিত জামায়াত তার রাজনৈতিক পথচলায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপিড়দুই দলের সঙ্গে মিলেমিশেই এগিয়েছে, আন্দোলন করেছে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে এক হয়ে বিএনপি সরকারের বিদায় নিশ্চিত করেছে। আবার বিএনপির সঙ্গে জোট করে সরকারের অংশীদারও হয়েছে।

তবে জামায়াত তার রাজনৈতিক ইতিহাসে এখন সবচেয়ে ভালো সময় পার করছে। একাত্তরের বাংলাদেশবিরোধী অবস্থান *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
NYS Department of Health LHCSAs
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

Grades K-6 Get 1 Month FREE!
December '25 - May '26

PROGRAM DETAILS:

- Achieve 4s on NY State Exams
- 5 Months + 1 Month FREE of Common Core Classes
- ELA, & Math

$1,320
5-Months
+ 1 Month FREE

Visit Any Khan's Location Near You!

Jackson Heights:
37th Ave & 74th St.

Jamaica:
Wexford Terr. & 177 St.

Brooklyn:
Church & Dahill Rd.

Bronx:
Castle Hill & Starling Ave

Digital - Online:
Available Everywhere!

Bellerose - Long Island:
Hillside Ave. & 258 St.

Astoria:
Crescent St. & 30th Ave.

Ozone Park:
101 Ave. & 86th St.

Hillside-Parsons:
161 St. & Hillside Ave.

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

সূর্যের আলো শরীরের বিপাকক্রিয়া উন্নত করে

পরিচয় ডেস্ক: দিনের স্বাভাবিক আলো শুধু চোখ বা মন ভালো রাখে না, এটি শরীরের ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমও উন্নত করতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাকৃতিক দিনের আলোতে বেশি সময় থাকলে টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের রক্তে শর্করা (গ্লুকোজ) নিয়ন্ত্রণ ভালো হয় এবং শরীরের বিপাকস্বাস্থ্য উন্নত হয়। এই গবেষণাটি করেছেন সুইজারল্যান্ডের জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় (ইউএনআইজিই) এবং নেদারল্যান্ডসের মাস্ট্রিখট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা।
গবেষণায় দেখা যায়, যারা প্রাকৃতিক আলোতে ছিলেন, তাদের রক্তে গ্লুকোজ স্বাভাবিক মাত্রায় বেশি সময় ধরে থাকে এবং ওঠানামা তুলনামূলক কম হয়। অর্থাৎ, রক্তে শর্করা হঠাৎ বেশি বা কম হওয়ার প্রবণতা কমে যায়।
গবেষণায় আরও জানা গেছে, সন্ধ্যার দিকে তাদের মেলাটোনিন (ঘুমের হরমোন) সামান্য বেশি নিঃসৃত হয়। এতে ঘুমের স্বাভাবিক ছন্দ ভালো থাকে। পাশাপাশি শরীরে চর্বি পোড়ানোর প্রক্রিয়াও (ফ্যাট অক্সিডেশন, অর্থাৎ শক্তি তৈরির জন্য চর্বি ব্যবহার) উন্নত হয়।
এই গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী 'সেল মেটাবলিজম'-এ। গবেষকদের মতে, এটিই প্রথম শক্ত প্রমাণ যা দেখায় যে, টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সরাসরি উপকার বয়ে আনতে পারে প্রাকৃতিক আলো।
গবেষণার জন্য ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ১৩ জন টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীকে বেছে নেওয়া হয়। তারা ৪.৫ দিন বিশেষভাবে তৈরি কক্ষে থাকেন। কোনো কক্ষে ছিল বড় জানালা দিয়ে আসা প্রাকৃতিক আলো, আবার কোনো কক্ষে ছিল কৃত্রিম আলো। অন্তত চার সপ্তাহ বিরতির পর তারা আবার অন্য ধরনের আলোতে একইভাবে থাকেন।
এই সময়ের আগে, চলাকালীন এবং পরে তাদের রক্ত ও পেশির নমুনা নেওয়া হয়। বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রাকৃতিক আলো শরীরের ভেতরের জৈবঘড়ি (সার্কাডিয়ান রিদম, অর্থাৎ শরীরের সময়সূচি) ও বিপাকক্রিয়াকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। গবেষকদের মতে, এ কারণেই রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ সহজ হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের মধ্যে ভালো সমন্বয় তৈরি হয়।

প্রতিদিন সকালে ডিম খাবেন কেন? জেনে নিন উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: সুস্থ থাকতে সকালের নাশতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকালের নাশতায় একটি বা দুটি ডিম শরীরের জন্য দারুণ উপকারী। ডিমে থাকা প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল ও স্বাস্থ্যকর চর্বি দিনের কাজের শক্তি জোগায় এবং সামগ্রিক সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পুষ্টিবিদদের মতে, সকালের খাবারে ডিম থাকলে শরীর পায় প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও নানা গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী এই খাবারটি প্রতিদিন সকালে খাওয়ার রয়েছে একাধিক পুষ্টিগুণ। চলুন জেনে নেওয়া যাক প্রতিদিন সকালে ডিম খাওয়ার উপকারিতা-

১. উচ্চমানের প্রোটিনের উৎস : ডিমে রয়েছে সম্পূর্ণ প্রোটিন, যা পেশি গঠন ও শরীরের ক্ষয় পূরণে সহায়তা করে। সকালে ডিম খেলে দীর্ঘ সময় পেট ভরা থাকে।
২. ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক : প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার হজম হতে সময় নেয় তাই ডিম ক্ষুধা কমাতে সাহায্য করে। ফলে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।
৩. মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায় : ডিমে থাকা কোলিন মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বাড়াতে ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থী ও কর্মজীবীদের জন্য এটি বেশ উপকারী।
৪. চোখের যত্নে কার্যকর : লুটেইন ও জিয়াজ্যানথিন নামের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে এবং বয়সজনিত দৃষ্টিশক্তি দুর্বলতার ঝুঁকি কমায়।
৫. শক্তি ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি : ডিমে থাকা ভিটামিন বি১২ ও রিবোফ্লাভিন শরীরে শক্তি জোগায় এবং দিনের কাজের জন্য আপনাকে রাখে চাঙা।
৬. হাড় ও পেশি মজবুত করে : ডিমে আছে ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম, যা হাড়কে শক্তিশালী করে।

বংশগত হৃদরোগের ঝুঁকি জানাবে সাধারণ রক্ত পরীক্ষা

পরিচয় ডেস্ক: একটি সাধারণ রক্ত পরীক্ষা হয়তো ভবিষ্যতে অনেক হৃদরোগীর জীবন বাঁচাতে সাহায্য করবে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই পরীক্ষার মাধ্যমে বংশগত হৃদরোগে আক্রান্ত কোন রোগী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছেন, তা আগেভাগেই শনাক্ত করা সম্ভব হতে পারে।
বিশ্বের সবচেয়ে সাধারণ বংশগত হৃদরোগের নাম হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি বা এইচসিএম। এই রোগ জিনগত কারণে হয় এবং পরিবারে বংশপরম্পরায় ছড়াতে পারে। এতে হৃদপেশি অস্বাভাবিকভাবে মোটা হয়ে যায়। ফলে হৃদযন্ত্র ঠিকমতো রক্ত পাম্প করতে পারে না।
এইচসিএমে আক্রান্ত অনেক মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করেন। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে এটি ভয়াবহ আকার নিতে পারে। হৃদযন্ত্র বিকল হওয়া, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন এবং হঠাৎ হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকিও থাকে। এখনো এই রোগের স্থায়ী চিকিৎসা নেই। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলোকে বেশি ঝুঁকিতে আছেন, তা আগে থেকে বোঝা কঠিন।
দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হার্ভার্ড ও অক্সফোর্ডসহ শীর্ষ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা প্রায় ৭০০ জন এইচসিএম রোগীর ওপর একটি গবেষণা চালান। তারা রক্তে এনটি-প্রো-বিএনপি নামের একটি প্রোটিনের মাত্রা পরিমাপ করেন। এই প্রোটিন হৃদযন্ত্র স্বাভাবিক কাজ করার সময়ও নিঃসৃত হয়। তবে এর মাত্রা বেশি হলে বোঝা যায়, হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ পড়ছে।

শীতে হার্ট ভালো রাখতে যা খেতে পারেন

পরিচয় ডেস্ক: শীত মানেই ঝকঝকে সকাল, মোলায়েম রোদ, গরম পানীয় আর আরামদায়ক খাবারের হাতছানি। তবে এই আরামদায়ক ঋতুটিই অনেকের জন্য স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে যাদের হৃদরোগের সমস্যা রয়েছে। শীতকালে সর্দি-কাশি ও জ্বর বাড়ার পাশাপাশি হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। তবে সুখবর হলো, কিছু সচেতন খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনের মাধ্যমে শীতকালেও হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখা সম্ভব।

কেন শীতে হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ বাড়ে?

তাপমাত্রা কমে গেলে শরীর প্রথমেই উষ্ণতা ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ সময় রক্তনালিগুলো সংকুচিত হয়ে যায়, যার ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং হৃদযন্ত্রে অক্সিজেন ও পুষ্টির প্রবাহ কমে। সংকুচিত নালির মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহ বজায় রাখতে হৃদপিণ্ডকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। একই সঙ্গে ঠান্ডা আবহাওয়া রক্তকে কিছুটা ঘন করে তোলে, কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায় এবং রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি তৈরি করে, যা হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

তাই শীতে খাবার বাছাইয়ে একটু বাড়তি সতর্কতা জরুরি।'

১. স্মার্ট খাবার বেছে নিন : শীতকালে স্বাস্থ্যকর খাবারের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখুন শাকসবজি, ফলমূল, গোটা শস্য, পর্যাপ্ত প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর চর্বি। সুষম খাবার শুধু হৃদযন্ত্রকে শক্তিশালী করে না, শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়।

২. ভালো চর্বিকে অগ্রাধিকার দিন : সব চর্বি খারাপ নয়, বরং কিছু চর্বি হৃদযন্ত্রের জন্য অত্যন্ত উপকারী। রান্নায় সরিষার তেলের সঙ্গে চিনাবাদাম বা সূর্যমুখী তেলের মিশ্রণ ব্যবহার করলে মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট পাওয়া যায়, যা ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে।

লাল শাক ও পালংয়ে যে উপকার

পরিচয় ডেস্ক: লালশাক দেখতে যেমন দারুণ, খেতেও দারুণ মজা। সেই সাথে উপরি পাওনা লাল রঙে রাঙে ঠোঁট। পালং শাকও শরীরের জন্য বেশ উপকারী। শীতকালে এই দুই শাক পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে, দামও থাকে মোটামুটি হাতের নাগালে। সুস্বাদু শাকের পুষ্টিগুণও দারুণ।

লালশাকের উপকারিতা

লালশাক ভিটামিন এ'তে ঠাসা। এই শাক নিয়মিত খেলে দৃষ্টিশক্তি ভালো থাকে। রাতকানা রোগ প্রতিরোধও বাড়ে। ভিটামিন সির অভাবজনিত রোগ স্কার্ভি প্রতিরোধ করে লালশাক। লালশাকের আঁশজাতীয় অংশ খাবার পরিপাকে সহায়তা করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এই শাকে রয়েছে প্রচুর আয়রন। শরীরে লোহিত রক্তকণিকার মাত্রা বাড়ায় লালশাক, সে কারণে অ্যানিমিয়া রোগী এবং অন্তঃসত্ত্বা নারীদের জন্য এ শাক খুবই উপকারী।

নিয়মিত লালশাক খেলে কিডনির কার্যক্ষমতা বাড়ে। রক্তে উপস্থিত ক্ষতিকর উপাদানও শরীর থেকে বের হয়ে যায়। শরীরের টক্সিক উপাদান দূর করে এবং ক্যানসার কোষ উৎপন্ন হতে দেয় না। লালশাকে থাকা ভিটামিন 'সি' ও 'কে' দেহের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে। ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

মস্তিষ্ক ও হৃদপিণ্ডকে শক্তিশালী করে লালশাক। লালশাকের বিটা ক্যারোটিন স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে।

রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করে।

শরীরে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম জমে গিয়ে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হয়। সেগুলো প্রতিরোধ করে লালশাক।

পালং শাকের উপকারিতা

পালং শাকে রয়েছে উচ্চমাত্রার বিটা ক্যারোটিন। যা চোখের জ্যোতি বাড়ায় এবং চোখের ছানি পড়া প্রতিরোধ করে।

খালি পেটে গাজরের রস খাওয়ার উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: গাজরের রস একটি জনপ্রিয় ও স্বাস্থ্যকর পানীয়। এটি দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তবে, অনেকেই জানেন না যে খালি পেটে গাজরের রস পান করলে এর উপকারিতা দ্বিগুণ হয়।

গাজরের সবচেয়ে ভালো দিক হলো এটি প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে পূর্ণ, যার মধ্যে রয়েছে বিটা-ক্যারোটিন, ভিটামিন এ, পটাসিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। গাজরের রস পান করলে তা সহজে হজমযোগ্য এবং শোষণযোগ্য আকারে উপরোক্ত পুষ্টির উচ্চমাত্রা দেয়। চলুন জেনে নেওয়া নেই খালি পেটে গাজরের রস পান করার উপকারিতা।

১. হজমের স্বাস্থ্য উন্নত করে : গাজরের রস একটি প্রাকৃ তিক ডিটক্সিফায়ার। গাজরের রসের ক্ষারীয় বৈশিষ্ট্য আপনার পেটে ঢ়ঐ স্তরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, তাই এটি আরও ভালোভাবে হজম হয়। এটি পাচক রসের নিঃসরণকে উদ্দীপিত করে, তাই গাজরের রস আপনার দিন শুরু করার জন্য একটি দুর্দান্ত উপায় হতে পারে।

২. উন্নত পুষ্টি শোষণ : খালি পেটে গাজরের রস পান করলে শরীর তার পুষ্টি আরও দক্ষতার সঙ্গে শোষণ করে তা নিশ্চিত করে। যখন আপনার পেট খালি থাকে, তখন এটি অন্যান্য খাবারের হস্তক্ষেপ ছাড়াই দ্রুত এবং কার্যকরভাবে পুষ্টি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে।

৩. ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করে : ভিটামিন এ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ গাজরের রস ফ্রি র্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে, যা ত্বকের কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। খালি পেটে এই রস পান করলে ত্বকের মেরামত এবং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

৪. চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে :গাজর সুস্থ দৃষ্টিশক্তির সম্ভাবনা বাড়ায়। বিটা-ক্যারোটিন শরীরে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়, যেখানে এটি চোখের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। তাই খালি পেটে গাজরের রস খেলে তা শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টির ডোজ সরবরাহ করে।

পুরান ঢাকার তেহারি

পরিচয় ডেস্ক: মজার একটি খাবারের নাম তেহারি। মাংস আর চালের মিশ্রণের এই খাবারটি পছন্দ করেন না এমন মানুষ কমই আছে। বিভিন্ন কায়দায় তেহারি রান্না করা হলেও পুরান ঢাকার তেহারির আলাদা কদর রয়েছে। নানা ধরনের মশলার ব্যবহার আর রান্নার বিভিন্ন কৌশল পুরান ঢাকার খাবারে তৈরি করে ভিন্ন স্বাদ। শাহী কিংবা নওয়াবী স্বাদও মেলে সেখানে। যেসব খাবারের জন্য পুরান ঢাকা বিখ্যাত তার মধ্যে একটি হলো তেহারি। মাংস ছোট ছোট টুকরা করে কেটে পোলাওয়ের চাল জড়িয়ে রান্না করা হয়। রেসিপি জেনে নিলে ঘরেই তৈরি করতে পারবেন এই সুস্বাদু খাবার।

মাংস ছোট ছোট টুকরো করা: ২ কেজি (গরু বা খাসি) , গোলমরিচ গুঁড়া: ২ চা-চামচ (স্বাদমতো), এলাচ: ৮-১০টি, দারুচিনি: ৪ টুকরো, জায়ফল গুঁড়া: ১ চা-চামচ, জয়ত্রি গুঁড়া: ১ চা-চামচ, সরিষার তেল: ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি: দেড় কাপ, আদা বাটা: ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা: ৩ টেবিল চামচ, টক দই: ১ কাপ, কাঁচা মরিচ: ১০-১৫টি, আস্ত জিরা: ১ চা-চামচ (ঐচ্ছিক), পোলাও রান্নার জন্য, পোলাওয়ের চাল: ১ কেজি, দুধ: ৪ কাপ, পানি: সাড়ে চার কাপ, তেজপাতা: ৪-৫টি, দারুচিনি: ২ টুকরা, গোলমরিচ: ৫-৬টি, লবণ: স্বাদমতো

প্রণালি: টক দই, আদা-রসুন বাটা, গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ, জায়ফল-জয়ত্রির গুঁড়া দিয়ে মাংস মাখিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন। হাঁড়িতে তেল গরম করে আস্ত জিরা, এলাচ, দারুচিনি ফোঁড়ন দিয়ে বাদামি করে পেঁয়াজ ভেজে তাতে মাংস মিশিয়ে দিন। কিছুক্ষণ মাংস কষিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। প্রয়োজন হলে অল্প পানি দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে তেল ছেড়ে এলে নামিয়ে ঢেকে রাখুন। চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। হাঁড়িতে পানি, দুধ, দারুচিনি, তেজপাতা, গোলমরিচ ও লবণ নিয়ে চুলায় বসান। পানি ফুটে উঠলে চাল মিশিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। চাল যখন প্রায় ফুটে আসবে, তখন রান্না করা মাংস চালের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। হাঁড়িটি তাওয়ার ওপর বসিয়ে দিন। কাঁচা মরিচ মিশিয়ে দমে রাখুন ৫-১০ মিনিট। ব্যস হয়ে গেল পুরান ঢাকার তেহারি।

সিম রুই

পরিচয় ডেস্ক: শীতের সবজি আর শীতের মাছড়দুটোরই স্বাদ অন্য রকম। এই দুই মিলিয়ে রান্না করতে পারেন এখন। আর শীতের সবজিদের ভীড়ে সিমের কিন্তু পুষ্টিগুণ অনেক। সিম দিয়ে সাধারণত ভাজা বা সরিষা দিয়ে চচ্চড়ি খাওয়া হয়। তবে এই শীতে আপনি সিমের প্রেমে পড়ে যাবেন, যদি সিম রুইএর পদটি খেতে পারেন ।

উপকরণ: ৬ পিস রুই মাছ, ৬ টা সিম হাফ টুকরো করে কাটা, ১ টেবিল চামচ জিরে গুঁড়ো, ১ চা চামচ ধনে গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, ৪টি কাঁচামরিচ বাটা, আধ চা চামচ মরিচ গুঁড়া, ১ চা চামচ কাশ্মীরি মরিচগুঁড়া, স্বাদমতো লবণ, পরিমাণ মতো সরিষার তেল, ১টা টমেটো পিউরি, সামান্য আস্ত জিরে, আধ কাপ ধনেপাতা কুচি

প্রণালী: প্রথমে মাছগুলো ভালো করে ধুয়ে লবণ-হলুদ মাখিয়ে ভেজে তুলে রাখতে হবে। এই তেলেই সিমগুলো ভেজে তুলে রাখতে হবে। এবার তেলে আস্ত জিরে ফোড়ন দিয়ে টমেটো পিউড়ি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে বাকি সব মশলা দিয়ে ভালো করে কষান। কষানো মশলায় সিম দিয়ে আবার একটু কষিয়ে নিয়ে পানি দিয়ে পাঁচ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। এবার ঢাকনা খুলে ভেজে রাখা রুই মাছের পিসগুলো দিয়ে ঢেকে দিন। শেষে নামানোর আগে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে ঢেকে দিন। ২ মিনিট রেখে চুলা বন্ধ করে দিন। তৈরি সিম রুই।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

গলদা চিংড়ির বিরিয়ানি

পরিচয় ডেস্ক: গলদা চিংড়ির বিরিয়ানিড়এক প্লেটেই উৎসবের আমেজ। সুগন্ধি বাসমতী চাল, মশলাদার গলদা চিংড়ি আর ঘিয়ে রান্না করা এ বিরিয়ানি বিশেষ মুহূর্তগুলোকে আরও আনন্দময় করে তোলে। ছুটির দিনে কিংবা পারিবারিক আয়োজনের জন্য পারফেক্ট এই রেসিপিটি। তৈরি করাও খুব সহজ। চলুন জেনে নিই কীভাবে তৈরি করবেন সুস্বাদু গলদা চিংড়ির বিরিয়ানি।

উপকরণ: বাসমতী চাল ৪০০ গ্রাম, লবণ পরিমাণমতো, ছোট এলাচ ৪টি, লবঙ্গ ২-৩টি, ঘি ৩ টেবিলচামচ, তেজপাতা ২টি, গলদা চিংড়ি ৪টি, সাদা তেল, ৩ চা-চাম পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, লাল মরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা-চামচ, গরম মশলা গুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা-চামচ, ফেটানো টক দই ১/৪ কাপ, বিরিয়ানি মশলা ১ টেবিলচামচ, বেরেস্তা আধা কাপ কাঁচা মরিচ ২টি জাফরান আধা চা-চামচ (১/৪ কাপ দুধে ভেজানো),

প্রণালি : একটি বড় হাঁড়িতে পর্যাপ্ত পানি গরম করে তাতে লবণ, এলাচ, লবঙ্গ দিন। পানি ফুটে উঠলে ধুয়ে রাখা বাসমতী চাল দিয়ে দিন। চাল ৮০% সেদ্ধ হলে পানি ঝরিয়ে রেখে দিন একটি কড়াইয়ে সাদা তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে বাদামি করে ভেজে নিন। একই তেলে গলদা চিংড়ি, আদা-রসুন বাটা, বিরিয়ানি মশলা, টক দই, লবণ, হলুদ, মরিচ ও জিরা গুঁড়া দিয়ে হালকা আঁচে রান্না করুন, যতক্ষণ না তেল ছেড়ে আসে।একটি ভারী তলাযুক্ত হাঁড়িতে ঘি মেখে তেজপাতা বিছিয়ে দিন। এরপর এক স্তর ভাত দিন, তার ওপরে চিংড়ি ও মশলা ছড়িয়ে দিন। এরপর আবার এক স্তর ভাত দিন। উপরে জাফরান মেশানো দুধ ও বেরেস্তা ছড়িয়ে দিন। হাঁড়ির মুখ ঢেকে আটা মেখে সিল করে দিন যেন ভেতরের গরম বাতাস বের না হয়।

হাঁড়িটি একটি তাওয়ার ওপর বসিয়ে মাঝারি আঁচে ৮ মিনিট রাখুন। তারপর গ্যাস বন্ধ করে আরও আধ ঘণ্টা দমে রাখুন।

ব্যাস! সুগন্ধে ভরপুর গলদা চিংড়ির বিরিয়ানি প্রস্তুত। গরম গরম পরিবেশন করুন আর উপভোগ করুন গলদা চিংড়ির বিরিয়ানির অনন্য স্বাদ।

'রেলওয়ে মাটন কারি'

পরিচয় ডেস্ক: কষা মাংস-লুচি, গরম ভাত-শুনলে জিভে জল আসে না এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া যাবে না। মোগল-ইংরেজদের সঙ্গে মিশে খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাসে পরিবর্তন ঘটলেও একই থেকে গিয়েছে বাঙালির মাংস-ভাতের অভ্যাস। আর মাংস দিয়ে তৈরি হয় মুখরোচক নানা খাবার। খাসির মাংস দিয়ে কোন পদ রাঁধবেন, এই নিয়ে অনেকের মনে দ্বিধা থাকে। একটু অন্য রকম স্বাদে খাসির মাংস রাঁধতে চাইলে ঝাল ছাড়া মাটন কারি চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

মাটন ১ কেজি, আদা রসুনের পেস্ট - ১ চা চামচ, কালো গোলমরিচ গুঁড়ো করা - আধ চা চামচ, বড় আলু ৪টি (খোসা ছাড়িয়ে কাটা), হলুদ গুঁড়ো - ১/২ চা চামচ, কালো এলাচ - ২ টি, সবুজ এলাচ - ৩ টি, তেজপাতা - ১ টি পেঁয়াজ (ঝিরিঝিরি কাটা) - ৫ টি মাঝারি সাইজের, ধনে গুঁড়ো - ২ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়ো - ১ চা চামচ, টমেটো পিউরি - ১ কাপ, পানি - ২-৩ কাপ, লবণ স্বাদমতো, তেঁতুল বাটা - ১ চা চামচ, স্পেশাল মশলা - ১ টেবিল চামচ

প্রণালী: হাড়যুক্ত মাটন খুব ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে স্বাদ অনুযায়ী লবণ, আদা-রসুন বাটা, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং এক চামচ সরিষার তেল মিশিয়ে খুব ভালো করে মটনে মাখিয়ে নিন। আধ ঘণ্টার মতো মাংসটা ম্যারিনেটে বসিয়ে দিন। আলুর খোসা ছাড়িয়ে লবণ হলুদ মাখিয়ে ভালো করে ভেজে তুলে রাখুন।

এবার বানিয়ে ফেলুন রেলওয়ে মাটনকারির স্পেশাল মশলা। বড় এবং ছোট এলাচ, কালো গোলমরিচ, মৌরি, ধনে, দারচিনি, পাথরের ফুল (অপশনাল) এবং সামান্য লবণ শুকনো কড়াইয়ে ভেজে তুলে নিন। ভাজা মসলা ব্লেন্ডারে নিয়ে মিহি করে গুঁড়ো করে নিন। পুরো মসলাটা রান্নায় লাগবে না। তাই এটি তুলে রাখতে পারেন। পরের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

প্রেশার কুকারে সরিষার তেল গরম করে তাতে বড় এবং ছোট এলাচ, তেজপাতা ফোঁড়ন দিন। সুগন্ধ উঠলে তাতে ঝিরঝিরি করে কাটা পেঁয়াজ এবং স্বাদমতো লবণ দিয়ে ভাজতে থাকুন। লবণ দেওয়ার সময় খেয়াল রাখবেন যে, মাংস, আলু এবং স্পেশাল মশলাতেও আগে লবণ দেওয়া হয়েছে। তাই লবণের পরিমাণটা বুঝে দিন। পেঁয়াজ ভাজা ভাজা হয়ে আসলে তাতে ম্যারিনেট করা মাটন দিয়ে ভাজতে থাকুন। মাংস যতক্ষণ না পরিমাণে প্রায় অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ ভাজুন। এবার এতে ধনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, টমেটো পিউরি দিয়ে মাঝারি থেকে বেশি আঁচে মিনিট দশেক কষান। মশলা থেকে তেল আলাদা হলে তাতে পানি এবং তেঁতুলের পেস্ট দিয়ে দ্রুত ফুটিয়ে নিন।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION** (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

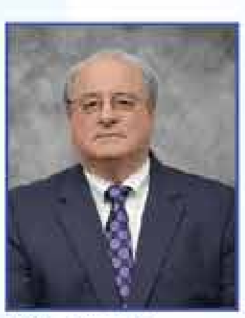
Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

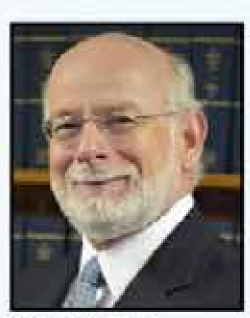
Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

ভারত-চীনসহ রুশ জ্বালানির ক্রেতা

১০ পৃষ্ঠার পর

নিষেধাজ্ঞার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার এখনো অপরীক্ষিত।' তিনি আল জাজিরাকে বলেন, 'বাণিজ্য আলোচনার মাঝখানে এ হুমকি বাস্তবায়নের খরচ যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও কম নয়। ফলে রাশিয়া ও ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে আমদানি চালিয়ে যেতে পারে।'

তবে গ্রাহামের দাবি, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিলটি সময়োপযোগী। তার মতে, ইউক্রেন শান্তির জন্য ছাড় দিচ্ছে, আর পুতিন কেবল কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে নিরীহ মানুষ হত্যায় লিপ্ত রয়েছেন। এ যুক্তিতেই তিনি রাশিয়ার তেল কেনা দেশগুলোর ওপর সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেনড়্যা কার্যকর হলে বৈশ্বিক জ্বালানি ও বাণিজ্য রাজনীতিতে বড় ধাক্কা দিতে পারে। ৫০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ হতে পারে এমন খবরের পর বৃহস্পতিবার ৮ জানুয়ারী ভারতের শেয়ারবাজারে গত চার মাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় একদিনের পতন দেখা গেছে। বাজার পরিস্থিতি নিয়ে আরিহান্ট ক্যাপিটাল মার্কেটসের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসা বিভাগের প্রধান অনিতা গান্ধী বলেন, 'শুল্ক নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তাতে বাজার স্বস্তিতে নেই। বিনিয়োগকারীরা এখন ঝুঁকি কমাতে চাইছেন, যার প্রভাব পড়ছে প্রায় সব খাতে।'

ডিসেম্বরে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি

১০ পৃষ্ঠার পর

ডিসেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি সামান্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ৭১ শতাংশ, যা নভেম্বরে ছিল ৭ দশমিক ৩৬ শতাংশ। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ায় এতে পারিবারগুলোর বাজেটে চাপ আরও বেড়েছে।

এদিকে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতিও সামান্য বেড়ে ৯ দশমিক ১৩ শতাংশে পৌঁছেছে, যা এক মাস আগে ছিল ৯ দশমিক ০৮ শতাংশ।

বিবিএসের তথ্যে দেখা গেছে, ডিসেম্বর মাসে গ্রাম ও শহরে পণ্য ও সেবার দামের পরিবর্তন পরিমাপকারী ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) বেড়েছে।

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) জানিয়েছে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ডিসেম্বর মাসে চাল, আটা, ভোজ্যতেল ও ডালের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দাম বেশি ছিল।

বাংলাদেশ প্রায় তিন বছর ধরে ধারাবাহিক মূল্যস্ফীতির চাপে রয়েছে। ২০২৫ সালের মে পর্যন্ত ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের ওপরে ছিল, এরপর থেকে তা ৮ শতাংশের ওপরে অবস্থান করছে। এই দীর্ঘস্থায়ী পরিস্থিতি সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক নীতিগুলোর কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে।

তবে সূচকভিত্তিক হিসাবে ডিসেম্বর মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতিতে সামান্য স্বস্তির ইঙ্গিত মিলেছে। বিবিএসের তথ্যমতে, নভেম্বরের ১৪৬ দশমিক ৬৬ থেকে ডিসেম্বরে খাদ্য সিপিআই কমে ১৪২ দশমিক ৮৮ হয়েছে। যদিও বার্ষিক হিসাবে খাদ্যপণ্যের দাম এখনও তুলনামূলকভাবে বেশি।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, মূল্যস্ফীতি এখনও অনেক বেশি এবং তথ্য-উপাত্তে স্থায়ীভাবে কমার কোনো স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত নেওয়া পদক্ষেপগুলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে দৃশ্যমান ফল দিচ্ছে না। বর্তমান কড়াকড়ি ব্যবস্থাও দাম কমানোর জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের খাদ্য মূল্যস্ফীতি মূলত বিনিময় হার বা ঋণ পরিস্থিতির কারণে নয়। এটি মূলত আগের প্রবণতাই অনুসরণ করে। অর্থাৎ কাঠামোগত সমস্যা ও সরবরাহপক্ষের দুর্বলতাই খাদ্য মূল্যস্ফীতির প্রধান চালক। শুধু চাহিদাভিত্তিক নীতি দিয়ে এখানে কাজ হবে না।

জাহিদ হোসেনের মতে, নীতি শিথিল করার সময় এখনও আসেনি। পাশাপাশি বর্তমান কড়াকড়ি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। একই সুরে কথা বলেছেন ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএনএম) নির্বাহী পরিচালক মুস্তাফা কে মুজেরি। তিনি বলেন,ওএ পর্যন্ত গৃহীত নীতিগুলো কার্যকর হলে এত দিনে মূল্যস্ফীতি কমে আসার কথা ছিল। কিন্তু কয়েক মাস ধরে তা ৮ শতাংশের ওপরে রয়ে গেছে, যা বিদ্যমান নীতির কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করছে, কিন্তু মূল্যস্ফীতি শুধু চাহিদানির্ভর না হওয়ায় প্রত্যাশিত ফল মিলছে না। মুজেরির মতে, বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, মূল্যশৃঙ্খলের সমস্যা এবং সরবরাহপক্ষের নানা সীমাবদ্ধতা মূল্যস্ফীতিকে বাড়াচ্ছে। এতে প্রভাবশালী মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বাড়তি দামের সুফল অনেক সময় কৃষকের মতো উৎপাদকরা পান না। অধিকাংশ লাভ চলে যায় মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে। মুজেরির ভাষায়, শক্তিশালী বাজার তদারকি এবং মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি, সরবরাহব্যবস্থা ও ঋণনীতির সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া বাংলাদেশের মতো দেশে শুধু সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি দিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

যুক্তরাষ্ট্রকে ২০ শতাংশ শুল্ক

১০ পৃষ্ঠার পর

ঘাটতি কমানোর ক্ষেত্রে অগ্রগতির বিষয়ে তাকে অবহিত করেন।

তিনি বলেন, পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হওয়ার আগেই বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বড় অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং চুক্তির কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক এরই মধ্যে বাস্তবায়ন করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপদেষ্টা বর্তমান ২০ শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিলে গ্রিয়ার প্রস্তাবটি ইতিবাচকভাবে বিবেচনার বিষয়ে সম্মতি জানান। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উপাদান ব্যবহার করে তৈরি পোশাকপণ্যের ওপর তার দেশের পারস্পরিক শুল্ক কমানো বা বাতিলে ড. খলিলুরের প্রস্তাবটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দেন। উভয়পক্ষই পারস্পরিক শুল্ক চুক্তিটি দ্রুত চূড়ান্ত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বাকি থাকা কয়েকটি বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তিতে একমত হন।

এসময় খলিলুর রহমান বলেন, দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ায় আগামী দিনে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বন্ড তালিকায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের ভ্রমণ সহজ করতে রাষ্ট্রদূত গ্রিয়ারকে তার সদিচ্ছা ব্যবহারের আহ্বান জানান। এছাড়া বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের জন্য ডিএফসি (ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স করপোরেশন) তহবিলে প্রবেশাধিকার দেওয়ার অনুরোধও জানান। এ বিষয়ে রাষ্ট্রদূত গ্রিয়ার তার প্রচেষ্টার আশ্বাস দেন।

বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক মো. আরিফুল ইসলাম। ইউএসটিআরের পক্ষে সহকারী প্রতিনিধি ব্রেন্ডান লিঞ্চসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে।

ক্রেডিট কার্ডের সুদের হারে ১০

১০ পৃষ্ঠার পর

"কর্মজীবী আমেরিকানরা যখন পরিস্থিতি সামলে নিচ্ছে, তখন আমরা ক্রেডিট কার্ডের সুদের হারে একটি অস্থায়ী সীমা আরোপ করতে যাচ্ছি।"

ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার এই প্রস্তাবটি ব্যাংকিং গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল, যারা যুক্তি দিয়েছিল যে সরকার-আরোপিত মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে শুধুমাত্র উচ্চ আয়ের এবং চমৎকার ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন ভোক্তাদেরই ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হবে।

প্রেসিডেন্টের এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিটি এমন এক মাস পরে এসেছিল, যখন ২০২৪ সালের আগস্টে গড় ক্রেডিট কার্ডের সুদের হার রেকর্ড সর্বোচ্চ ২১.৭৬ শতাংশে পৌঁছেছিল।

ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার এই প্রস্তাবটি ব্যাংকিং গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল, যারা যুক্তি দিয়েছিল যে সরকার-আরোপিত মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে শুধুমাত্র উচ্চ আয়ের এবং চমৎকার ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন ভোক্তাদেরই ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হবে।

প্রেসিডেন্টের এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিটি এমন এক মাস পরে এসেছিল, যখন ২০২৪ সালের আগস্টে গড় ক্রেডিট কার্ডের সুদের হার রেকর্ড সর্বোচ্চ ২১.৭৬ শতাংশে পৌঁছেছিল।

ট্রাম্পের অধীনে, গত নভেম্বর পর্যন্ত গড় সুদের হার কমে ২১ শতাংশের সামান্য নিচে (২০.৯৭%) নেমে এসেছে। প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায়, সিনেটর জশ হাউলি (রিপাবলিকান-মিসৌরি) এবং বার্নি স্যান্ডার্স (স্বতন্ত্র-ভারমন্ট) গত বছর, ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের পরপরই, একটি বিল উত্থাপন করেন, যার মাধ্যমে পাঁচ বছরের জন্য ক্রেডিট কার্ডের সুদের হার অবিলম্বে ১০ শতাংশে সীমিত করা হতো। বিলটি কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল এবং ভোটের জন্য উত্থাপিত হয়নি।

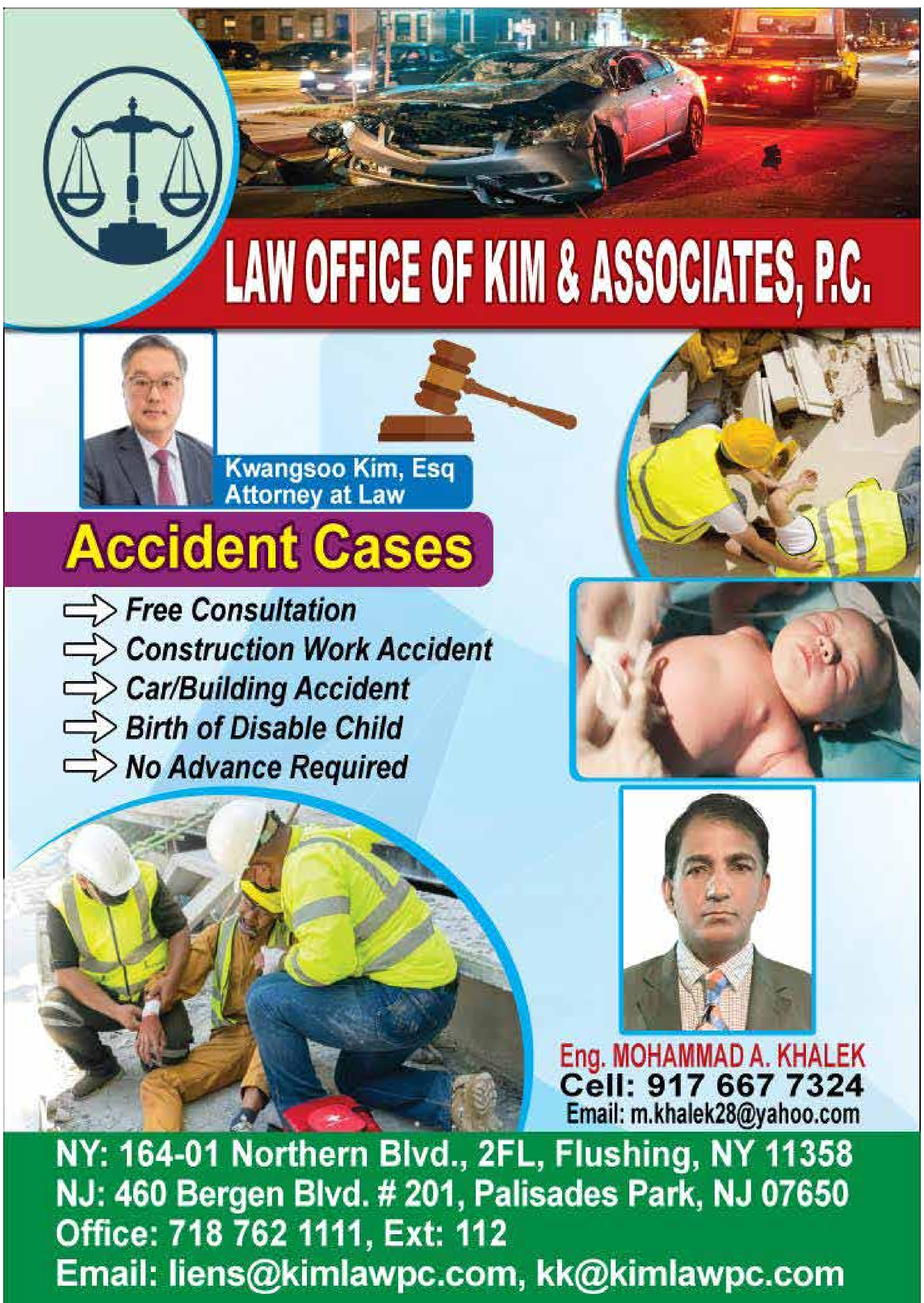

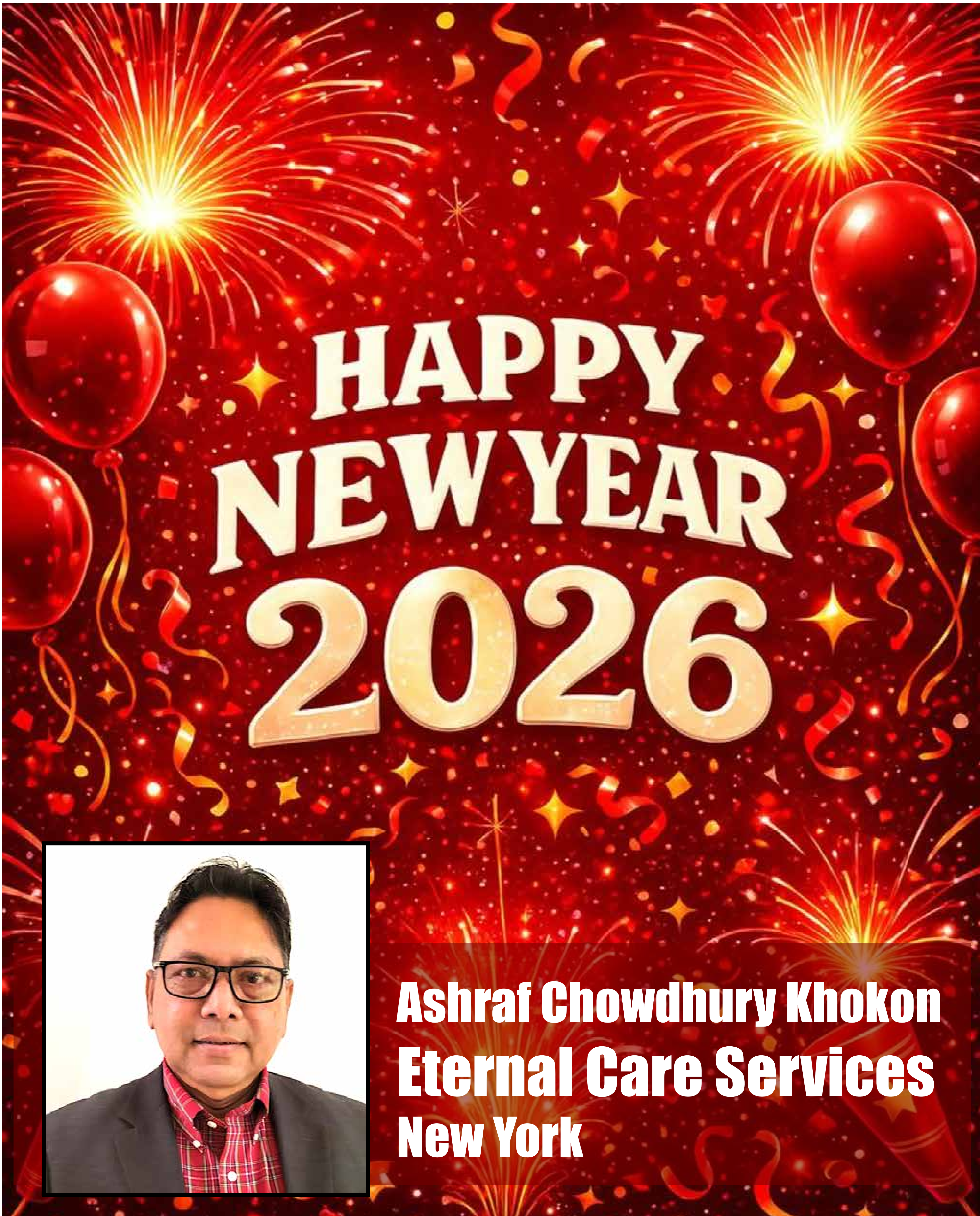
HAPPY
NEW YEAR
2026
Ashraf Chowdhury Khokon
Eternal Care Services
New York

ডিসেম্বরে বাংলাদেশের রপ্তানি ৩.৯৬ বিলিয়ন ডলার

১০ পৃষ্ঠার পর

পোশাক রপ্তানি ডিসেম্বরে কমেছে আগের বছরের তুলনায় ১৪ দশমিক ২৩ শতাংশ। দেশের বার্ষিক রপ্তানি আয়ের ৮৪ শতাংশের বেশি এ খাতের রপ্তানি ডিসেম্বরে ৩ দশমিক ২৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

তবে, ডিসেম্বরে মোট রপ্তানি আয় নভেম্বরের তুলনায় ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ বেড়েছে, যা কিছুটা ফিরে আসার আশা তৈরি করছে। এক বিবৃতিতে ইপিবি জানিয়েছে, এই বৃদ্ধি চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে রপ্তানি খাতে কিছুটা স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইপিবি জানিয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) মোট রপ্তানি আয় ২৩ দশমিক ৯৯ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২৪ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন।

শান্তিতে নোবেলজয়ীদের নিয়ে কেন এত বিতর্ক?

১২ পৃষ্ঠার পর

নেই, কিন্তু পুরস্কৃত করার ক্ষেত্রে শুধু এমন লোকদেরই কেন বেছে নেয়া হয় যাদের অবস্থান পশ্চিমা ভূরাজনীতির জন্য সুবিধাজনক। সমাজবিজ্ঞানীরা একে বলেন 'ম্যাথিউ ইফেক্ট'। এ তত্ত্বের অর্থ হলো যাদের আগে থেকেই খ্যাতি ও প্রভাব আছে, স্বীকৃতি পেলে সেই ক্ষমতা আরো বহু গুণ বেড়ে যায়; আর তুলনামূলকভাবে কম দৃশ্যমান ব্যক্তিরা আরো পিছিয়ে পড়ে। নোবেল শান্তি পুরস্কারের ক্ষেত্রেও এ প্রভাব কাজ করে। কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু তাদের কাজই নয়, তাদের মতাদর্শ, রাজনৈতিক অবস্থান ও বয়ানও 'সঠিক ও ন্যায়সংগত' হিসেবে বেশি স্বীকৃতি পায়। ফলে আন্তর্জাতিক পরিসরে নির্দিষ্ট এক পক্ষের ন্যারেটিভ ও কৌশলগত এজেন্ডা আরো শক্তিশালী হয়ে এগিয়ে যাওয়ার সুবিধা তৈরি হয়। অথচ এ তাত্ত্বিক বাস্তবতা নোবেল পুরস্কারের প্রাথমিক দর্শনের সঙ্গে পরিষ্কার বৈপরীত্য তৈরি করে। আলফ্রেড নোবেল এ পুরস্কার কল্পনা করেছিলেন প্রকৃত পুনর্মিলন, সশস্ত্র সংঘাত কমানো এবং যুদ্ধের ক্ষত নিরাময়ের স্বীকৃতি হিসেবে। তার অভিপ্রায় ছিল মানবিক ও নৈতিক, প্রদর্শনমূলক নয়।

ভেনিজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে চলতি বছর শান্তিতে নোবেল দেয়ার সিদ্ধান্ত শুরু থেকে অনেকে রাজনৈতিক সংকেত হিসেবে দেখেছেন। নোবেল কমিটি তার গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, রাজনৈতিক বন্দিদের পক্ষে অবস্থান ও শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের ভূমিকা তুলে ধরলেও সমালোচকদের একাংশের অভিযোগড়মাচাদো আসলে ওয়াশিংটন ও পশ্চিমা মিত্রদের কাঙ্ক্ষিত শাসন পরিবর্তন ন্যারেটিভের মূল মুখপাত্র। তিনি নিজেও বহুবার বিদেশী নিষেধাজ্ঞা ও আন্তর্জাতিক চাপের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রতে ভেনিজুয়েলায় অভিযান চালানোর কথাও বলেছেন, যা শাভেজ-মাদুরো শিবিরে তাকে 'জাতীয় সার্বভৌমত্ববিরোধী' চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। তার নোবেলপ্রাপ্তি গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের পাশাপাশি পশ্চিমা ভূরাজনীতির বিতর্কও ঘনীভূত করেছে।

ইরানি মানবাধিকারকর্মী নারগেস মোহাম্মাদিকে ২০২৩ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কারাবন্দিদের অধিকার, নারী স্বাধীনতা ও বাধ্যতামূলক হিজাববিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ইরানের কঠোর নিরাপত্তা নীতির ভেতর থেকেও রাজপথ, আদালত ও কারাগারড়সব জায়গায় তার প্রতিবাদ চলেছে। নোবেল কমিটির ভাষ্য, তার সংগ্রাম 'নারী, জীবন, স্বাধীনতা' আন্দোলনের স্বাক্ষর। সে কারণে পুরস্কারটি ছিল একটি নৈতিক অবস্থান। তবে ইরান সরকারের কাছাকাছি মহল ও রাষ্ট্রপন্থী বিশ্লেষকদের দাবি, এটি পশ্চিমা দেশগুলোর দীর্ঘদিনের ইরানবিরোধী কূটনৈতিক চাপের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। তাদের যুক্তি, মোহাম্মাদিকে নোবেল দেয়া মানে ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে একপক্ষকে বৈশ্বিক নৈতিক বৈধতা দেয়া।

২০২২ সালে শান্তিতে নোবেল যৌথভাবে দেয়া হয় বেলারুশের মানবাধিকারকর্মী আলেস বিয়ালিয়াতস্কি, রাশিয়ার ঐতিহাসিক মানবাধিকার সংগঠন মেমোরিয়াল এবং ইউক্রেনের সেন্টার ফর সিভিল লিবার্টিজকে। নোবেল কমিটির ভাষ্যে, তাদের কাজ ছিল রাজনৈতিক বন্দিদের অধিকার রক্ষা, যুদ্ধাপরাধ ও রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের দলিল সংরক্ষণ এবং নাগরিক স্বাধীনতার প্রশ্নে কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিরোধের অংশ। সমালোচকরা যুক্তি দেন, ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এ স্বীকৃতি পশ্চিমা জোটের ভূরাজনৈতিক অবস্থানকে নৈতিক বৈধতা দিয়েছে। অনেকের অভিযোগ, এ পুরস্কার ছিল মূলত পশ্চিমা বিশ্বের রাশিয়াবিরোধী ন্যারেটিভকে শক্তিশালী করার প্রয়াস। তাদের মতে, ইউক্রেন যুদ্ধ চলাকালে মেমোরিয়াল ও সিভিল লিবার্টিজের স্বীকৃতি আসলে যুদ্ধ রাজনীতির একপক্ষীয় ব্যাখ্যাকে বৈধতা দিয়েছে।

চীনা লেখক ও গণতন্ত্রপন্থী কর্মী লিউ শিয়াওবো ২০১০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান, মূলত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক সংস্কার ও মানবাধিকারের দাবিতে তার দীর্ঘ সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসেবে। যদিও সমালোচকরা বলেন, পুরস্কারে চীনা শাসন ব্যবস্থা প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে অবস্থান তার প্রতিফলন থাকার কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। পুরস্কার ঘোষণার পরই চীন সরকার একে সরাসরি 'পশ্চিমা হস্তক্ষেপ' ও 'রাষ্ট্রবিরোধী ন্যারেটিভকে বৈধতা দেয়ার প্রচেষ্টা' হিসেবে নাকচ করে দেয়। বেইজিং এমনকি নোবেল অনুষ্ঠানও বর্জন করে।

২০০৯ সালে বারাক ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার মাত্র নয় মাসের মাথায় তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হয়। অথচ তখনো আফগানিস্তান ও ইরাকে যুদ্ধ চলমান, গুয়ানতানামো বে কারাগার খোলা। শান্তি ফেরাবেন এমন দৃশ্যমান বাস্তব কোনো পরিস্থিতিও ছিল না। অনেক সমালোচকের মতে, এ পুরস্কার ছিল মূলত এক ধরনের কৌশলগত যোগাযোগের অস্ত্র। উদ্দেশ্য ছিল উদার আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের ভাবমূর্তি জোরদার করা এবং পশ্চিমা নৈতিক কর্তৃত্বকে নতুন করে গড়ে তোলা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়া আরো বেশ কয়েকজন ব্যক্তি ও সংগঠনকে ঘিরেও বিতর্ক দেখা গেছে। নোবেল কমিটি তাদের পুরস্কৃত করার পেছনে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র সংগ্রামের ভূমিকা উল্লেখ করলেও সমালোচকরা দাবি করছেন এ পুরস্কারগুলোর কিছু ক্ষেত্রে ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ফলে শান্তি নোবেলকে ঘিরে প্রশংসার পাশাপাশি প্রশ্ন ও বিতর্কড়দুটিই সমানভাবে বিদ্যমান।

বেকারত্বে জর্জরিত বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ড

১২ পৃষ্ঠার পর

এই জরিপ প্রকাশ করেছে। পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, গত নভেম্বর মাসে ফিনল্যান্ডে বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৬ শতাংশ। ওই সময়ে ফিনল্যান্ডে প্রায় দুই লাখ পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ কর্মহীন ছিলেন। এর ফলে দেশটি ইইউতে বেকারত্বের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে। এর আগে এই অবস্থানে ছিল স্পেন।

২০০৯ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার পর এই প্রথম ফিনল্যান্ডে বেকারত্বের হার এতটা বেড়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ফিনল্যান্ডের অর্থনৈতিক দুরবস্থারই প্রতিফলন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একই সময়ে নেদারল্যান্ডসে বেকারত্বের হার ছিল মাত্র ৪ শতাংশ, আর পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়নের গড় হার ছিল ৬ শতাংশ। দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলের যেসব দেশে ঐতিহ্যগতভাবে বেকারত্ব বেশি ছিলড়যেমন স্পেন ও গ্রিসড়সেসব দেশ গত এক দশকে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। বিপরীতে, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেনে বেকারত্বের হার উল্টো পথে এগিয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফিনল্যান্ডে বেকারত্ব বৃদ্ধির একটি বড় কারণ হলো দেশটির শ্রমবাজারের আকার বেড়ে যাওয়া। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদেশ থেকে অভিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে শ্রমশক্তি বেড়েছে। তবে এই প্রবণতা এমন এক সময়ে ঘটেছে, যখন ফিনিশ অর্থনীতি মন্দার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং নতুন কর্মসংস্থান পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া ফিনল্যান্ড সরকারের নেওয়া কিছু নীতির কারণে অভিবাসীদের জীবনযাপন আরও কঠিন হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিভিন্ন অভিবাসী সংগঠন।

তবে ইউরোস্ট্যাটের এই হতাশাজনক তথ্য সত্ত্বেও ফিনল্যান্ডের অর্থনৈতিক বিষয়ক ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আশাবাদী। এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত এক বছরে দেশটিতে কর্মসংস্থানের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার বেড়েছে এবং নির্দিষ্ট কিছু খাতে নতুন চাকরির সুযোগও তৈরি হচ্ছে। আগামী ১২ মাসের মধ্যে ফিনল্যান্ডের শ্রমবাজার পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।

মাদুরোর বিদায়: মার্কিন 'বিজয়' কি আসলে চীনের জন্য

১২ পৃষ্ঠার পর

সুযোগ পেয়েছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাজনৈতিক দায়। বিতর্কিত নির্বাচনের পর মাদুরোকে সমর্থন করায় লাতিন আমেরিকায় চীনের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। এখন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি ভেনিজুয়েলার দায়িত্ব নেয়ায়, ভবিষ্যতে কিছু ভুল হলে তার দায় ওয়াশিংটনের ওপরই পড়বে আর চীন খুব সহজেই যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করতে পারবে। এরইমধ্যে চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমগুলো যুক্তরাষ্ট্রকে 'আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘনকারী' এবং 'বুলিং' বা খবরদারি করার দায়ে অভিযুক্ত করে নিজেদের ক্লিন ইমেজ তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে।

মজার বিষয় হলো, ট্রাম্প প্রশাসন ইঙ্গিত দিয়েছে যে, ভেনিজুয়েলার তেল সরবরাহ সচল রাখা হবে। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্র বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে ভেনিজুয়েলার তেল ক্ষেত্রগুলো সংস্কার করবে, আর চীন কোনো ঝুঁকি ছাড়াই সেই তেল পাওয়ার সুযোগ পাবে। চীনের অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন, ভেনেজুয়েলা আসলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দ্বিতীয় 'আফগানিস্তান' হতে চলেছে, যা ওয়াশিংটনকে দীর্ঘকাল ব্যস্ত ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রাখবে।

বিনিয়োগের টাকা প্রায় পুরোটাই তেলের মাধ্যমে উসুল করে নেয়া চীন এখন অনেকটা 'সেফ জোন'-এ আছে। ভেনিজুয়েলার পতনোন্মুখ অর্থনীতি সামলানোর যে বিশাল বোঝা চীন এতদিন বইছিল, তা এখন হোয়াইট হাউসের কাঁধে। ওয়াশিংটন যখন একটি ধ্বংসপ্রায় রাষ্ট্রকে পুনর্গঠনের জটিলতায় হিমশিম খাবে, বেইজিং তখন দূর থেকে বসে তার ভূ-রাজনৈতিক ফায়দা লুটবেড়এমনটিই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- মর্গেজ
- উইল্স
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ইনকোর্পোরেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

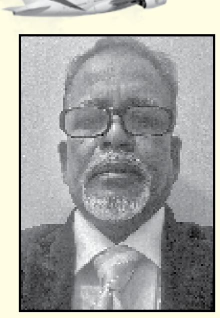

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

HAPPY
New Year
2026
Raju Saha Biplob
President
Ruposhi Chandpur Foundation New York, Inc.

উদ্ধারের ১৭ দিনেই মাল্টা থেকে

৯ পৃষ্ঠার পর

বা তাদের কোন দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে তা প্রকাশ করেনি কর্তৃপক্ষ। কিন্তু প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফেরত পাঠানো এসব অভিবাসীদের গত ১২ ডিসেম্বর ভূমধ্যসাগরে ডুবে যাওয়া একটি নৌকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

ভূমধ্যসাগরে উদ্ধার অভিযান

গত ১২ ডিসেম্বর ভূমধ্যসাগরে মাল্টার উপকূলে অভিবাসীবাহী একটি নৌকা ডুবে গেলে ৫৯ বাংলাদেশিসহ মোট ৬১ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করে মাল্টায় আনা হয়। অভিবাসীদের উদ্ধার করেন আর্মড ফোর্স অফ মাল্টা বা মাল্টার সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল।

ওইদিন আর্মড ফোর্স অব মাল্টা জানিয়েছে, মোট ৬১ জন অভিবাসীকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৫৯ জন ছিলেন বাংলাদেশি এবং অপর দুই জন মিশরের নাগরিক।

মাল্টা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উদ্ধারের সময় দুই জনের অবস্থা ছিল বেশ গুরুতর। হেলিকপ্টারের সাহায্যে তাদেরকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন মারা গেছেন।

মাল্টা ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, ১২ ডিসেম্বর উদ্ধার করা অভিবাসীদের মধ্য থেকেই ৪৪ জনকে ২৮ ডিসেম্বর ফেরত পাঠানো হয়েছে।

১২ ডিসেম্বর উদ্ধার করা বেশিরভাগ অভিবাসীই ছিলেন বাংলাদেশি। বিষয়টি নিশ্চিত হতে বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইমিগ্রেশন পুলিশ শাখায় যোগাযোগ করে ইনফোমাইগ্রেন্টস। একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ২৯ ডিসেম্বর একটি বিশেষ ফ্লাইটে (ফ্লাইট নম্বর সিএনডি ৯১৩৫) করে মাল্টা থেকে ৪৪ জন বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। ওইদিন স্থানীয় সময় বিকাল ৫টা ২০ মিনিটের দিকে বাংলাদেশি নাগরিকদের বহনকারী ফ্লাইটটি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

দেশে ফেরা এসব বাংলাদেশিদের সবাই পুরুষ বলেও জানিয়েছেন ইমিগ্রেশন পুলিশের ওই কর্মকর্তা।

ডিপোর্টেশন নয়, স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন: বাংলাদেশ দূতাবাস

মাল্টায় বাংলাদেশের কোনো দূতাবাস নেই। তবে, অনাবাসিক দূতাবাস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গ্রিসের এথেন্সে বাংলাদেশের দূতাবাস।

মাল্টা থেকে বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এথেন্সে বাংলাদেশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি রাবেয়া বেগম। তিনি বলেছেন, ‘‘এটাকে ফোর্স রিটার্ন (জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো) বলা যায় না, ডিপোর্টেশনও (বিতাড়ন) বলা যায় না’’

তাহলে কীভাবে তাদের ফেরত পাঠানো হলো-এমন প্রশ্নের জবাবে রাবেয়া বেগম বলেন, ‘‘বাংলাদেশি অভিবাসীদের অনেকের শরীর জ্বালানিতে পুড়ে গেছে। তাদের হাতসহ শরীরের অনেক অংশ পোড়া ছিল। তাদের অনেকে ট্রমাটাইজড ছিলেন। তারা যখন মাল্টায় পৌঁছায়, তাদের অনেককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। বরং মাল্টা সরকার বিষয়টি অনেক ইতিবাচকভাবেই নিয়েছিল, সহযোগিতা করেছে। বাংলাদেশিরা সবাই নিজ দেশে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। একজনও থাকতে চাননি। তারা যখন এই দুঃসহ যাত্রার মধ্য দিয়ে এসেছেন, তাদের শারীরিক অবস্থাও ভালো ছিলো না, সব মিলিয়ে তারা চলে যেতে চেয়েছেন। এটা ফোর্স (জোরপূর্বক) ছিল না’’

আরো বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি এখনও মাল্টায় রয়েছেন। তাদের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘‘কয়েক জন যারা যাননি, তারা সেখানে আছেন। তাদেরকে ফোর্স করে পাঠানো হবে না। একজন আছেন অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাই তিনি যেতে চাইলেও তাকে যেতে দেয়া হয়নি’’

এখন যারা আছেন, মাল্টার আশ্রয়নীতি অনুসারে তাদের আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলেও জানিয়েছেন বাংলাদেশ দূতাবাসের এই কর্মকর্তা।

তিনি বলেছেন, যারা ফিরে গেছেন তারা স্বেচ্ছাপ্রতাবাসন প্রক্রিয়ায় ফিরে গেছেন এবং ফিরে যাওয়া বাংলাদেশিদের সংখ্যা ৪৪ নয়, ৪৩ জন। এই কর্মকর্তা আরো জানিয়েছেন, যারা ফিরে গেছেন তাদের মাল্টা সরকার কিছু আর্থিক সহযোগিতাও করেছে। তবে, অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করেননি তিনি।

দ্রুত ‘প্রত্যাবাসন’

জানা গেছে, ৪৮ অভিবাসীকে মূলত দুটি দলে ভাগ করে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

একটি দলে ছিলেন ৪৪ জন। তাদের ২৮ ডিসেম্বর রাতে ফেরত পাঠানো হয়। আরো চার জনকে মাল্টায় পৌঁছানোর ‘‘কয়েক দিনের মধ্যেই’’ ফেরত পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

ইউরোপিয়ান ট্র্যাভেল অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম (ইটিআইএএস) জানিয়েছে, ‘‘এই ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াটির গতি অস্বাভাবিক। বেশিরভাগ ডিপোর্ট সম্পন্ন করতে মাস বা বছর লেগে যায়, যার মধ্যে কাগজপত্র সম্পর্কিত কাজ, পরিচয় যাচাই এবং উৎস দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনার মতো বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করতে হয়’’

ইটিআইএএস-কে মাল্টার সরকার জানিয়েছে, পুলিশ, স্বরাষ্ট্র, নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের কারণেই এত দ্রুত প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

ইটিআইএএস-এ প্রকাশিত মাল্টা সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে মাল্টায় আসা অনিয়মিত অভিবাসীদের ৮১ শতাংশকে তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে মাল্টায় অনিয়মিত আগমনের হার অন্যতম সর্বনিম্ন। গত পাঁচ বছরে মাল্টায় অনিয়মিত অভিবাসীর আগমন ৯৩ শতাংশ কমেছে।

কঠোর অবস্থানে মাল্টা

মাল্টার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাইরন ক্যামিলেরি তার সরকারের নীতিকে ‘‘ন্যায্য’’ বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, যারা শরণার্থী হিসেবে সুরক্ষার যোগ্য তাদেরকে সহায়তা দেয় সরকার, আর যারা ব্যবস্থার অপব্যবহার করে তাদের ফেরত পাঠানো হয়।

ক্যামিলেরি আরো বলেন, দ্রুত ফেরত পাঠানো একটি ‘‘শক্ত বার্তা’’ দেয় যে, মানবপাচারকারীদের ব্যবসায়িক মডেলকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। এটা প্রমাণ করে যে এই অপরাধমূলক মডেলে যুক্ত হওয়ার ফল ভালো কিছু নয়’’

মাল্টা ইনডিপেনডেন্ট তাদের প্রতিবেদনে বলেছেন, ওই ৬১ জনের দলের বাকি ১৭ জনের সঙ্গে কী হয়েছে বা কী হবে তা নিয়ে সরকার এখনও স্পষ্ট করে কিছুই জানায়নি।

সরকার এটাও স্পষ্ট করেনি, ওই ব্যক্তিরা আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছিলেন কি না, অথবা তারা এখনও হাল সাফি আটক কেন্দ্রে আটক আছে কি না। কারণ, যাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে, তাদের সবাইকে সেই আটককেন্দ্রটিতেই রাখা হয়েছিল।

ডিপোর্টের শিকার অভিবাসীদের আইনগত সহায়তার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কি না, অথবা তাদের আশ্রয়ের জন্য আবেদন করার অধিকার সম্পর্কে জানানো হয়েছিল কি না, এসব প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত রয়েছে গেছে বলেও উল্লেখ করেছে ইটিআইএএস।

ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন এন্ট্রি/এক্সিট সিস্টেমটি গত বছরের ১২ অক্টোবর চালু করা হয়েছে। ২০২৬ সালের ১০ এপ্রিলের মধ্যে মাল্টা ও অন্যান্য ইইউ দেশজুড়ে পুরোপুরি কার্যকর হবে। ইউরোপীয় সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ আরো কড়াকড়ি করতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ইটিআইএএস বলছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরের দেশের সব নাগরিকের জন্য আঙুলের ছাপ ও মুখ শনাক্তকরণ প্রযুক্তি বাধ্যতামূলক করা হলে মাল্টার মতো দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোতে অননুমোদিতভাবে প্রবেশকারীদের শনাক্ত ও নজরদারি করা সহজ হবে।

আশ্রয় সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডার (এআইডিএ) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে মাল্টার সীমান্তে অনিয়মিতভাবে আগত অভিবাসীদের মধ্যে বাংলাদেশিরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। ২৩৮ জন অভিবাসীর ১১৩ জনই ছিলেন বাংলাদেশি।

স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন

এআইডিএ জানিয়েছে, যারা এসেছিলেন তাদের অনেককেই ‘দ্রুতগতিতে’ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্বেচ্ছাসেবী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ২০২৩ সালে আইনজীবীরা এমন একদল বাংলাদেশিকে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, যাদের আশ্রয়ের আবেদন করার সুযোগ সম্পর্কে না জানিয়েই ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

এছাড়া ২০২৪ সালে মাল্টার অনুসন্ধান ও উদ্ধার (সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ) কার্যক্রম নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে দেশটির সমালোচনা করে মানবাধিকার কমিটি।

জাতিসংঘ জানিয়েছিল, ভূমধ্যসাগরে মাল্টার সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অঞ্চলে একাধিক ঘটনায় বিপদ সংকেত পাঠানো হলেও মাল্টা সময়মতো সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও এমন অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে দেশটি। তবে ভূমধ্যসাগরে অভিবাসীদের উদ্ধারে কাজ করা বিভিন্ন এনজিও বারবার মাল্টার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এনেছে। তাদের দাবি, মাল্টা পরিকল্পিতভাবে ‘উদ্ধার কার্যক্রম লিবিয়ার কোস্ট গার্ডের কাছে ঠেলে দিয়েছে’, যার ফলে অভিবাসীদের আবার লিবিয়াতে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। লিবিয়ার বিরুদ্ধে অভিবাসীদের আটক, নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। প্রথম প্রকাশ: ইনফোমাইগ্রেন্টস

অভিবাসী বিষয়ক সংবাদমাধ্যম ইনফোমাইগ্রেন্টস তিনটি প্রধান ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমের নেতৃত্বে একটি যৌথ প্লাটফর্ম। প্লাটফর্মটিতে রয়েছে জার্মানির আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ডয়চে ভেলে, ফ্রান্স মিডিয়া মোন্দ, এবং ইটালিয়ান সংবাদ সংস্থা আনসা। এই প্রকল্পের সহ-অর্থায়নে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। - জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা বন্ডের প্রেক্ষাপটে

৯ পৃষ্ঠার পর

হুকার বিষয়টি আমলে নেন এবং মার্কিন সরকার এই পদক্ষেপটি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করবে বলে আশ্বাস দেন।

ভবিষ্যতে যদি পর্যটকদের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত অবস্থানের (ওভারস্টে) হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে, তবে যুক্তরাষ্ট্র এই বন্ডের প্রয়োজনীয়তা পুনর্বিবেচনা করতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

এছাড়া নথিপত্রহীন বাংলাদেশিদের স্বদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ঢাকার আন্তরিক সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন হুকার।

বৈঠকে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক, রোহিঙ্গা সংকটসহ আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ড. রহমান আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি ও আয়োজন সম্পর্কে হুকারকে অবহিত করেন। একইসঙ্গে অন্তর্বতীকালীন সরকারের মেয়াদে নির্বাচনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

হুকার জানান, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে যুক্তরাষ্ট্রের জোরালো সমর্থন অব্যাহত থাকবে এবং তারা আগামী ফেব্রুয়ারিতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা করেন।

বাড়ছে সহিংসতা, বাংলাদেশে সুষ্ঠু

৯ পৃষ্ঠার পর

যে কারণেই হোক এটা যেভাবেই হোক থামাতে হবে। সহিংসতা থাকলে নির্বাচনের পরিবেশ বিঘ্নিত হবে। আমরাও তো মনে করছি, এটা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ।’’

২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনা সরকার পতনের দিন সারাদেশের থানায় অস্ত্র ও গুলি লুটের ঘটনা ঘটে। এসব অস্ত্রের কিছু উদ্ধার করা গেলেও এখনো অনেক অস্ত্র উদ্ধার করা যায়নি।

গত মঙ্গলবার চট্টগ্রামে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল সানাউল্লাহ জানিয়েছেন, লুট হওয়া সেসব অস্ত্রের ১৫ শতাংশ এবং ৩০ শতাংশ গুলি এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এগুলো নির্বাচনের আগে ব্যবহার হতে পারে।

পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি খন্দকার রফিকুল ইসলাম জার্মান বেতার ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘কিছু ঘটনা যে ঘটছে না, সেটা বলা যাবে না। তবে সবগুলো ঘটনাতেই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু করা যায় সেজন্য যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তার সবকিছু নেওয়া হচ্ছে। এখন যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলোতেও আমরা শক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছি। পাশাপাশি নতুন করে নির্দেশনাও দেওয়া হচ্ছে। সামনে পরিস্থিতি আরও ভালো হবে।’’

হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি তথ্য বলছে, গত এক বছরে অর্থাৎ ২০২৫ সালে এক বছরেই সারাদেশে ৯১৪টি রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৩৩জন নিহত হয়েছে। আর এতে আহত হয়েছে সাড়ে সাত হাজারেও বেশি মানুষ। এই সময়ে মব সহিংসতা, গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে অন্তত ১৬৮ জন। পুলিশ সদর দফতরের হিসাব অনুযায়ী, গত জানুয়ারি মাসে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ২৭৬টি। এরমধ্যে বেশ কিছু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

এর আগে ২৬ ডিসেম্বর ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের একটি বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে একতলা ভবনের দুটি কক্ষের দেয়াল উড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘটনাস্থল থেকে ককটেল, রাসায়নিক দ্রব্য ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

পুলিশ বলছে, জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, মাদ্রাসা পরিচালনার নামে ভাড়া করা ওই বাড়িতে তৈরি করা বেশ কিছু বোমা এর আগে বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়েছে। এগুলো কী কাজে ব্যবহার করা হতো সেটিও পরিস্কার নয়।

১৯ ডিসেম্বর গভীর রাতে লক্ষ্মীপুরে দরজায় তালা লাগিয়ে ও পেট্রল ঢেলে স্থানীয় এক বিএনপি নেতার ঘরে আগুন দেওয়া হয়। এতে আগুনে পুড়ে ওই নেতার সাত বছর বয়সী এক মেয়ের মৃত্যু হয়। দগ্ধ হন বিএনপি নেতাসহ তার আরও দুই মেয়ে। গত সোমবার রাতে চট্টগ্রামের রাউজানে এক যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। একইদিন সন্ধ্যায় যশোরের মনিরামপুরে এক বরফ কল ব্যবসায়ীকে গুলি করে এবং রাত ৯টায় নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় আরেক ব্যবসায়ীকে বাড়ির ফটকে গুলি হত্যা করা হয়েছে।

বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, এসব ঘটনা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে এনে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ তৈরি করতে পারাটা ভোটের আগে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারের পক্ষ থেকে মব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নানা বক্তব্য এলেও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর মবের ঘটনা ঘটছেই।

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বলছে, গত বছরে এভাবেগণপিটুনি বা ‘মব সন্ত্রাসের’ শিকার হয়ে প্রাণ গেছে ১৯৭ জনের। ২০২৪ সালে মব সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত হয়েছিলেন অন্তত ১২৮ জন। ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর ১৩ ডিসেম্বর থেকে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ শুরু হয়। ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এই অভিযানে ১৫ হাজার ৯৩৬ জন গ্রেপ্তার হন। তবে এই অভিযানেও চিহ্নিত, পেশাদার ও বড় সন্ত্রাসী গ্রেপ্তারের সংখ্যা খুবই কম। তাছাড়া অস্ত্র উদ্ধারের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। এই সময়ে মোট অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে ২৩৬টি।

নির্বাচনকেন্দ্রিক আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রার্থীদের মধ্যে একধরনের উদ্বেগ রয়েছে। গোপালগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপির প্রার্থী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানীর একটি ভিডিও থেকে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ৭ জানুয়ারি কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মতবিনিময়কালে এই প্রার্থীকে গায়ে থাকা বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট প্রদর্শন করতে দেখা যায়। চাদর সরিয়ে পাঞ্জাবির বোতাম খুলে ভেতরে পরা বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট দেখিয়ে এস এম জিলানী বলেন, ‘‘আমাদের জীবনের হুমকি আছে, এটা সত্য। দেখেন, এখনো বুকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে আছি। জানি না, কখন কী হয়, তাই সবসময় সতর্ক থাকি।’’

এর আগে গত বছরের ৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম-৮ আসনে (বোয়ালখালী-চান্দগাঁও) বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর জনসংযোগে গুলি করা হয়। এতে একজন নিহত হন। এখন পর্যন্ত খুনি বা হামলাকারীরা গ্রেপ্তার হয়নি। ব্যবহৃত অস্ত্রটিও উদ্ধার হয়নি। বিদ্যমান বাস্তবতায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা চেয়ে ইতিমধ্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অন্তত ২০ জন নেতা। এর মধ্যে পরমোনাই পীর ও গণসংসহি আন্দোলনের জুনায়েদ সাকিকে অস্ত্রধারী গ্যানম্যান দেওয়া হয়েছে।

আইন

ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা একটি চরম ও ধারাবাহিক রূপ ধারণ করেছে, যা ২০২৫ সালে আরও বিস্তৃত ও সহিংসতর হয়ে উঠেছে।

প্রতিষ্ঠানটির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে দেশে অন্তত ৪০১টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় প্রায় ৪ হাজার ৭৪৪ জন আহত এবং ১০২ জন নিহত হয়েছেন’’

গাজায় ট্রাম্প প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক

৮ পৃষ্ঠার পর

এক বৈঠকে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান এই আগ্রহের কথা জানান। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং শনিবার এ তথ্য জানিয়েছে। তবে এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

বৈঠকে দুপক্ষের মধ্যে আলোচনায় বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য ভিসা সহজ করা ছাড়াও রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনের বিষয় উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ভিসা বন্ড বাধ্যতামূলক করে যেসব দেশের নাম নতুন করে তালিকাভুক্ত করেছে তার মধ্যে বাংলাদেশও আছে। বাংলাদেশি আবেদনকারীদের জন্য এ নিয়ম ২১ জানুয়ারি থেকেই কার্যকর হওয়ার কথা। তবে এসব কিছুর মধ্যে গাজায় ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত বাহিনীতে বাংলাদেশ যোগ দিতে আগ্রহী। সরকারের তরফ থেকে এ প্রস্তাব দেওয়ার পর এ নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা শুরু হয়েছে।

নিউইয়র্কে আনন্দঘন পরিবেশে করে বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ- মহান বিজয় দিবস দিবস উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক:যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করে বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ। গত উপলক্ষে ২১ ডিসেম্বর এক আনন্দঘন পরিবেশে এই অনুষ্ঠান হয় জ্যমাইকার স্টার কাবার রেষ্টুরেন্ট এ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর দুই দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে সকলে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জলি আহমেদ ও শান্তনু সাজ্জাদ। অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্যবৃন্দ ,কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশি পরিবার-পরিজন নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, জ্যমাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি এবং বাংলাদেশ সোসাইটি ট্রাষ্টি বোড

মেম্বার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী এবং সংগঠনের সভাপতি শামীম হাসান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম কলিম। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএর সভাপতি শামীম হাসান বলেন, বিজয়ের আনন্দ প্রবাসেও এই প্রজন্মের সাথে উপভোগ করতে চাই। আমরা চাই ঐক্যবদ্ধভাবে, ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রেখে আমাদের কমিউনিটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম কলিম বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য হলো প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ রাখা, আনন্দ-বিনোদন, এবং বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে তাদের শেকড়কে আঁকড়ে ধরে রাখা।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মো. আশিকুজ্জামান তপু, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, মোহাম্মদ আতিকুর রহমান রফিক, মো. জয়নাল আবেদীন, মো. হাবিবুর রহমান, মিয়া ফয়েজ আহমেদ, এ কে এম হক খোকন, মোঃ বেলায়েত হোসেন, মোঃ শাহাদাত হোসেন, মোঃ জাহিদুর রহমান, মোঃ শরিফুল ইসলাম, আল আমিন হাওলাদার, মোহাম্মদ জিসান আহমেদ, মোঃ মমিন হোসেন, ফারুক হোসেন মজুমদার, ফখরুল ইসলাম মজনু, রবিউল আলম, ফারুক হোসেন পাটোয়ারী, মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ আতিকউল্লাহ, মোঃ কবির হোসেন ও সোহানুর রহমান সোহান। গেষ্ট হিসেবে ছিলেন, নাজির উদ্দিন পাঠওয়ারী ,ফারুক হোসেন মজুমদার ,আসাদ বারী,আবু নাসের সহ আরো অনেকে। সবশেষে সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন কামরুজ্জামান বকুল, নিপা জামান, রায়হান, শান্তনু ও অর্ণব।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসেমবলি অব ইউএসএ' কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়; বরং এটি একটি অরাজনৈতিক, পেশাজীবী সংগঠন। ২০২৪ সালে নিউইয়র্কে যাত্রা শুরু করে 'বাংলাদেশ এসেম্বলি অব ইউএসএ'। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এই সংগঠন প্রবাসে বসবাসরত বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে,তাদের লক্ষ্য, সবার সঙ্গে সবার যোগাযোগ, সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধি, সুখে দুঃখে হাত বাড়িয়ে দেওয়া, প্রিয় মাতৃভূমির শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং শিল্পকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা। জলি আহমেদ প্রেরিত

যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গ্যাবার্ডকে মাদুরো

৫ পৃষ্ঠার পর

গ্যাবার্ড বর্তমানে ক্যাবিনেট-স্তরের ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টর হিসেবে ১৮টি গোয়েন্দা বিভাগের তত্ত্বাবধান করেন, যার মধ্যে সিআইএ এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও অন্তর্ভুক্ত।

ভেনেজুয়েলার অভিযানটি এতই গোপনীয় ছিল যে ডিরেক্টর অব ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্স বা ডিএনআই প্রধান হয়েও গ্যাবার্ড অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ডাক পাননি। তখন হোয়াইট হাউসের কিছু কর্মকর্তা মজা করে গ্যাবার্ডের পদবি ডিএনআইকে (উঘও) বলতেন, 'ডু নট ইনভাইট' (উড় ঘড়ঃ ওহারঃব) বা 'আমন্ত্রণ জানাবেন না'।

তবে গত বৃহস্পতিবার ৮ জানুয়ারী হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এই প্রতিবেদনগুলোকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা সবাই একই দলের সদস্য। এই অভিযান অত্যন্ত গোপনীয় ছিল, তাই শুধু জ্যেষ্ঠ ক্যাবিনেট কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। তুলসী বা আমাকে পরিকল্পনা থেকে বাদ দেওয়ার তথ্যটি পুরোপুরি ভুল।'

৩ জানুয়ারি যখন ট্রাম্পের নির্দেশে কারাকাসে অভিযান চলে, তখন হোয়াইট হাউস থেকে প্রকাশিত কোনো ছবিতেই গ্যাবার্ডকে দেখা যায়নি। সেই সময় ট্রাম্পের সঙ্গে ছিলেন সিআইএ প্রধান জন র□্যাটক্লিফ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং ডেপুটি পলিসি ডিরেক্টর স্টিফেন মিলার। এমনকি গ্যাবার্ড এই অভিযানের চার দিন পর পর্যন্ত কোনো প্রকাশ্য বিবৃতিও দেননি। পরে গত মঙ্গলবার ৬ জানুয়ারী তিনি এক্সে লেখেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মাদক-সন্ত্রাসবাদ এবং বিপজ্জনক ড্রাগ কার্টেল মোকাবিলা করে মার্কিন সীমান্ত সুরক্ষিত করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা রক্ষা করেছেন।'

মাদুরোর মতো পুতিনকেও বন্দি করার পরিকল্পনা

৫ পৃষ্ঠার পর

ইঙ্গিত দিলেন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ□লেনস্কি। ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের এমন দাবি ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ থামানোর বিষয়ে মধ্যস্থতা করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২২ সাল থেকে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে চলা যুদ্ধ এখনও জারি। বিভিন্ন স্তরে আলোচনা সত্ত্বেও এই যুদ্ধের কোনও সমাধান মেলেনি। একাধিক বার জ□লেনস্কি এবং পুতিনের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন ট্রাম্প। কিন্তু সেই বৈঠকে কোনও রফাসূত্র বেরোয়নি এখনও। পুতিনকে বার বার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ট্রাম্প। রাশিয়ার উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞাও চাপানো হয়েছে। সম্প্রতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন জ□লেনস্কি। সেখানে মাদুরোর প্রসঙ্গ উঠে আসে। একই সঙ্গে উঠে আসে মাদুরোকে বন্দি করতে ট্রাম্পের ভূমিকার বিষয়টিও। সেই সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রাশিয়ার প্রসঙ্গ টেনে পুতিনের অবস্থা মাদুরোর মতো হতে পারে বলেও দাবি করেছেন জ□লেনস্কি। জ□লেনস্কি দাবি করেন, কী ভাবে একনায়কতন্ত্রকে দমাতে হয়, তা দেখিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। আমেরিকা জানে এর পর কী করতে হবে। এর পরই তিনি দাবি করেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট মাদুরোর মতো পুতিনের ভাগ্য নির্ধারণের পরিকল্পনা করছেন। ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্যকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে। তবে জ□লেনস্কির এই ধরনের মন্তব্যকে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাম্প। ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের দাবির সঙ্গে তিনি যে একমত নন, সে কথাও স্পষ্ট করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তবে তিনি যে পুতিনের কাজে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ''আমি মনে করি না, এ রকম কোনও পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে। আমাদের মধ্যে একটা ভাল সম্পর্ক রয়েছে। তবে আমি খুব আশাহত। আটটি যুদ্ধের সমাধান করেছি। ভেবেছিলাম এই যুদ্ধও (রাশিয়া-ইউক্রেন) থামিয়ে দেব। কিন্তু আক্ষেপ, তা এখনও থামাতে পারিনি।''

ট্রাম্প আরও বলেন, ''দু'দেশের যুদ্ধে প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ৩১ হাজার মানুষ মারা গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই রুশ সেনা। রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থাও ভাল নয়। আশা করি, খুব শীঘ্রই এই যুদ্ধের সমাধান হবে।'' প্রসঙ্গত, গত শনিবার ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালিয়ে প্রেসিডেন্ট মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে বন্দি করে আমেরিকায় নিয়ে আসে মার্কিন সেনা। মাদুরো এখন নিউ ইয়র্কের জেলে বন্দি। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে মাদকসন্ত্রাস এবং অনুপ্রবেশের অভিযোগ তুলছিলেন ট্রাম্প। বার বার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। তার পরই ভেনেজুয়েলার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে বন্দি করে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছেন ট্রাম্প।

ভেনেজুয়েলায় ঢুকতে পারলে বিশ্বের ৫৫ শতাংশ তেল

৫ পৃষ্ঠার পর

শতাংশ তেল থাকবে।' বৈঠকের পর ট্রাম্প ঘোষণা করেন, মার্কিন কোম্পানিগুলো ভেনেজুয়েলার তেল খাতে অন্তত ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। তবে এক্সনমোবিলের সিইও ড্যারেন উডস বলেন, ভেনেজুয়েলার জ্বালানি খাতের নিয়মকানুন ও কাঠামো আমূল পরিবর্তন না করা পর্যন্ত সেখানে বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়।

ভেনেজুয়েলা সরকার অবশ্য এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন কোম্পানিগুলোকে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। তবে মাদুরোর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়া দেলসি রদ্রিগেজ জানিয়েছেন, তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রসহ সব পক্ষের সঙ্গে জ্বালানি প্রকল্পে কাজ করতে আগ্রহী।

একজোটে জানাল সে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি

৫ পৃষ্ঠার পর

করিয়ে দেয়। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''আমরা আমেরিকান হতে চাই না। ড্যানিশ হতে চাই না। আমরা চাই গ্রিনল্যান্ডবাসী হতে।'' সে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি ওয়াশিংটনের প্রতি বার্তা দিয়েছে। গ্রিনল্যান্ডের প্রতি তাদের অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। জোর দিয়ে বলা হয়েছে, ''গ্রিনল্যান্ডের মর্যাদা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেশের বাসিন্দাদের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত।''

গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে চান বলে শুক্রবার ৯ জানুয়ারী আবার এক বার দাবি করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ''দ্বীপটিতে চিন এবং রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার রোধে আমেরিকা পদক্ষেপ করবে। মানুষ পছন্দ করুক বা না-করুক, আমরা গ্রিনল্যান্ড সম্পর্কে কিছু একটা করতে যাচ্ছি।'' মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনে করেন, যদি আমেরিকা কোনও পদক্ষেপ না-করে তবে মস্কো বা বেজিং গ্রিনল্যান্ডে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। ট্রাম্পের কথায়, ''চিন বা রাশিয়া আমরা কখনওই প্রতিবেশী হিসাবে চাই না।'' তাঁর হুঁশিয়ারি, ''আমি এ ব্যাপারে সহজ উপায়ে একটি চুক্তি করতে চাই। যদি তা নয়, তবে কঠিন পথ অবলম্বন করা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা থাকবে না।''

ডেনমার্কের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ৫৬ হাজার জনসংখ্যার 'বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ' প্রায় ৩০০ বছর ধরে কোপেনহাগেন (ডেনমার্কের রাজধানী)-এর নিয়ন্ত্রণে। নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি পরিচালনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত দায়িত্ব দ্বীপটির স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ পালন করেন। আর বিদেশ এবং প্রতিরক্ষানীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি নেয় ডেনমার্ক সরকার। দ্বিতীয় দফায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে ট্রাম্প গত ১১ মাসে একাধিক বার গ্রিনল্যান্ড দখলের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এ বার সে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি একসঙ্গে ট্রাম্পের বিরোধিতায় সরব হল।

বিএনপি দফতরে গিয়ে তারেকের সঙ্গে বৈঠক ভারতীয়

৫ পৃষ্ঠার পর

একটি ভিডিয়োও পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। প্রণয়ের সঙ্গে ভারতীয় দূতাবাসের দুই আধিকারিকও গিয়েছিলেন গুলশনে বিএনপির দফতরে।

কী নিয়ে তাঁদের বৈঠক হয়েছে, তা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তবে বৈঠকের পরে বিএনপি-র যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির বলেন, "ভারতের সঙ্গে কী সম্পর্ক হবে, তা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাহেব চিঠি (খালেদার মৃত্যুর পরে শোকবার্তা)-র মাধ্যমেই বলে দিয়েছেন। ওই চিঠিতেই বলেছেন, তারেক রহমান সাহেবের নেতৃত্বে নয়া দিগন্ত এবং সম্পর্কের নতুন অধ্যায় তাঁরা দেখতে চান। সৌজন্যমূলক বৈঠক হয়েছে। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ তো অবশ্যই আছে।

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The
Highest Rate
Our Experienced Nurse Will
Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

নিউইয়র্ক সিটিতে ৪৫০টি নতুন রেড

৫২ পৃষ্ঠার পর

ঘোষণা করেছে, এই বছর সিটির বিভিন্ন রাস্তার ক্রসিংয়ে ৪৫০টি নতুন রেড লাইট ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। এর মধ্যে আগামী ছয় সপ্তাহে ২৫০টি ক্যামেরা চালু হবে এবং বছরের শেষ নাগাদ সমগ্র নিউ ইয়র্ক সিটি জুড়ে মোট ৬০০টি ক্যামেরা কার্যকর হবে।

জানা গেছে, বর্তমানে সিটির শুধুমাত্র ১৫০টি রাস্তার ক্রসিংয়ে রেড লাইট ক্যামেরা রয়েছে। এর কারণ হলো পূর্বে নিউ ইয়র্ক ষ্টেট আইনে সিটিতে চালু করা ক্যামেরার সংখ্যা সীমিত করে রাখা হয়েছিল। তবে ২০২৪ সালে গভর্নর ক্যাথি হকুল একটি আইন অনুমোদন করেন। যার ফলে নিউ ইয়র্ক সিটিতে আরও ৪৫০টি ক্যামেরা স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

ডিওটি কমিশনার মাইক ফ্লিন বলেন, লাল বাতি অমান্য করা সিটির সড়কে গাড়ীর চালকদের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ এবং তা নিউইয়র্কবাসীর জন্য বিপজ্জনক। তাই আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং সিটির রেড লাইট ক্যামেরা প্রোগ্রাম সম্প্রসারণ করছি।

গত বছরের পুরো সময় আইনে থাকলেও, সদ্য সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামস এর অধীনে ডিওটি ২০২৫ সালে কোনো নতুন ক্যামেরা চালু করেনি। এ বিষয়ে ডিওটি মুখপাত্র জানান, নতুন স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষণ চুক্তি চূড়ান্তকরণ, পুরনো ক্যামেরার আপডেট এবং নতুন ক্যামেরা স্থাপনের কাজ চলছে। তবে নতুন ক্যামেরার সঠিক স্থান প্রকাশ করা হয়নি যাতে প্রোগ্রামের কার্যকারিতা বজায় থাকে।

ডিওটি আরো জানায়, গত ৩০ বছর ধরে নিউ ইয়র্ক সিটিতে রেড লাইট ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে বিপজ্জনক ড্রাইভিং কমানোর জন্য। নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশন (ডিওটি) তথ্য অনুযায়ী, এই প্রযুক্তি লাল বাতি অমান্য করা ৭৩%, টি-বোন ধরনের সংঘর্ষ ৬৫%, এবং রিয়ার-এন্ড দুর্ঘটনা ৪৯% কমিয়েছে।

রেড লাইট অমান্য করার জন্য ধরা পড়লে গাড়ীর চালকদের ৫০ ডলারের জরিমানা করা হয়। ডিওটি বলছে, ক্যামেরাগুলি চালকদের আচরণ পরিবর্তনেও সহায়ক। ২০২৩ সালে ক্যামেরার আওতায় ধরা পড়া ৯৪% গাড়ির ক্ষেত্রে মাত্র এক বা দুইবার লাল বাতি অমান্য করার ঘটনা ঘটেছে, এবং মাত্র ০.৫% গাড়ি পাঁচবার বা তার বেশি লঙ্ঘন করেছে।

নিউ ইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর অ্যান্ড্রু গুনার্ডেস বলেন, আমি রেড লাইট ক্যামেরা প্রোগ্রাম সম্প্রসারণের আইন পাস করার কাজ হাতে নিয়েছিলাম কারণ এটি কার্যকর। বেশিরভাগ গাড়ীর চালক লাল বাতি অমান্য করেন না, তবে যারা করেন, তাদের দায়ী করা হলে সবাই নিরাপদ থাকে। বহু বছর ধরে সংগৃহীত তথ্য স্পষ্টভাবে দেখায় যে এই ক্যামেরাগুলো দুর্ঘটনা কমায় এবং জীবন রক্ষা করে।

অক্টোবরে নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ

৫২ পৃষ্ঠার পর

সুত্রে জানা গেছে, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী ও নিকটজনের প্রবল আগ্রহে তিনি সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচনে অংশ নেবেন এবং গতবার যে প্যানেলের মাধ্যমে পুর্ণ প্যানেলে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের সম্মতিসাপেক্ষ একই পরিষদ আগামী নির্বাচনেও অংশ নেবে। তবে বর্তমান কমিটির কেউ যদি নির্বাচনে অংশ নিতে অপারগতা প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে নতুন প্রার্থীর কথা বিবেচনা করা হবে বলেও একাধিক সুত্র জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ এসোসিয়েশানের বর্তমান সভাপতি বদরুল হোসেন খানও বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্ধিতা করবেন বলে ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন। সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এ বছরের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য আগামী ৩০ জুনের মধ্যে সোসাইটির সদস্যপদ গ্রহণ করতে হবে।

আমার নামের আগে ‘মাননীয়’

৮ পৃষ্ঠার পর

ওপর কিছু বিলাতি প্রভাব পড়েছে। আমি বলব তিনি একজন পরিবর্তিত মানুষ হয়ে গেছেন। এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।’

তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন, ‘আপনি চেয়ারম্যান হলেন আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, আপনাদের শুভকামনা, সুস্বাস্থ্য কামনা এবং আপনার সর্বস্তরের সাফল্য কামনা করছি। আমরা গণতন্ত্র চাই, স্বাধীন সাংবাদিকতা চাই এবং সুশাসন চাই।’

মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, ‘আমি এক তারেক রহমানকে চিনতাম ২৩ বছর আগে। আমি প্রথম ইলেকট্রনিকস মিডিয়াতে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। আমি এখন দেখি ২৩ বছর বাদে তারেক রহমান বদলে গেছেন, আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে তার মধ্যে।’

নিউ এজের সম্পাদক ও এডিটরস কাউন্সিলের সভাপতি নূরুল কবীর বলেন, ‘আমরা যদি ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে সমাজ এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর চাই অবশ্যই গণতান্ত্রিক রাজনীতির পাশাপাশি একটা গণতান্ত্রিক সাংবাদিকতার পরিবেশ থাকতে হবে। কোনো রাজনৈতিক দল যদি বিশ্বাস করে মানুষকে বলেন যে তারা গণতান্ত্রিক রূপান্তর চান... তাহলে একই সঙ্গে তার দায় দাঁড়ায় সেই গণতান্ত্রিক রূপান্তরে সহযোগিতা করবার জন্যই গণতান্ত্রিক সাংবাদিকতার পরিবেশ নিশ্চিত করা।’

তারেক রহমানকে উদ্দেশ্য করে আমার দেশের সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বলেন, ‘জনাব তারেক রহমান আপনি ১৭ বছর দেশে ছিলেন না। আপনি জানেন না, এখানে কী হয়েছে। আপনার বিশিষ্ট লোকজন আপনাকে যা বলেছে—এটাই আপনি শুনেছেন। এখন যারা মিডিয়ার নতুন বন্ধুরা আপনাকে যেটা বলছে, সেটাই আপনি শুনছেন এবং আপনি মনে করছেন এটাই বাংলাদেশের ১৭ বছরের ইতিহাস। না, এটা ১৭ বছরের ইতিহাস না।’

কালের কণ্ঠের সম্পাদক ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ বলেন, ‘আজকে এখানে আপনি (তারেক রহমান) মিলিত হয়েছেন। এটা ভালো। ঘন ঘন ইন্টার অ্যাকশন হলে আপনারা উপকৃত হবেন, আমরা উপকৃত হব। আমরা কেউ কারও প্রতিপক্ষ নই। সবাই আমরা দেশপ্রেমিক, সবাই আমরা দেশের ভালো চাই।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের উদ্দেশ্যে সাংঘর্ষিক নয়, আমরা পরিপূরক, আমরা ওয়াচডগ হিসেবে বস্তুনিষ্ঠভাবে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে আপনাদের ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিতে চাই।’

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রধান সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদী বলেন, ‘আপনি আসতে পেরেছেন? স্বপ্ন নিয়ে এসেছেন, একটা পরিকল্পনার কথা বলেছেন, পরিকল্পনা আছে আপনার। আমি শুধু বলতে চাই যে আপনার সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন হোক, পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন হোক। আপনাকে শুভেচ্ছা জানাই, অভিনন্দন জানাই, ভালো থাকুন।’

এই অনুষ্ঠানে সম্পাদকদের মধ্যে আরও ছিলেন দৈনিক ইনকিলাবের এ এম এম বাহাউদ্দিন, যুগান্তরের আবদুল হাই শিকদার, সংবাদের আলতামাশ কবির, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের শামসুল হক জাহিদ, আজকের পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কামরুল হাসান, দৈনিক সমকালের শাহেদ মোহাম্মদ আলী, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের ইনাম আহমেদ, বাংলাদেশ প্রতিদিনের আবু তাহের, প্রতিদিনের বাংলাদেশের মারুফ কামাল খান সোহেল, দেশ রূপান্তরের কামাল উদ্দিন সবুজ, নয়া দিগন্তের সালাহ উদ্দিন বাবর, বণিক বার্তার হানিফ মাহমুদ, ডেইলি সানের মো. রেজাউল করিম, কালবেলার সন্তোষ শর্মা, খবরের কাগজের মোস্তফা কামাল, মানবকণ্ঠের শহীদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আইপিএল থেকে মুস্তাফিজ বাদ, কী

৮ পৃষ্ঠার পর

পড়েন দলের কর্ণধার, বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খান।

বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে দলে নেওয়ার জন্য ভারতে তুমুল সমালোচনা শুরু হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা এবং ভারত-বিরোধী মনোভাবের অভিযোগ তুলে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠন কড়া প্রতিক্রিয়া জানায়।

উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতা সঙ্গীত সোম এবং আধ্যাত্মিক গুরু দেবকীনন্দন ঠাকুর-সহ অনেকেই বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার দাবি তোলেন। তাদের মতে, প্রতিবেশী দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের পেছনে বিশাল অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ ভারতীয়দের ভাবাবেগকে আঘাত করছে।

৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে মুস্তাফিজুরকে দলে নিয়েছিল নাইট রাইডার্স। ১৫ শতাংশ টাকা অগ্রিম হিসেবে দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এর পরে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশে কলকাতা নাইট রাইডার্স ঘোষণা করে, তারা ছেড়ে দিচ্ছে বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে। এর পরেও বিতর্ক থামেনি।

এই ঘটনার ফলে ভারত-বাংলাদেশের ক্রিকেট-সম্পর্ক টানাপড়েনের মধ্যে পড়ে গেল। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গত শুক্রবার ঘোষণা করেছিল, আগামী সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সফর করবে ভারত। যদিও এ নিয়ে কিছু বলেনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। মুস্তাফিজুরের বিদায়ের ফলে এই সফর ঘিরে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন পড়ে গিয়েছে। এ ছাড়া, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ভারতে মাটিতে বাংলাদেশের ম্যাচ খেলার কথা। সেই ম্যাচগুলি শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি উঠেছে ওপার থেকে।

কূটনীতির ময়দান থেকে খেলার মাঠে

বিষয়টি আর খেলার মাঠে সীমাবদ্ধ নেই, তা সরাসরি রাজনীতির ময়দানে গড়িয়েছে। শিবসেনার (ইউবিটি) মতো দলগুলো সরাসরি দাবি জানিয়েছে যে, বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের ভারতের মাটিতে খেলতে দেওয়া উচিত নয়। অন্য দিকে, কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দলগুলোর মতে, খেলাধুলা ও রাজনীতিকে এক করা অনুচিত। তারা মনে করে, ব্যক্তিগতভাবে খেলোয়াড়দের টার্গেট করা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া শিষ্টাচারের পরিপন্থী।

তবে কংগ্রেস নেতা ও সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শশী থারুরের বক্তব্য, “এভাবে ক্রিকেটের রাজনীতিকরণ করা ঠিক নয়। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর যে ন্যক্কারজনক হামলা হচ্ছে, তার বোঝা খেলার ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে না।চ

কেরলের এই নেতার ভাষায়, “আমাদের নিজেদের জিজ্ঞাসা করা দরকার, মুস্তাফিজুরকে বাদ দিয়ে আমরা আসলে কাকে শাস্তি দিচ্ছি? একটি দেশকে, একজন ব্যক্তিকে, নাকি তার ধর্মকে? খেলাধুলাকে এমন অন্ধ রাজনীতির দিকে ঠেলে দিলে আমাদের ভবিষ্যৎ কী?চ

মুস্তাফিজুরের পক্ষে সওয়াল করে থারুর বলেন, “মুস্তাফিজুরের জায়গায় যদি লিটন দাস বা সৌম্য সরকারের মতো কোনো হিন্দু ক্রিকেটারকে এভাবে বাদ দেওয়া হতো, তবে আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হতো? মুস্তাফিজুর একজন পেশাদার খেলোয়াড়। বাংলাদেশের হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে তার কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। তার বিরুদ্ধে কোনো উস্কানিমূলক ভাষণ বা অপরাধের অভিযোগ নেই।চ

মুস্তাফিজুরের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা

মুস্তাফিজুরকে অব্যাহতি দেওয়া নিয়ে ক্রীড়া সাংবাদিক রূপক সাহা ভিন্নমত পোষণ করছেন। শশী থারুরের মতো ব্যক্তিত্বরা একে ‘ক্রিকেট ও রাজনীতির সংমিশ্রণ’ বলে অভিহিত করলেও, রূপক সাহা বিষয়টিকে মূলত খেলোয়াড়ের নিরাপত্তা এবং জনরোষের প্রেক্ষাপট থেকে দেখছেন।

রূপক সাহা ডিডাব্লিউকে বলেন, “বিসিসিআই মুস্তাফিজুরকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি। বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতির কারণে ভারতে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে তীব্র ক্ষোভ বা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তার আঁচ মাঠে পড়তে পারতো। আইপিএলের বিভিন্ন ভেন্যুতে খেলার সময় মুস্তাফিজুরকে জনরোষের মুখে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতেই বিসিসিআই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি কোনো রাজনৈতিক বদলা নয়, বরং একজন পেশাদার খেলোয়াড়ের নিরাপত্তার স্বার্থে নেওয়া সময়োপযোগী পদক্ষেপ।চ

রূপক বলেন, “এই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) চিন্তিত এবং তারা পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করছে। এর সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের ক্রিকেটের স্বার্থ যুক্ত রয়েছে। বিশ্বকাপের মতো বড় আসর বয়কট করা বা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা বাংলাদেশের মতো উদীয়মান ক্রিকেট শক্তির পক্ষে সহজ হবে না, কারণ এতে তাদের বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।চ

তাঁর মতে, “খেলাধুলায় রাজনীতি আসা কাম্য নয়, তবে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতির প্রভাব মাঠের ভিতরেও পড়ে। মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়া একটা সাময়িক পরিস্থিতি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই উত্তেজনা প্রশমিত হবে।চ

ক্রিকেট ইস্যুতে পাকিস্তানের ঘটনার পুনরাবৃত্তি

বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের নিয়ে এই টানাপড়েন এক পুরনো স্মৃতিকে উসকে দিচ্ছে। ২০০৮ সালে মুম্বইয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সম্পর্ক একপ্রকার বিচ্ছিন্ন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সাল থেকে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের জন্য আইপিএলের দরজা পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দিয়েছে বিসিসিআই।

কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা এবং অপারেশন সিঁদুর-এর মতো পরে ভারত-পাক ক্রিকেট সম্পর্ক যখন আরও তলানিতে ঠেকেছে, তখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রেও একই কঠোর অবস্থান নিচ্ছে বিসিসিআই?

ক্রিকেট ঘিরে এই রাজনীতি প্রসঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ মইদুল ইসলাম ডিডাব্লিউকে বলেন, “দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রিকেটারদের ওপর রাজনীতির প্রভাব নতুন কোনো ঘটনা নয়। পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের আইপিএল-এ ডাকা বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই কবে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতির প্রভাব ক্রিকেটেও এসে পড়েছে। বিসিসিআই-এর সিদ্ধান্তের পিছনেও রাজনৈতিক ভাবনা কাজ করছে।”

মইদুল মনে করেন যে, এই সিদ্ধান্তের পিছনে পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিরও একটি ভূমিকা থাকতে পারে। তার মতে, “মুস্তাফিজুরের কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলার কথা ছিল, যে ফ্র্যাঞ্চাইজিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরাসরি সমর্থন করে। নির্বাচনের আগে মুস্তাফিজুরকে দলে রাখা হলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা এটিকে ‘দেশদ্রোহিত’ বা ‘অ্যান্টি-ন্যাশনাল’ বলে প্রচার করতে পারতো। ক্রিকেটাররা কোনো অপরাধ বা জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও রাজনীতিতে তারা বরাবরই ‘সফট টার্গেট’ হয়ে পড়েন।”

চলতি রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী মুস্তাফিজুরের অপসারণকে স্বাভাবিক বলে মনে করছেন চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক আশিস লাহিড়ি।

তিনি ডিডাব্লিউকে বলেন, “খেলাধুলা এবং রাজনীতিকে তাত্ত্বিকভাবে আলাদা রাখা হলেও, বাস্তবে এই দুটি বিষয় প্রায়ই একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়। অলিম্পিকের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, বর্ণবৈষম্য বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বারবার প্রতিবাদের ঘটনা ঘটেছে।চ

তার মতে, “আদর্শগতভাবে খেলা এবং রাজনীতিকে পৃথক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, চিরকালই এদের মধ্যে একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়ে গিয়েছে। আজকের পৃথিবীতে কোথাও সূক্ষ্মভাবে, আবার কোথাও উগ্রভাবে খেলাকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। যখন দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকে, তখন এই ধরনের সংঘাতমূলক পরিস্থিতি তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।চ

তাই মুস্তাফিজুর বাদ পড়াতে বিস্মিত নন আশিস। বলেন, “ঘটনাগুলো অনভিপ্রেত হলেও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমি এতে অবাক বোধ করছি না। খেলাধুলো এবং রাজনীতির এই জটিল রসায়ন চলতি সময়েরই প্রতিফলন। তাই ক্রীড়া সংস্কৃতি নষ্ট হওয়ার আক্ষেপ না করে পরিস্থিতির বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া প্রয়োজন।চ

কূটনীতিতে অসহিষ্ণুতার প্রভাব

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক পবিত্র সরকারের চোখে মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক। তিনি ডিডাব্লিউকে বলেন, “ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘর্ষের পরে মাঠে খেলোয়াড়দের করমর্দন না করা বা আইপিএল থেকে বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগরের বইমেলা থেকে বাংলাদেশের বই সরিয়ে দেওয়া বা স্টল বন্ধ করার পদক্ষেপ অসহিষ্ণুতার প্রকাশ।চ

তার মতে, “কিছু মানুষ দুই দেশেই অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করলেও, উভয় দেশেই সচেতন এবং সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এই বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক বা যুদ্ধের পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের জায়গা রয়েছে, তা কোনোভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়।চ

মইদুলের মতে, “রাজনীতির কারণে ক্রিকেটারদের ওপর বারবার এই খাঁড়া নেমে আসা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই ঘটনা বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী মনোভাবকে আরও উসকে দিচ্ছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সম্পর্কের উন্নয়নের চেষ্টা করলেও এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে। এখন আমাদের দেখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের পরে এবং বাংলাদেশে পরবর্তী সময়ে কী ধরনের সরকার গঠিত হয়। তার ওপর ভিত্তি করেই দুই দেশের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারিত হবে।”

ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক শ্রীরাধা দত্ত ডিডাব্লিউকে বলেন, “বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বর্তমানে যে ধরনের তিক্ততা তৈরি হচ্ছে, আমি তার কোনো যুক্তি দেখি না। আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন রয়েছি ঠিকই, কিন্তু সেই ইস্যুটিকে বাড়িয়ে যদি সব ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে কোনো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কই টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এখন দুই পক্ষকেই কিছুটা মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।চ

তাঁর মতে, “খেলাধুলোর মধ্যে যখন আমরা রাজনীতিকে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, সেটি মোটেও ইতিবাচক নয়। অতীতে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে এমনটা করেছি। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যে সম্পর্কের সমীকরণ, তাকে বাংলাদেশের সঙ্গে এক করে দেখা যায় না। সংখ্যালঘু ইস্যু নিয়ে ভারত যে বাংলাদেশের ওপর বিরক্ত, সেটা আমরা জানি। কিন্তু সেটাকে এত বড় করে খেলার মাঠে টেনে আনার কোনো যৌক্তিকতা আমি দেখি না।চ

অভিবাসী নির্বাসনে ট্রাম্পের হাতিয়ার

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকে হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে আইসিই, যার বেশিরভাগই প্রকাশ্যে।

এসব অভিযানের ফলে দেশজুড়ে বিভিন্ন কমিউনিটিতে আইসিই এজেন্টদের উপস্থিতি বাড়লেও তাদের কার্যক্রমের বিরোধিতাকারী স্থানীয় বাসিন্দারাও রুখে দাঁড়াচ্ছেন।

আইসিই কী, কবে গঠিত হয়

ট্রাম্প প্রশাসনের গণ-নির্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মূল দায়িত্বে রয়েছে আইসিই। এটি ছিল ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি। হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর আইসিই-এর আকার, বাজেট ও দায়িত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছেন ট্রাম্প। সংস্থাটি অভিবাসন আইন প্রয়োগের পাশাপাশি অবৈধ অভিবাসনসংক্রান্ত তদন্ত পরিচালনা করে। এ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনথিভুক্ত অভিবাসীদের অপসারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়ায় ২০০২ সালে প্রণীত হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাক্টের আওতায় আইসিই গঠিত হয়। এই আইনের মাধ্যমে ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) প্রতিষ্ঠিত হয়, যার অধীনস্থ একটি সংস্থা হলো আইসিই।

গ্রেপ্তারের ক্ষমতা

আইসিই তাদের দায়িত্বকে জননিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তাড়উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্কিত বলে মনে করে। তবে তাদের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ স্থানীয় পুলিশ বিভাগের মতো নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থান করছে বলে সন্দেহ হলে তাদের থামানো, আটক ও গ্রেপ্তারের ক্ষমতা আইসিই এজেন্টদের রয়েছে। কিছু সীমিত পরিস্থিতিতে তারা মার্কিন নাগরিকদেরও আটক করতে পারেড়যেমন কেউ গ্রেপ্তারে বাধা দিলে, কোনো কর্মকর্তার ওপর হামলা করলে অথবা আইসিই যদি কাউকে অবৈধ অভিবাসী বলে সন্দেহ করে।

তা সত্ত্বেও ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির প্রথম নয় মাসে অন্তত ১৭০টির বেশি ঘটনায় ফেডারেল এজেন্টরা মার্কিন নাগরিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রেখেছিল বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম প্রোপাবলিকা।

এই ঘটনাগুলোর মধ্যে এমন মার্কিনীরাও ছিলেন, যাদের অনথিভুক্ত অভিবাসী বলে সন্দেহ করা হয়েছিল।

বলপ্রয়োগের ক্ষমতা

আইসিই-এর বলপ্রয়োগের নিয়মকানুন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান, দেশটির আইন এবং ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির নিজস্ব নীতিমালার সমন্বয়ে নির্ধারিত।

ভ্যান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি ল্ স্কুলের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের পরিচালক ক্রিস স্লোবোগিন বলেন,ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও শুধু তখনই প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগ করতে পারে, যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাদের বা অন্যদের জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়ায় অথবা কোনো সহিংস অপরাধ করে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিকভাবে ঘটনাস্থলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কর্মকর্তাদের ব্যাপারে তুলনামূলক ছাড় দিয়ে এসেছে, যেখানে পরে বসে বিচার-বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে না।

২০২৩ সালের ডিএইচএসের এক নীতিগত স্মারকে বলা হয়, ফেডারেল কর্মকর্তারাও শুধু প্রয়োজন হলে প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগ করতে পারেনড়যখন তাদেরও যুক্তিসংগত বিশ্বাস থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের বা অন্যের জন্য আসন্ন মৃত্যু বা গুরুতর শারীরিক আঘাতের হুমকি সৃষ্টি করছেন।

আইসিই কাজ করে কোথায়

আইসিই সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই কার্যক্রম চালায়, যদিও বিদেশে তাদের কিছু কর্মী রয়েছে। তাদের সহযোগী সংস্থা ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন মূলত যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়।

তবে ট্রাম্প প্রশাসন বিভিন্ন ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা সংস্থা থেকে এজেন্ট এনে অভিবাসন ব্যবস্থায় যুক্ত করায় এই দায়িত্বগুলোর সীমারেখা ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বর্ডার পেট্রোল কর্মকর্তারাও এখন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে আইসিইর সঙ্গে অভিযানে অংশ নিচ্ছেন।

লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো এবং বর্তমানে মিনিয়াপোলিসের মতো শহরে অন্যান্য ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে আইসিই ও অন্যান্য সংস্থা শত শত কর্মকর্তা মোতায়েন করেছে।

এপির খবরে বলা হয়েছে, সর্বশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে মিনিয়াপোলিসে প্রায় ২ হাজার ফেডারেল কর্মকর্তা মোতায়েন করা হতে পারে।

আইসিই আটক করলে কী হয়

ট্রাম্প আমলে নির্বাসনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনের দাবি, ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা ৬ লাখ ৫ হাজার মানুষকে নির্বাসিত করেছে। এ ছাড়া, গ্রেপ্তার বা আটক এড়াতে দেশ ছাড়ার আহ্বান জানিয়ে চালানো জোরালো প্রচারণার পর ১৯ লাখ অভিবাসী ও স্বেচ্ছায় আত্মনির্বাসন্ন বেছে নিয়েছে বলেও জানিয়েছে তারা।

কোনো অভিবাসীর সঙ্গে আইসিইর মুখোমুখি হলে বিভিন্ন ধরনের পরিণতি হতে পারে। কখনো কাউকে সাময়িকভাবে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়। আবার অন্য ক্ষেত্রে আইসিই তাকে আটক করে বড় কোনো ডিটেনশন সেন্টারে পাঠায়ড়যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে যার সংখ্যা বেশ কয়েকটি। অনেক অভিবাসী আটক অবস্থায়ও বৈধ মর্যাদার জন্য লড়াই চালিয়ে যান। কিন্তু তারা ব্যর্থ হলে শেষ পর্যন্ত তাদের নির্বাসিত করা হতে পারে।

সিরাকিউজ ইউনিভার্সিটির ট্রানজ্যাকশনাল রেকর্ডস অ্যাকসেস ক্লিয়ারিংহাউসের ইমিগ্রেশন প্রকল্পের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৬৫ হাজার মানুষ আইসিইর হেফাজতে ছিলেন।

অভিবাসন আইনজীবীরা বিবিসিকে জানিয়েছেন, আইসিই কাউকে আটক করার পর তার অবস্থান জানতে পরিবার বা আইনজীবীদের কখনো কখনো কয়েক দিন লেগে যায়।

আইসিইর কর্মকাণ্ড নিয়ে বির্তক

আইসিই ও তাদের সহযোগী সংস্থাগুলো, যেমন বর্ডার পেট্রোল যখন অভিযান চালায়, তখন অনেক কমিউনিটিই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এখন আইসিই গ্রেপ্তার চালানোর সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিডিও ধারণ করা খুবই সাধারণ ঘটনা। আইসিই ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু মুখোমুখি পরিস্থিতি আক্রমণাত্মক বা সহিংস রূপও নিয়েছে।

ইলিনয়ের শিকাগোতে আইসিই-এর অভিযানের সময় একদল গণমাধ্যম বর্ডার পেট্রোলের বিরুদ্ধে মামলা করে। তাদের অভিযোগ, সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা ও বিক্ষোভকারীদের ওপর এজেন্টরা অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে। এক ফেডারেল বিচারক প্রথমে তাদের পক্ষে রায় দিলেও পরে আপিল আদালত সেই রায় বাতিল করে দেন।

মিনিয়াপোলিসের গুলির ঘটনা অভিবাসন প্রয়োগ অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে আহত হওয়ার প্রথম ঘটনা নয়। লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবরে লস অ্যাঞ্জেলেসে দুটি ঘটনায় এজেন্টরা চালকদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ডিএইচএসের দাবি, উভয় ক্ষেত্রেই চালকেরা কর্মকর্তাদের ওপর গাড়ি তুলে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। অভিযানের সময় মুখোশ পরা নিয়েও আইসিই ও অন্যান্য অভিবাসন কর্মকর্তারা সমালোচিত হয়েছেন। ডিএইচএস কর্মকর্তারা এর পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, এতে এজেন্টরা হয়রানি থেকে সুরক্ষিত থাকেন।

আইসিই ও নির্বাসন নিয়ে মার্কিনিদের অবস্থান

জনমত জরিপ অনুযায়ী, ট্রাম্পের অভিবাসন প্রয়োগ পরিকল্পনা নিয়ে মার্কিনিদের দৃষ্টিভঙ্গি জটিল। ২০২৫ সালের অক্টোবরে নিরপেক্ষ পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক জরিপে দেখা যায়, অর্ধেকের একটু বেশি মানুষ মনে করেন, কোনো না কোনো মাত্রার নির্বাসন প্রয়োজন। মার্চ মাসের জরিপেও প্রায় একই ফল পাওয়া গিয়েছিল। তবে একই জরিপে দেখা যায়, ট্রাম্পের নির্বাসন পদ্ধতি নিয়ে অনেক মার্কিনির উদ্বেগ রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিনিদের ৫৩ শতাংশ মনে করেন, অনথিভুক্ত অভিবাসীদের নির্বাসনে ট্রাম্প প্রশাসনও অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করছে। তবে প্রায় ৩৬ শতাংশ এর পক্ষে মত দিয়েছেন।

ট্রাম্প কেন ‘নতুন বিশ্বব্যবস্থা’র কথা

৬ পৃষ্ঠার পর

নাকি ‘গুরুত্বের সঙ্গে’ নিতে হবে, ‘আক্ষরিকভাবে’ নয়। কথাটা শেষ পর্যন্ত একই। কারণ, ট্রাম্পের কথার ভেতরে সাধারণত সত্য কম, অজুহাত বেশি। ট্রাম্প যেসব বড় বড় পরিকল্পনার কথা বলেন, সেগুলো ভালো করে দেখলে বোঝা যায়ড়এগুলো কোনো দীর্ঘমেয়াদি কৌশল নয়, বরং পরিস্থিতি সামলানোর ছোট ছোট চাল। আজ এক কথা, কাল আরেক কথা।

ট্রাম্পের রাজনৈতিক জীবনই তার উদাহরণ। তিনি একসময় ম্যানহাটানের ডেমোক্র্যাট ছিলেন, পরে ফ্লোরিডায় গিয়ে রিপাবলিকান হয়ে যান। যে মানুষ একসময় বারাক ওবামার জন্মসনদ নিয়ে ষড়যন্ত্র ছড়িয়েছিলেন, তিনিই এখন এপস্টিন-সংক্রান্ত নথি প্রকাশে গড়িমসি করছেন। রিয়েল এস্টেট হোক বা ট্রাম্প ইউনিভার্সিটিড়যে উদ্যোগগুলোর তিনি বড়াই করেছিলেন, সেগুলোর বেশির ভাগই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতা আর কেলেঙ্কারিতে ডুবে গেছে। এখন যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কোনো বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানকে অপহরণ করে তাঁকে কোকেন চক্রের নেতা বলে দাগিয়ে দেন, তখন একটা বিষয় মনে রাখা দরকার। মাত্র এক মাস আগেই ট্রাম্প বলেছিলেন, তাঁর প্রধান চিন্তা ফেন্টানিল। এটিকে তিনি ‘গণবিধ্বংসী অস্ত্র’ বলেছিলেন। কারণ, এই মাদকসহ কৃত্রিম আফিম যুক্তরাষ্ট্রে মোট মাদকজনিত মৃত্যুর প্রায় ৭০ শতাংশের জন্য দায়ী।

ট্রাম্প দাবি করেন, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর বিরুদ্ধে অভিযান ছিল নিছক আইনশৃঙ্খলা রক্ষার অংশ। কিন্তু বাস্তবে সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে ডেলটা ফোর্সের হেলিকপ্টারসহ দেড় শতাধিক বিমান, বোমা ও বিশেষ বাহিনী। এটাকে আইনশৃঙ্খলা অভিযান না বলে একতরফা সামরিক হামলা বলাই বেশি যুক্তিসংগত।

গত সেপ্টেম্বর থেকে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন বিমান হামলায় অন্তত ১১৫ জন মানুষ নিহত হয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে শুধু মাদক পাচারের সন্দেহ ছিল। দ্য আটলান্টিক জানিয়েছে, এমন একটি হামলার ভিডিও দেখে ওয়াশিংটনে এক আইনপ্রণেতা প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এসব অভিযানের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। তিনি একজন কট্টর ডানপন্থী ও বাস্তব রাজনীতিকে সিনেমার মতো দেখেন।

অন্য কোনো দেশ যদি এমন কাজ করত, তবে সেই দেশটিকে দুষ্কৃতি রাষ্ট্র বলা হতো। সেই দেশটির ধনীদের বিদেশে থাকা সম্পদ জব্দ করা হতো। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না, এটাই আসল দ্বিচারিতা।

তারপরও অনেক বিশ্লেষক ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডে নাকি কোনো বড় কৌশল খুঁজে পাচ্ছেন। বলা হচ্ছে, পরের ধাপে যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ড দখল করবে। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের লক্ষ্য আসলে উপনিবেশ গড়া নয়; তারা চায় অন্য দেশগুলো তাদের কথা মেনে চলুক।

ভেনেজুয়েলায়ও নতুন কিছু হয়নি। সেখানে পুরোনো ক্ষমতাবান গোষ্ঠীই রয়ে গেছে, শুধু নেতৃত্বে সামান্য বদল এসেছে। এটি কোনো নতুন সাম্রাজ্যবাদ নয়, বরং দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করার সস্তা ব্যবস্থা।

ট্রাম্প যে এসব সামরিক অভিযান উপভোগ করেন, তা স্পষ্ট। মার-আ-লাগোতে বসে তিনি মাদুরোর বাড়িতে হামলাকে ‘দারুণ অভিযান’ বলেছেন। নির্বাচনের সময় যদি এতে লাভ হয়, তিনি এমন আরও অভিযান চাইতেই পারেন। কিন্তু পরে সেসব দেশের ধ্বংসস্তূপ সামলানোর দায়িত্ব তিনি নিতে চান না। ইরাক ও আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা সবাইকে সে শিক্ষা দিয়েছে। ট্রাম্প কি ভেনেজুয়েলা বা গ্রিনল্যান্ড শাসন করবেন? বরং তিনি যদি যুক্তরাষ্ট্রটাকেই ঠিকভাবে শাসন করতেন, সেটাই বড় কথা হতো। দ্বিতীয় মেয়াদের অনেকটা সময় পার হলেও ‘ট্রাম্পবাদ’ বাস্তবে কেমন, তা যুক্তরাষ্ট্রেই স্পষ্ট নয়।

তার শাসন মানে সরকারি প্রতিষ্ঠান দুর্বল করা, অপছন্দের শহরে সেনা নামানো, ফেডারেল সরকার অচল করে দেওয়া। চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তও তিনি প্রথম ছয় মাসে পাঁচবার বদলেছেন। এর ফলড় তাঁর জনপ্রিয়তা এখন জো বাইডেনের থেকেও কম।

এই অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা থেকে নজর ঘোরাতেই ট্রাম্প ‘নতুন বিশ্বব্যবস্থা’র কথা বলেন। কিন্তু বাস্তবে এ ব্যবস্থায় নতুন কিছু নেই।

যুক্তরাষ্ট্র আগেও বহুবার অন্য দেশের সরকার পরিবর্তন করেছে। চিলি, ব্রাজিল, পানামা তার উদাহরণ। হার্ভার্ডের এক গবেষণা বলছে, ১৮৯৮ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে লাতিন আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র অন্তত ৪১ বার সরকার বদলাতে হস্তক্ষেপ করেছে।

নতুনত্ব কেবল এটুকুড়আগে এসব কাজকে ‘গণতন্ত্র রক্ষা’র নামে ঢেকে রাখা হতো। আর ট্রাম্প এখন খোলাখুলি টাকা আর চুক্তির কথা বলছেন। তিনি কোনো মতবাদে বিশ্বাসী নন, তিনি সুযোগ দেখেন আর চুক্তি করেন। আজ এক কথা, কাল আরেক কথাড়এই হলো ট্রাম্পের নীতি।

কারাকাসে হামলা আন্তর্জাতিক আইন ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানড়দুটোই ভেঙেছে। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই অভিযান চালানো হয়েছে। অথচ ট্রাম্প আগে কিছু ব্যবসায়ীকে খবর দিয়েছেন, পরে রাজনীতিকদের।

ভেনেজুয়েলার তেল লুটের কথাও বাস্তবসম্মত নয়। তেলের দাম এখন এত কম যে বড় কোম্পানিগুলোর সেখানে বিনিয়োগের আগ্রহ নেই। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পরিমাণও এত বেশি, যা যুক্তরাষ্ট্রের সব বড় তেল কোম্পানি মিলেও এক বছরে খরচ করে না।

সব মিলিয়ে এটি কোনো নতুন বিশ্বব্যবস্থা নয়। এটি হলো ধনী ব্যবসায়ী, প্রযুক্তি বিলিয়নিয়ার, ক্রিপ্টো ব্যবসায়ী ও ছদ্ম ব্যাংকারদের এক বিশৃঙ্খল জোট, যাদের লক্ষ্য ক্ষমতা নয়, দ্রুত লাভ।

এই চিত্র ভয়ংকর ঠিকই, কিন্তু একে প্রতিরোধ করা অসম্ভব নয়, যদি ইউরোপসহ অন্য দেশগুলো সত্যিই তা চায়। - আদিত্য চক্রবর্তী দ্য গার্ডিয়ানএর কলাম লেখক দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

পরিকল্পনা থাকলেও দ্বিতীয় বার

৬ পৃষ্ঠার পর

নিয়েছেন। ৯ জানুয়ারীশুক্রবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে ট্রাম্প লেখেন, "ভেনেজুয়েলা বড় সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিচ্ছে। তারা যে শান্তি চায়, সেই বার্তাই দিচ্ছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ভাল সিদ্ধান্ত।" একই সঙ্গে ট্রাম্পের সংযোজন, "আমেরিকা এবং ভেনেজুয়েলা এক সঙ্গে ভাল কাজ করছে। বিশেষত ভেনেজুয়েলার তেল এবং গ্যাস উত্তোলনের পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এই বোঝাপড়ার কারণেই আমি দ্বিতীয় দফায় (ভেনেজুয়েলাকে) আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত বাতিল করছি।"

ট্রাম্প এ-ও জানিয়েছেন, আপাতত ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালানোর প্রয়োজন না-হলেও সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার ওই দেশে জাহাজ মোতায়েন রাখবেন।

গত সপ্তাহে ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালায় আমেরিকা। ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে হানা দিয়ে সে দেশেই প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে তাঁরই প্রাসাদ থেকে সস্ত্রীক তুলে নিয়ে যায় মার্কিন সেনা। বর্তমানে আমেরিকার জেলে বন্দি রয়েছেন মাদুরো। এই পরিস্থিতিতে ভেনেজুয়েলার অন্তর্বতী প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন ডেলসি রোড্রিগেস। তবে ট্রাম্প ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এখনই ভেনেজুয়েলায় নির্বাচন হতে দিতে তিনি চান না। ট্রাম্পের দাবি, নির্বাচনের আগে সে দেশে সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। হোয়াইট হাউসের একটি সূত্রের দাবি, ভেনেজুয়েলায় যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তাঁরা মাদুরোর আমলে বন্দি হয়েছিলেন।

মাচাদো তার নোবেল পুরস্কার

৭ পৃষ্ঠার পর

বলেন,ওআমি শুনেছি তিনি তা করতে চান। এটা আমার জন্য বড় সম্মানের হবে২ ৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজের উপস্থাপক শন হ্যানিটিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন,ওমাচাদো আগামী সপ্তাহের কোনো এক সময় ওয়াশিংটন সফরে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তিনি মুখিয়ে আছেন২

এই সুযোগে ট্রাম্প নোবেল প্রক্রিয়া নিয়ে তার দীর্ঘদিনের অসন্তোষও আবার প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন,ওআমি আটটি যুদ্ধ থামিয়েছি তত্ত্ব অনুযায়ী, আটটি যুদ্ধ থামালে প্রতিটির জন্য একটি করে পুরস্কার পাওয়া উচিত২

নোবেল কমিটির সিদ্ধান্তগুলো নরওয়ের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলেও ইঙ্গিত দেন ট্রাম্প।

নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ইয়র্গেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস এ সম্পর্কে বলেন,ওএই কমিটি এমন একটি কক্ষে বসে, যেখানে সব বিজয়ীর প্রতিকৃতি ঝুলছে, আর সেই কক্ষ সাহস ও সততার প্রতীকে ভরা। তাই আমরা কেবল আলফ্রেড নোবেলের কাজ ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিই২

উদারপন্থী রাজনৈতিক ভাষ্যকার হ্যারি সিসন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন,ওএটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চরম অপমানজনক। ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় মাচাদোকে সমর্থন করবেন না, যদি না তিনি তার জেতা নোবেল শান্তি পুরস্কারটি ট্রাম্পকে দেন। তিনি (ট্রাম্প) একেবারেই শিশুসুলভ২

নোবেল শান্তি পুরস্কারের ক্ষেত্রে একজন বিজয়ীর পক্ষে অন্য কাউকে পুরস্কার দেওয়ার কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই।

সমুদ্রে ভেনেজুয়েলার তেলের

৬ পৃষ্ঠার পর

পুনর্গঠন করার সুযোগ পাবে আমেরিকার বিভিন্ন সংস্থা। সেখানে তেলের উৎপাদন এমন ভাবে বৃদ্ধি করতে হবে, যা আগে কখনও হয়নি। কোন সংস্থা এই সুযোগ পাবে, আমরা তার সিদ্ধান্ত নেব।"

ভেনেজুয়েলা বিশ্বের বৃহত্তম অপরিশোধিত তেলের ভান্ডার। সেখানকার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে মার্কিন বাহিনী। নিউ ইয়র্কে তাঁকে বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে মাদক পাচার, আমেরিকায় অনুপ্রবেশকারীদের ঢোকানোর মতো একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। মাদুরোর অপহরণের পর ভেনেজুয়েলার অন্তর্বতী প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রোড্রিগেস। ট্রাম্প জানিয়েছেন, এই অন্তর্বতী প্রশাসনের সঙ্গে আপাতত পাঁচ কোটি ব্যারেল তেলের চুক্তি হয়েছে আমেরিকার। এতে মার্কিন বাজারে জ্বালানির দাম কমবে, আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

সমুদ্রে ট্যাঙ্কার বাজেয়াপ্ত প্রসঙ্গে শুক্রবার ৯ জানুয়ারী ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, "ভেনেজুয়েলার অন্তর্বতী সরকারের সঙ্গে যৌথ ভাবে আমেরিকা সমুদ্রে একটি তেলের ট্যাঙ্কার আটকেছে। সেটি অনুমতি ছাড়াই ভেনেজুয়েলা থেকে রওনা দিয়েছিল। এই ট্যাঙ্কার এখন ভেনেজুয়েলাতেই ফেরানো হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী ওই তেল বিক্রি করা হবে।"

বাংলাদেশিদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রয়োজন। না হলে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের সম্ভাব্যতা হারানোর পাশাপাশি দালালের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

সাধারণভাবে যা জানা যায়

যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের জন্য ভিসা আবেদনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ 'ভিসা সাক্ষাৎকার', যা মার্কিন দূতাবাসের একজন কনস্যুলার অফিসার নিয়ে থাকেন। এই সাক্ষাৎকারের সময়েই কনস্যুলার অফিসার নির্ধারণ করবেন যে, আবেদনকারীকে কত টাকা জামানত দিতে হবে। এর পরিমাণ হতে পারে ৫ হাজার বা ১০ হাজার বা ১৫ হাজার মার্কিন ডলার। এই অর্থ কোনো এজেন্ট বা তৃতীয় পক্ষের কাছে নয়, বরং সরাসরি মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের অনলাইন প্ল্যাটফর্মের (চধু.মড়া) মাধ্যমে জমা দিতে হবে। কনস্যুলার অফিসারের নির্দেশ ছাড়া আগে থেকে কোনো টাকা জমা দেবেন না। এই বন্ড দিয়ে ভিসা পেলেও, যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো বিমানবন্দর ব্যবহার করে দেশটিতে প্রবেশ এবং সেখান থেকে প্রস্থানের সুবিধা পাবেন না ভ্রমণকারী। ভ্রমণকারীকে বাধ্যতামূলকভাবে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি, ভার্জিনিয়ার ওয়াশিংটন ডুলেস এবং বোস্টনের লোগান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে একটি বেছে নিতে হবে। আবার খেয়াল রাখতে হবে যে, জামানত প্রদান করা ভিসা পাওয়াকে নিশ্চিত করে না।

ভিসা জামানত প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য

'ওভারস্টে' অর্থাৎ ভ্রমণকারীর জন্য নির্ধারিত সময়সীমার বেশি অবস্থান কমাতে এই পাইলট প্রোগ্রাম চালু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই প্রোগ্রামের মূল্য লক্ষ্য হলো নন-ইমিগ্র্যান্ট বি১/বি২ ভিসা আবেদনকারীদের প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ম মেনে চলা নিশ্চিত করা। এই জামানত আরোপের পেছনে আরও একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে।

ভিসা আবেদনের সময় যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতা প্রমাণে ভুয়া দলিল প্রদানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশের মতো অর্থনীতির দেশগুলোর নাগরিকদের মাঝে। তাদের অনেকেই আবার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ওভারস্টে অবস্থায় অথবা রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের (অ্যাসাইলাম) আবেদনের পর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন সুবিধা নেন।

দেশটির ফেডারেল, স্টেট এবং সিটি গভর্নমেন্টের জটিল তবে সুরক্ষিত আইনি ব্যবস্থার কারণে আবেদনকারীকে এসব সুবিধা প্রদান অস্বীকারের আইন তৈরি অনেক দুরূহ। তাই এমন ভ্রমণকারীদের প্রবেশ কমানো এবং প্রবেশ করলেও তাদেরই অর্থে সরকারি সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করতেই যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এই ভিসা জামানত প্রোগ্রাম কার্যকর করেছে।

'ওভারস্টে' বিষয়ক প্রতিবেদন ও বাংলাদেশের চিত্র

এই ওভারস্টে সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন গত জুলাইতে মার্কিন কংগ্রেসে প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (সিবিপি)। অর্থবছর ২০২৪ সালের ওপর নির্মিত ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সে বছর মোট ৪ কোটি ৬৬ লাখ ৫৭ হাজার ১০৮ জন নন-ইমিগ্র্যান্ট দর্শনার্থীর যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। অর্থবছর ২০২৩ থেকে এই সংখ্যা ১৯ দশমিক ৬ শতাংশ বেশি। তবে এদের মাঝে ৫ লাখ ৩৮ হাজার ৫৪৮ জন 'ওভারস্টে' করেছেন অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যাননি। ওভারস্টে এর হার এক দশমিক ১৫ শতাংশ। ওভারস্টে করা দর্শনার্থীদের মাঝে মাত্র ৫৫ হাজার ৫৯৪ জন অর্থাৎ শূন্য দশমিক ১১ শতাংশ ভিসার নির্ধারিত মেয়াদের পরে যুক্তরাষ্ট্র ছেড়েছেন। তবে সিংহভাগ ৪ লাখ ৮২ হাজার ৯৫৪ জন অর্থাৎ ১ দশমিক ১৫ শতাংশ দর্শনার্থী যুক্তরাষ্ট্রেই থেকে গেছেন বা যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যাননি।

এদের মাঝে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিকও রয়েছেন, যার তথ্য এই প্রতিবেদনেও এসেছে। ওই বছর ৩৮ হাজার ৫৯০ জন বাংলাদেশির যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করার কথা ছিল। তবে ২ হাজার ২১৩ জন নির্ধারিত সময়ের মাঝে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেননি। অর্থাৎ বাংলাদেশিদের মাঝে ওভারস্টের হার ৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ। এদের মাঝে নির্ধারিত সময়ের পর অর্থাৎ ওভারস্টে করে দেশ ছেড়েছেন ৫১ জন। আর বাকি ২ হাজার ১৬২ জনই ভিসায় নির্ধারিত সময়ের পরেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে গেছেন।

এই নিয়ম কাদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক?

১. যারা আর্থিকভাবে দুর্বল

২. যারা পর্যটন, আত্মীয়-বন্ধুদের জন্য ভিসা চান তাদের জন্য ৫-১৫ হাজার ডলার জামানত দেওয়া খুব কঠিন হতে পারে।

৩. অনেক পরিবারে এটিকে ভিসা আবেদনই অসম্ভব করার মতো বাধা হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

৪. যারা নিয়ম পালনে অসাবধান

৫. যারা ভিসা পেয়ে যাওয়ার পরও সঠিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে না পারেন, তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে।

৬. ওভারস্টের হার যেসব দেশের ক্ষেত্রে বেশি, তাদের নাগরিকদের প্রভাব আরও বেশি।

৭. পরিবার ভ্রমণ বা স্বল্প সময়ের সফরকারীরা

৮. ছোটখাটো ভ্রমণ, সমাবর্তন বা চিকিৎসাসহ সাধারণ উদ্দেশ্যে যারা যাচ্ছেন, তাদের জন্য এই অর্থ জমানো কঠিন।

কাদের দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই?

ভিসা ওয়েভার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত যারা : যারা যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা ছাড়া যেতে পারেন তাদের জন্য এই প্রোগ্রামে দুশ্চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ যেসব দেশের নাগরিক ভিসা ওয়েভার প্রোগ্রামের আওতায় ভিসা ছাড়া যেতে পারেন, তাদের জন্য এই জামানতের প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের নাগরিক এই সুবিধা পান না, তাই বাংলাদেশের আবেদনকারীদের এই দুশ্চিন্তা থাকবে।

যাদের ইতোমধ্যে ভিসা আছে : যারা ইতোমধ্যে বৈধ বি১/বি২ ভিসা পেয়ে গেছেন এবং ভিসার মেয়াদ আছে তাদের এই নিয়মের আওতায় পড়তে হবে না। তবে ভিসার মেয়াদের কোনো সময় যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ সংশ্লিষ্ট ফেডারেল আইন লঙ্ঘন করলে এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকালে তাদের ওপরও জামানত শর্ত কার্যকর হতে পারে।

ন্যূনতম বন্ড প্রয়োজন নয় এমন ভিসা ক্যাটেগরি যাদের : স্টুডেন্ট ভিসা (এফ১), ওয়ার্ক ভিসা (ইবি-১, ইবি-২, ইবি-৩) ইত্যাদি এই নিয়মের আওতায় পড়ে না। এটা শুধু বি১/বি২ টুরিস্ট বা বিজনেস ভিসার জন্য।

আবার যারা ইমিগ্র্যান্ট ভিসার জন্য আবেদন করছেন, সহজ ভাষায় যাদের গ্রিনকার্ড ভিসা বলে, তারাও এই জামানতের আওতামুক্ত।

জামানত ফেরত পাওয়ার নিয়ম কী?

ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) যদি রেকর্ড করে যে, ভিসাধারী ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদিত অবস্থান-মেয়াদের শেষ তারিখের আগে বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছেন, অথবা ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ভিসাধারী ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণই করেননি, অথ বা ভিসাধারী ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রবেশ বন্দরে প্রবেশের জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু প্রবেশের অনুমতি পাননি তাহলে তার দেওয়া ভিসা জামানত ফেরত দেওয়া হবে।

বাংলাদেশিদের জন্য এর সার্বিক প্রভাব কী?

যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে সফরকারীদের খরচ বাড়বে। এখন থেকে ভিসা আবেদন করার আগে জামানতের টাকা প্রস্তুত রাখা লাগবে। এটা ভ্রমণ খরচের ওপর বড় চাপ ফেলবে। শিক্ষার্থীদের ভিসার সময় এই প্রকল্পের আওতায় জামানত দিতে হবে না। তবে যেসব শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে আসার সময় অথবা সমাবর্তনের সময় মা-বাবা, ভাই-বোন বা অন্যান্য স্বজনদের আনতে চান, তাদের জন্য এটি অতিরিক্ত অর্থের বোঝা।

একইভাবে, 'ফ্যামিলি রি-ইউনিয়ন' বা স্বজনদের সাথে সাক্ষাতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি নাগরিকরা সহজে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারবেন না, কারণ টাকাটা আগে সংগ্রহে রাখতে হবে। এছাড়াও ওভারস্টে বা অন্য কোনো নিয়ম ভঙ্গ করলে ব্যক্তিগত অর্থ এবং ভবিষ্যতের ভিসা সুযোগে বড় প্রভাব পড়তে পারে।

আর কোন কোন দেশের জন্য এই নিয়ম কার্যকর আছে?

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের হালানাগাদকৃত তথ্য অনুযায়ী, আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশ ছাড়াও আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা, বেনিন, ভুটান, বতসোয়ানা, বুরুন্ডি, কেপভার্দে, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, আইভরি কোস্ট, কিউবা, জিবুতি, ডমিনিকা, ফিজি, গ্যাবন, গাম্বিয়া, গিনি, গিনি বিসাউ, কিরগিজিস্তান, নেপাল, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, তাজিকিস্তান, টোগো, টোঙ্গা, টুভালু, উগান্ডা, ভানুয়াতু, জিম্বাবুয়ে ও ভেনেজুয়েলার জন্য এই নিয়ম কার্যকর হবে।

এছাড়াও গত বছরের ২০ আগস্ট থেকে জাম্বিয়া ও মালাওয়ি, ২৩ অক্টোবর থেকে মৌরতানিয়া, সাওটোম ও প্রিন্সপে এবং তানজানিয়া এবং চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে নামিবিয়া ও তুর্কমেনিস্তানের ভিসা আবেদনে জামানত প্রদানের নিয়ম কার্যকর করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

৫ আগস্টের পর চাঁদাবাজি করল কারা, প্রশ্ন জামায়াতে ইসলামীর

৯ পৃষ্ঠার পর

উপজেলার আটলিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ ও উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ সব কথা বলেন।

এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন খুলনা জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মুন্সি মিজানুর রহমান, জেলা সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক মিয়া গোলাম কুদ্দুস, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট আবু ইউসুফ মোল্লা, ডুমুরিয়া উপজেলা আমীর মাওলানা মোক্তার হোসেন, উপজেলা নায়েবে আমীর গাজী সাইফুল্লাহ ও মাওলানা হাবিবুর রহমান, জামায়াত নেতা মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম আল ফয়সাল, সরদার আবদুল ওয়াদুদ, উপজেলা হিন্দু কমিটির সেক্রেটারি অধ্যক্ষ দেব প্রসাদ মন্ডল, আটলিয়া ইউনিয়ন সভাপতি মাওলানা মতিয়ার রহমান, ইউনিয়ন সেক্রেটারি হাফেজ মঈন উদ্দিন, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সহকারী গবেষণা সম্পাদক ওবায়দুর রহমান, ডুমুরিয়া পশ্চিম ছাত্রশিবিরের সভাপতি হামিদুল হাসান লিমন, শোভনা ইউনিয়ন সভাপতি মোসলেম উদ্দিন, মাগুরখালী ইউনিয়ন সভাপতি মাওলানা আব্দুস সোবাহান, মাগুরখালী ইউনিয়ন সেক্রেটারি সোহরাব হোসেন, মাগুরখালী হিন্দু কমিটির সেক্রেটারি বিকানন্দ বৈরাগী, ইউনিয়ন আমীর শেখ আবুল হোসেন, ইউনিয়ন সেক্রেটারি মাওলানা মজিবুর রহমান, আটলিয়া ইউনিয়নের ইউপি সদস্য আলাউদ্দিন আলা।

তিনি বিদ্যুতের শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া খর্ণিয়া ইউনিয়নের আঙ্গারদহা কৃষ্ণ কুন্ডু, রাজু ও গপি কুন্ডুর বসতবাড়িতে যান। এ সময় তাদের সার্বিক খোঁজ-খবর নেন এবং সান্ত্বনা দেন।

স্বাধীনতার ৫৪ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস টেনে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, লাঙল, নৌকা, ধানের শীষ সব প্রতীকের দলই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে, এমনকি সামরিক শাসনও এসেছে। কিন্তু কোনও দলের কোনও নেতা বা সরকার প্রধান বুক চিতিয়ে বলতে পারেননি তারা দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও জুলুমমুক্ত শাসন দিয়েছেন। প্রত্যেক আমলেই এ দেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

নিজের সংসদ সদস্য থাকার সময়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, আমি পাঁচ বছর এমপি ছিলাম। তখন ডুমুরিয়া ছিল ভয়াবহ সন্ত্রাসকবলিত। সন্ধ্যার আগে মানুষ ঘরে ঢুকে পড়ত। প্রতিদিন লাশ, গুম, হাত-পা কাটা এই আতঙ্কে মানুষ রাত কাটাত।

নির্বাচনের আগে দেওয়া দুটি অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, একটি ছিল সন্ত্রাস দমন, অন্যটি ছিল শতভাগ স্বচ্ছ উন্নয়ন। এমপি থাকাকালে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করেছেন এবং কোনও কাজের বিনিময়ে কারও কাছ থেকে এক টাকাও নেননি। এক কাপ চাও নয়, এই দাবি করে তিনি বলেন, উন্নয়ন কাজের পূর্ণ হিসাব ইউনিয়ন ও খাতভিত্তিকভাবে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মন্দির, রাস্তা, বিদ্যুৎ, টিউবওয়েল, শ্মশান সব কাজেই স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বর্তমান নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে তিনি অভিযোগ করেন, আবারও দুর্নীতিবাজদের ক্ষমতায় ফেরানোর ষড়যন্ত্র চলছে। এমপি বানাবে একজনকে, তিনি থাকবেন ঢাকা বা লন্ডনে। আর এলাকায় তার সাগরেদরা চাঁদাবাজি, মাস্তানি, ঘের দখল চালাবে, বলেন তিনি।

সন্ত্রাস দমনে নিজের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, যৌথ বাহিনী গঠন করে বহু সন্ত্রাসীকে জেলে পাঠানো হয়েছে, কেউ পালিয়েছে, কেউ এলাকা ছেড়েছে। এ সময় কিছু নিরীহ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের রক্ষায় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথাও তিনি জানান।

তিনি বলেন, সাড়ে সাত বছর কারাবন্দি থাকার কারণে একাধিক নির্বাচনে অংশ নিতে পারিনি, এমনকি ভোট দেওয়ার সুযোগও পাইনি। তবে অন্তর্বতীকালীন সরকারের অধীনে আসন্ন নির্বাচন নিরপেক্ষ হলে জনগণ উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

শেষে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, বিবেক দিয়ে বিচার করুন। কে দুর্নীতিমুক্ত, কে মানুষের ক্ষতি করেনি, কে সন্ত্রাস দমন করেছে। চাঁদাবাজ ও দখলদারদের হাতে আর ক্ষমতা দেওয়া যাবে না। ভোটের আমানত সৎ মানুষের হাতেই তুলে দিন।

ভেনেজুয়েলাকে চাপ ট্রাম্পদের, লক্ষ্য কি একচেটিয়া আধিপত্য?

৬ পৃষ্ঠার পর

ডেলসি রোড্রিগেজকে ইতিমধ্যে তা স্পষ্ট করে দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন।

ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রশাসনকে বকলমে আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, এমন আভাস আগেই মিলেছিল। এ বার তা আরও স্পষ্ট হচ্ছে। ট্রাম্প সরকারের কী কী দাবি, তা ইতিমধ্যে ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট রোড্রিগেজ□র কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো। পরে গত সোমবার এ বিষয়ে মার্কিন কংগ্রেসের শীর্ষনেতাদের সঙ্গে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠকও করেন তিনি। রোড্রিগেজ□র কাছে কী কী দাবি করা হয়েছে, তা-ও উঠে এসেছে ওই বৈঠকে।

‘নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স’ জানাচ্ছে, ভেনেজুয়েলার মাটিতে কিউবা, রাশিয়া, চিন এবং ইরানের গুপ্তচরেরা রয়েছেন বলে সন্দেহ আমেরিকার। ওই চার দেশের সব গুপ্তচর এবং সামরিক আধিকারিকদের ভেনেজুয়েলা থেকে তাড়াতে হবেড় রোড্রিগেজ□র কাছে তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই দেশগুলির শুধুমাত্র হাতে গোনা কিছু কূটনীতিককেই ভেনেজুয়েলায় থাকতে দেওয়া যেতে পারে। ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্টকে এমনটাই জানিয়ে দিয়েছেন রুবিয়ো।

ভেনেজুয়েলার তেলের বিষয়েও নিজেদের দাবি রোড্রিগেজ□র কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন রুবিয়ো। ভেনেজুয়েলা বিশ্বের বৃহত্তম অপরিশোধিত তৈলভান্ডার। এই দেশের সংরক্ষণে রয়েছে ৩০ হাজার কোটি ব্যারেল তেল। সূত্রের দাবি, রোড্রিগেজ□র সঙ্গে আলোচনার সময়ে রুবিয়ো স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আমেরিকার সঙ্গে ফের বাণিজ্য শুরু করতে হবে ভেনেজুয়েলাকে। এই দাবি অবশ্য ট্রাম্প নিজেই প্রকাশ্যে করেছেন। এ ক্ষেত্রে মার্কিন সংস্থাগুলিকে আবার ভেনেজুয়েলায় ঢুকতে দিতে হবে। তার জন্য ভেনেজুয়েলাকে জ্বালানি তেলের বিষয়ে নিজেদের জাতীয়করণ নীতি বদলাতে হতে পারে, বা ওই নীতি শিথিল করতে হবে পারে।

আধিকারিক সূত্রে একই দাবি করেছে ‘এবিসি নিউজ’ও। সঙ্গে আরও দাবি করা হচ্ছে, শুধু ওই চার দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করার জন্য ভেনেজুয়েলার উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। অপরিশোধিত তেলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমেরিকার সঙ্গেই তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখতে হবে, এমন দাবিও করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আমেরিকাকে তেল বিক্রি করার সময়ে মার্কিন সংস্থাগুলি যাতে সুবিধা পায়, সেই দাবিও রাখা হয়েছে।

ভেনেজুয়েলা থেকে তেল কেনার বিষয়ে ইতিমধ্যে ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করেছেন ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের দাবি, ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রশাসন আমেরিকাকে ৩ থেকে ৫ কোটি ব্যারেল ‘উচ্চমানের’ তেল দেবে, যা বিক্রি হবে বাজারমূল্যে! তিনি এ-ও ঘোষণা করেন, তেল বিক্রি করে যা টাকা আসবে, তার নিয়ন্ত্রণ থাকবে তাঁর হাতে। ট্রাম্পের নয়া দাবির পর অনেকে মনে করছেন, ভেনেজুয়েলার তৈলভান্ডারের ‘দখলই’ মার্কিন প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। ট্রাম্পের নজর আসলে রয়েছে ভেনেজুয়েলার বিপুল তৈলভান্ডারে। আর সেই কারণে ভেনেজুয়েলায় সাম্প্রতিক অভিযান মার্কিন সেনার। ভেনেজুয়েলার গদিতে নিকোলাস মাদুরো থাকলে তা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই তাঁকে তুলে এনে বন্দি করা হয়েছে। মাদুরোকে সরিয়ে আসলে তা অধিগ্রহণ করতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ভেনেজুয়েলার কুর্সিতে আপাতত তিনি এমন একজনকে চাইছেন, যিনি আমেরিকার ‘হাতের পুতুল’ হবেন। সেই সুযোগেই দেশটির তৈলভান্ডারে অবাধে রাজত্ব করতে চায় ওয়াশিংটন। যদিও প্রথম থেকেই আমেরিকা সেই দাবি নস্যাৎ করছে।

গত শনিবার ৩রা জানুয়ারী ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে সামরিক অভিযান চালায় মার্কিন সেনা। নেতৃত্বে ছিল আমেরিকার ডেল্টা ফোর্সের কমান্ডো বাহিনী। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে তাঁরই প্রাসাদ থেকে সস্ত্রীক অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় আমেরিকায়। জানা যাচ্ছে, ওই ঘটনার পর পরই রোড্রিগেজকে ফোন করেন রুবিয়ো। তার পরেও বেশ কয়েক দফা কথা হয়েছে দু’জনের। তবে আমেরিকার দাবিগুলির বিষয়ে রুবিয়ো প্রথম ফোনালাপেই রোড্রিগেজকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কি না, তা স্পষ্ট নয়।

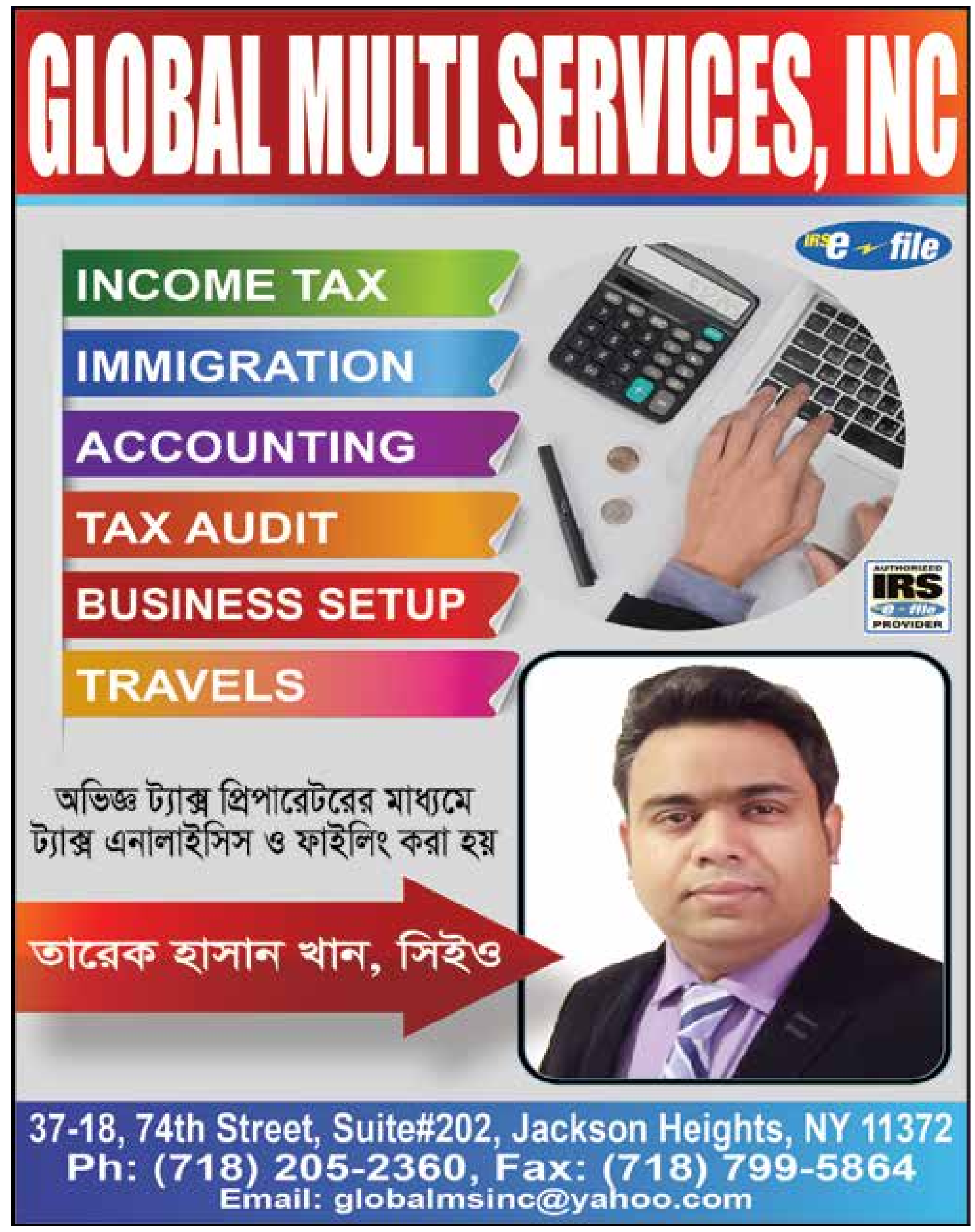

জাতিসংঘের ৩১টিসহ ৬৬ সংস্থা-

৭ পৃষ্ঠার পর

সংস্থা ও জোটের মধ্যে কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছিল। যেসব সংস্থা থেকে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, একটি স্মারকে বুধবার সেগুলোর নাম প্রকাশ করা হয়েছে। স্মারকে জাতিসংঘের বাইরের ৩৫টি এবং জাতিসংঘের ৩১টি সংস্থার নাম রয়েছে।' যেসব সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে তার অন্যতম হলো জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)। ইউএনএফপিএ ১৫০টির বেশি দেশে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্র গত বছরই ইউএনএফপিএর তহবিল অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিল। এছাড়া জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনও (ইউএনএফসিসিসি) থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এ সংস্থাকে ২০১৫ সালে হওয়া প্যারিস জলবায়ু চুক্তির ভিত্তি হিসেবে মনে করা হয়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র 'ইউএন উইমেন' থেকেও বের হয়ে যাবে। জাতিসংঘের এ সংস্থা লিঙ্গসমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে। জাতিসংঘ সংস্থাগুলো থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়ার অর্থ হলো আইন অনুযায়ী ও সংস্থাগুলোয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বা অর্থায়ন বন্ধ করা। ট্রাম্প জাতিসংঘের যেসব সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন, সেগুলোর অধিকাংশের জন্য তহবিল বরাদ্দ আগেই অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউএনআরডব্লিউএ, জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল ও ইউনেস্কোর মতো সংস্থার প্রতি সমর্থন আগেই স্থগিত করা হয়েছিল। এবার আরো বিস্তৃত পরিসরে সংস্থা ও কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্ট করেছে যে তারা আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে আর সামগ্রিক দায়বদ্ধতার বিষয় হিসেবে দেখছে না, বরং নিজেদের জাতীয় এজেন্ডার সঙ্গে মিল থাকলে তবেই অংশগ্রহণ করবে।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের জাতিসংঘবিষয়ক প্রধান ড্যানিয়েল ফোর্টির মতে, যুক্তরাষ্ট্রের বহুপাক্ষিকতার ধারণা এখন কার্যত 'মাই ওয়ে অর দ্য হাইওয়ে'। তার মূল্যায়ন অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা হবে ওয়াশিংটনের শর্তে, অন্যথায় যুক্তরাষ্ট্র অংশ নেবে না। এ অবস্থান আগের রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটড়ড়উভয় প্রশাসনের নীতির তুলনায় বড় ধরনের বিচ্যুতি। এর ফল হিসেবে জাতিসংঘ এরই মধ্যে নিজেদের ভেতরে পুনর্গঠনে বাধ্য হচ্ছে, যেখানে কর্মী ছাঁটাই ও কর্মসূচি সংকোচনের মতো সিদ্ধান্ত সামনে আসছে।

এ সিদ্ধান্তের একটি সরাসরি প্রভাব পড়বে উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে। যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সহায়তা কমানো এবং ইউএসএইডের বাজেট সংকোচনের ফলে জাতিসংঘের সঙ্গে কাজ করা বহু স্বাধীন এনজিও তাদের প্রকল্প বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবিক সহায়তা ও শান্তি নির্মাণের মতো খাতে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম কমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেই দেশ ও অঞ্চলগুলো, যেগুলো আগে থেকেই সংঘাত, দারিদ্র্য বা জলবায়ু ঝুঁকির মুখে রয়েছে।

জলবায়ু ইস্যুতে এ সিদ্ধান্তের প্রভাব আরো গভীর। ইউএনএফসিসি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরে দাঁড়ানোকে অনেকেই বৈশ্বিক জলবায়ু উদ্যোগের জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখছেন। ১৯৯২ সালের এ চুক্তি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আর্থিক সহায়তা দেয়ার ভিত্তি তৈরি করেছিল। এর ওপর দাঁড়িয়েই প্যারিস জলবায়ু চুক্তি গড়ে ওঠে। হোয়াইট হাউজের সাবেক জলবায়ু উপদেষ্টা জিনা ম্যাকার্থি এ সিদ্ধান্তকে বিব্রতকর বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার মতে, বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসেবে এ চুক্তির বাইরে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য লজ্জাজনক। এতে দেশটি ট্রিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ, নীতি ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে প্রভাব রাখার ক্ষমতা হারাচ্ছে, যা অর্থনীতি এগিয়ে নেয়া ও ব্যয়বহুল দুর্যোগ থেকে সুরক্ষায় সহায়ক হতে পারত।

জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, যুক্তরাষ্ট্রের সরে দাঁড়ানো অন্য দেশগুলোকেও নিজেদের প্রতিশ্রুতি থেকে পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ করে দেবে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জলবায়ুবিজ্ঞানী ও গ্লোবাল কার্বন প্রজেক্টের চেয়ারম্যান রব জ্যাকসনের মতে, এটি অন্য দেশগুলোর জন্য একটি অজুহাত তৈরি করবে। বিশ্বের অন্যতম বড় নিঃসরণকারী ও অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে জলবায়ুতে অর্থপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ বন্যা, খরা, দাবানল, অতিবৃষ্টি ও তীব্র তাপপ্রবাহ বাড়ছে, যার কারণে অর্থনৈতিক ও মানবিক ক্ষতি দ্রুত বাড়ছে।

সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর অভিযোগ করেছেন, ট্রাম্প প্রশাসন তেল শিল্পের স্বার্থে বিজ্ঞানভিত্তিক নীতি ও পরিষ্কার জ্বালানি অবকাঠামো দুর্বল করছে, যার ফল ভোগ করছে সাধারণ মানুষ ও পরিবেশ।

জাতিসংঘের যেসব সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্র বের হয়ে যাচ্ছে সেগুলো হলো ইউএন পপুলেশন ফান্ড, ইউএন ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স, ইউএন ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিলড় ইকোনমিক কমিশন ফর আফ্রিকা, ইউএন ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিলড়ইকোনমিক কমিশন ফর লাতিন আমেরিকা অ্যান্ড দ্য ক্যারিবিয়ান, ইউএন ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিলড়ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক, ইউএন ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিলড়ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর ওয়েস্টার্ন এশিয়া, ইন্টারন্যাশনাল ল কমিশন, ইন্টারন্যাশনাল রেসিডুয়াল মেকানিজম ফর ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনালস, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার, অফিস অব দ্য স্পেশাল অ্যাডভাইজার অন আফ্রিকা, অফিস অব দ্য স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেটিভ অব দ্য সেক্রেটারি জেনারেল ফর চিলড্রেন ইন আর্মড কনফ্লিক্ট, অফিস অব দ্য স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেটিভ অব দ্য সেক্রেটারি জেনারেল অন সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স ইন কনফ্লিক্ট, অফিস অব দ্য স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেটিভ অব দ্য সেক্রেটারি জেনারেল অন ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট চিলড্রেন, পিসবিল্ডিং কমিশন, পিসবিল্ডিং ফান্ড, পার্মানেন্ট ফোরাম অন পিপল অব আফ্রিকান ডিসেন্ট, ইউএন অ্যালায়েন্স অব সিভিলাইজেশনস, ইউএন কোলাবরেটিভ প্রোগ্রাম অন রিডিউসিং এমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন অ্যান্ড ফরেস্ট ডিগ্রাডেশন ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, ইউএন কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ইউএন ডেমোক্রেসি ফান্ড, ইউএন এনার্জি, ইউএন এনটিটি ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যান্ড দ্য এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন, ইউএন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, ইউএন হিউম্যান সেটেলমেন্টস প্রোগ্রাম, ইউএন ইনস্টিটিউট ফর ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ, ইউএন ওশানস, ইউএন রেজিস্টার অব কনভেনশনাল আর্মস, ইউএন সিস্টেম চিফ এক্সিকিউটিভস বোর্ড ফর কোঅর্ডিনেশন, ইউএন সিস্টেম স্টাফ কলেজ, ইউএন ওয়াটার, ইউএন ইউনিভার্সিটি।

জাতিসংঘের বাইরে যেসব সংস্থা ও জোট থেকে যুক্তরাষ্ট্র বের হয়ে যাচ্ছে সেগুলো হলো: টোয়েন্টি ফোর/সেভেন কার্বন-ফ্রি এনার্জি কমপ্যাক্ট, কলম্বো প্ল্যান কাউন্সিল, কমিশন ফর এনভায়রনমেন্টাল কো-অপারেশন, এডুকেশন ক্যানট ওয়েট, ইউরোপিয়ান সেন্টার অব এক্সেলেন্স ফর কাউন্টারিং হাইব্রিড থ্রেটস, ফোরাম অব ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল হাইওয়ে রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ, ফ্রিডম অনলাইন কোয়ালিশন, গ্লোবাল কমিউনিটি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ফান্ড, গ্লোবাল কাউন্টারটেররিজম ফোরাম, গ্লোবাল ফোরাম অন সাইবার এক্সপার্টিজ, গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ইন্টার-আমেরিকান ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল চেঞ্জ রিসার্চ, ইন্টারগভর্নমেন্টাল ফোরাম অন মাইনিং, মিনারেলস, মেটালস অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, ইন্টারগভর্নমেন্টাল সায়েন্স-পলিসি প্লাটফর্ম অন বায়োডাইভারসিটি অ্যান্ড ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব দ্য প্রিজারভেশন অ্যান্ড রেস্টোরেশন অব কালচারাল প্রপার্টি, ইন্টারন্যাশনাল কটন অ্যাডভাইজরি কমিটি, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ল অর্গানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি ফোরাম, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব আর্টস কাউন্সিলস অ্যান্ড কালচার এজেন্সিজ, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর জাস্টিস অ্যান্ড দ্য রুল অব ল, ইন্টারন্যাশনাল লেড অ্যান্ড জিঙ্ক স্টাডি গ্রুপ, ইন্টারন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি এজেন্সি, ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স, ইন্টারন্যাশনাল ট্রপিক্যাল টিম্বার অর্গানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার, প্যান আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব জিওগ্রাফি অ্যান্ড হিস্ট্রি, পার্টনারশিপ ফর আটলান্টিক কো-অপারেশন, রিজিওনাল কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট অন কমব্যাটিং পাইরেসি অ্যান্ড আর্মড রবারি অ্যাগেইনস্ট শিপস ইন এশিয়া, রিজিওনাল কো-অপারেশন কাউন্সিল, রিনিউয়েবল এনার্জি পলিসি নেটওয়ার্ক ফর দ্য টোয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার ইন ইউক্রেন, সেক্রেটারিয়েট অব দ্য প্যাসিফিক রিজিওনাল এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম, ভেনিস কমিশন অব দ্য কাউন্সিল অব ইউরোপ। খবর এপি।

নতুন বন্দোবস্তে কতটা বৈষম্যহীন

১৬ পৃষ্ঠার পর

করা একজন ব্যক্তির আইনি অধিকার বটে, কিন্তু সরকারের আইন উপদেষ্টা যখন এভাবে একটি নির্দিষ্ট মামলা নিয়ে মন্তব্য করেন, সাধারণ নাগরিকদের জন্য সেটি স্বস্তিদায়ক উদাহরণ তৈরি করে না।

আমরা দেখেছি, পার্বত্য চট্টগ্রামের বম জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোরসহ ৫৯ সদস্য মাসের পর মাস ধরে বিনা বিচারে কারাবন্দী হয়ে আছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর চিঠি দেয় গত ১২ ডিসেম্বর। কিন্তু এ বিষয়ে কি আমরা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পেয়েছি?

এবার চলুন 'পোস্টলিবারেল পিস' মডেলের আলোকে অন্তর্বতী সরকারের শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে বিশ্লেষণ করা যাক। এটি হলো প্রচলিত উদারনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা থেকে উদ্ভূত এক ধারণা। মডেলটি মূলত উদারনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেলকে চ্যালেঞ্জ করে। উদারনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল সাধারণত নির্বাচন, সাংবিধানিক কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে শান্তিকে সংজ্ঞায়িত করতে চায়।

তবে ব্রিটিশ রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ও শান্তিগবেষক অলিভার রিচমন্ডের মতে, সমাজের অভিজাত শ্রেণি দ্বারা ওপর থেকে চাপানো মডেল দিয়ে একটি দেশের শান্তিপূর্ণ অবস্থানকে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তিনি পোস্টলিবারেল পিস মডেলের মাধ্যমে শান্তিকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও তৃণমূল থেকে উদ্ভূত প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, যেখানে শান্তি বলতে সামাজিক ন্যায়, দৈনন্দিন নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদার উপস্থিতিকে বোঝায়।

কিন্তু জুলাই-পরবর্তী সরকারের গঠিত ১১টি সংস্কার কমিশনে আমরা এই তৃণমূলের মানুষদের কণ্ঠ কতখানি শুনতে পেলাম? বিশিষ্ট বিজ্ঞজনেরা বছরজুড়ে যা যা সংস্কার প্রস্তাব করলেন, তাতে খেটে খাওয়া মানুষের অংশীদারত্বই-বা কতটুকু? আসন্ন গণভোটের সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলো কি সহজবোধ্য হয়েছে একজন সাধারণ নাগরিকের জন্য? একবারও কি প্রশ্নটি করেছি আমরা? তাহলে যে নারী, যে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থী বা যে রিকশাওয়ালার অংশগ্রহণে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সর্বজনীন রূপ পেল, তা কি কেবল কয়েকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ফুলেফেঁপে ওঠা আয়-উপার্জনের সাক্ষী হয়েই থাকল?

উদাহরণ হিসেবে অন্তর্বতী সরকারের আমলে নারীদের জীবনমান ও রাজনৈতিক উপস্থিতির দিকে যদি তাকাই, চিত্রটি বেশ হতাশাজনক। ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ঘটনা ছাড়াও ডিজিটাল সহিংসতা ও গণপরিবহনে যৌন সহিংসতার মাত্রাও ছিল চোখে পড়ার মতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন ও জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, নারীরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাবকে সবচেয়ে বড় বাধা মনে করেন। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে ৬১ শতাংশ নারী সংসদে নারীর জন্য শতকরা ৪০ ভাগ আসন চান। এমনকি প্রতিটি দলে অন্তত ৩০ শতাংশ নারীকে মনোনয়ন দেওয়ার পক্ষে সম্মতি জানিয়েছেন ৬৩ শতাংশ নারী। কিন্তু বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া মোট প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৪ দশমিক ২৪ শতাংশ নারী। এই নারীদের মধ্যে ৭২ জনকে বিভিন্ন দল মনোনীত করেছে এবং অন্যরা স্বতন্ত্র হিসাবে প্রার্থী হতে চান।

দুঃখজনক হলো, ৩০টির মতো রাজনৈতিক দলের কোনো নারী প্রার্থীই নেই। নতুন দল এনসিপি সম্প্রতি জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নির্বাচনী জোট করার পর দলটির কেন্দ্রীয় নারী নেতারা যেভাবে পদত্যাগ করেছেন, তা দলটির দেউলিয়াপনাকেই প্রতিফলিত করে। প্রকৃতপক্ষে ২০০৮ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আইনের সংশোধনীতে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য ২০২০ সালের মধ্যে সর্বস্তরে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণের যে বাধ্যবাধকতা ছিল, কোনো দলই এই শর্ত পূরণ করতে পারেনি। আমার প্রশ্নটি হলো, জুলাই আন্দোলন তাহলে কোন বৈষম্যহীনতার বাংলাদেশ উপহার দিল আমাদের?

পরিশেষে বলতে চাই, সমাজে শান্তি-সুরক্ষা ও বৈষম্যহীনতা কেবল একটি নির্দিষ্ট দলকে দমন করে কিংবা ক্ষমতা পুনর্বিন্যাসেও আসবে না। একটি সমাজের ক্ষমতাকাঠামো ও বৈষম্যের প্রকৃত চিত্র সেই সমাজের নারী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান দেখে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কেননা, এই গোষ্ঠী যেহেতু মোটাদাগে ক্ষমতার বাইরে থাকে, তাই তাদের দৈনন্দিন জীবনেই সমাজের প্রকৃত রূপ সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

তাই অন্তর্বতী সরকারের দেড় বছরের আমলনামাকে বিশ্লেষণ করতে হলে শাসক, সুবিধাভোগী ও এলিট শ্রেণির অভিজ্ঞতার আলোকে নয়; বরং নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকে বিবেচনা করতে হবে। নয়তো তথাকথিত সংস্কার ও বন্দোবস্ত প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তই থেকে যাবে।

উম্মে ওয়ারা সহযোগী অধ্যাপক, ক্রিমিনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

অধিবাসীদের নগদ অর্থ দিয়ে

৭ পৃষ্ঠার পর

আলোচনা করেছেন। ডেনমার্কের এই ওভারসিজ অঞ্চলে (সাগরপারের অঞ্চল) বসবাসরত ৫৭ হাজার মানুষকে সরাসরি অর্থ প্রদানের এই ধারণাটি থেকে একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র এই দ্বীপটি 'কিনে নেওয়ার' চেষ্টা করতে পারে। যদিও কোপেনহেগেন এবং নুক-এর (গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী) কর্তৃপক্ষ বারবার জোর দিয়ে বলছে যে, গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়।

দ্বীপটি অধিগ্রহণের জন্য হোয়াইট হাউসে আলোচিত বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে এই কৌশলটি অন্যতম, যার মধ্যে মার্কিন সামরিক বাহিনী ব্যবহারের সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে এই প্রক্রিয়াটি অতিরিক্ত ব্যবসায়িক লেনদেনের মতো মনে হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে এবং এটি এমন একটি জনগোষ্ঠীর জন্য অবমাননাকর হতে পারে যারা দীর্ঘকাল ধরে তাদের স্বাধীনতা এবং ডেনমার্কের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা নিয়ে বিতর্ক করে আসছে।

রোববার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও সাংবাদিকদের কাছে দ্বীপটি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলার পর, গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেনস-ফ্রেডেরিক নিলসেন একটি ফেসবুক পোস্টে লিখেন, 'যথেষ্ট হয়েছে... আর কোনো দখলদারিত্বের কল্পনা নয়।'

কোপেনহেগেন এবং ইউরোপের অন্যান্য নেতারা ট্রাম্প ও হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের গ্রিনল্যান্ডের ওপর অধিকার দাবির মন্তব্যে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র এবং ডেনমার্ক ন্যাটোর (ঘঅঞঙ) মিত্র এবং একে অপরের প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ।

গত মঙ্গলবার ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড, স্পেন, ব্রিটেন এবং ডেনমার্ক একটি যৌথ বিবৃতি জারি করে বলেছে যে, গ্রিনল্যান্ড এবং ডেনমার্ক কেবল তাদের সম্পর্কের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

দ্বীপটি কেনার আলোচনা এবং সরাসরি অর্থ প্রদানের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাইলে হোয়াইট হাউস রয়টার্সকে গত বুধবার প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর দেওয়া বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে। এক প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় লেভিট স্বীকার করেন যে, ট্রাম্প এবং তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারা 'সম্ভাব্য ক্রয় প্রক্রিয়া কেমন হতে পারে তা খতিয়ে দেখছেন।' রুবিও বলেছেন, তিনি গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আলোচনার জন্য আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটনে ডেনিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। ডেনিশ দূতাবাস এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে এবং ওয়াশিংটনে গ্রিনল্যান্ডের প্রতিনিধি অফিস কোনো সাড়া দেয়নি।

ট্রাম্প দীর্ঘকাল ধরে যুক্তি দিয়ে আসছেন যে, বেশ কিছু কারণে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ড দখল করা প্রয়োজন। এর মধ্যে একটি হলো দ্বীপটি উন্নত সামরিক সরঞ্জাম তৈরিতে প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। তিনি আরও বলেছেন যে, পশ্চিম গোলার্ধকে ব্যাপকভাবে ওয়াশিংটনের ভূ-রাজনৈতিক প্রভাবের অধীনে থাকা প্রয়োজন। সূত্রগুলো জানিয়েছে, এক বছর আগে ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের আগে থেকেই গ্রিনল্যান্ড দখলের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ আলোচনা চলছিল। তবে গত সপ্তাহে ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলাস মাদুরোকে একটি দুঃসাহসিক অভিযানে আটক করার পর এই বিষয়ে নতুন করে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টারা মাদুরো অভিযানের সাফল্যকে ট্রাম্পের অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণে কাজে লাগাতে আগ্রহী। রোববার এয়ারফোর্স ওয়ানে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের গ্রিনল্যান্ড প্রয়োজন, এবং ডেনমার্ক এটি রক্ষা করতে পারবে না। এটি অত্যন্ত কৌশলগত একটি স্থান।'

হোয়াইট হাউসের আলোচনার বিষয়ে অবগত একটি সূত্র জানিয়েছে যে, এককালীন অর্থ প্রদানের এই আলোচনা একেবারে নতুন নয়। তবে গত কয়েকদিনে এটি আরও গুরুত্ব পেয়েছে এবং উপদেষ্টারা আরও বড় অংকের কথা ভাবছেন। জনপ্রতি ১ লাখ ডলার দেওয়ার একটি বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে মোট অর্থপ্রদানের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার। তবে এই অর্থপ্রদানের বিশদ বিবরণ এখনো অস্পষ্টড়্যেমন ট্রাম্প প্রশাসন এই পথে এগোলে কখন এবং কীভাবে টাকা দেওয়া হবে অথবা এর বিনিময়ে গ্রিনল্যান্ডবাসীদের কাছ থেকে ঠিক কী আশা করা হবে। হোয়াইট হাউস বলেছে যে সামরিক হস্তক্ষেপ সম্ভব, তবে কর্মকর্তারা এও বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র দ্বীপটি কেনার বা কূটনৈতিক উপায়ে অর্জনের পক্ষপাতি।

ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা করলেন

৭ পৃষ্ঠার পর

ইউনিয়নের অন্যতম প্রভাবশালী দেশের প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার ভেনেজুয়েলা-কাণ্ডের উদাহরণ তুলে বলেন, ''আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা ভেঙে পড়ে যেন লুটেরাদের আস্তানায় পরিণত না হয়, সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। না হলে নীতিহীন ক্ষমতাশালীরা তাঁদের যা মনে হবে সেটিকেই দখল করে নেবেন।'' আমেরিকার কারণেই বিশ্বে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সঙ্কুচিত হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে ওয়াল্টারের মন্তব্য, ''এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রাসী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাদের।''

ঘটনাচক্রে, মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বৃহস্পতিবার ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, মার্কিন সেনার সর্বাধিনায়ক হিসেবে তাঁর ক্ষমতা কেবলমাত্র নৈতিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্য দেশে সেনা অভিযানের পদক্ষেপ করার ক্ষেত্রে কোনও আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা করবেন না তিনি। ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে বিমানহানা এবং সেনা অভিযান চালিয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর ক্ষমতার কোনও সীমা আছে কি না জানতে চাওয়া হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "হ্যাঁ, একটি জিনিস আছে। আমার নিজস্ব নীতি। আমার নিজস্ব মন। এটিই এক মাত্র জিনিস যা আমাকে থামাতে পারে। আমার আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োজন নেই।'' তাঁর ওই মন্তব্যের পরেই বার্লিন থেকে এল বিরোধিতার সুর।

ওই সাক্ষাৎকারে 'তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে' ইউরোপের দেশ ডেনমার্ক নিয়ন্ত্রিত গ্রিনল্যান্ড দখলেরও বার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, ''গ্রিনল্যান্ডকে আমেরিকার অংশ হতে হতেই হবে। মালিকানার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'' কিন্তু গ্রিনল্যান্ডে সামরিক অভিযানের প্রয়োজন আছে কি? প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ''আমি মনে করি সাফল্যের জন্য মানসিক ভাবে এটিই প্রয়োজন। আমি মনে করি মালিকানা আপনাকে এমন কিছু দেয়, যা অন্য কিছু দিতে পারে না।'' মালিকানা কেবল একটি নথি সই করে পাওয়া যায় না জানিয়ে কার্যত গ্রিনল্যান্ডে সেনা অভিযানের বার্তা দেন ট্রাম্প। তাঁর কাছে গ্রিনল্যান্ড দখল না কি ইউরোপের দেশগুলিকে নিয়ে গঠিত সামরিক জোট নেটোকে অক্ষত রাখা, কোনটি অগ্রাধিকার তা জানতে চাওয়া হলে অবশ্য সরাসরি কোনও উত্তর দেননি তিনি। তবে সেই সঙ্গেই তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকা পাশে না থাকলে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চাপ বাড়াবেন পশ্চিম ইউরোপের উপর। শুক্রবার মস্কো এবং ওয়াশিংটনের আগ্রাসনের এক সারিতে টেনে এনে ওয়াল্টারের মন্তব্য, ''রাশিয়ার ক্রাইমিয়া দখল এবং ইউক্রেনে আগ্রাসন ইতিহাসের একটি নির্ণায়ক মোড়। আমেরকার সাম্প্রতিক আচরণ সেই ধারাবাহিকতায় আর একটি বড় ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী।''

আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োজন নেই,

৭ পৃষ্ঠার পর

মাসে ইরানের তিনটি প্রধান পারমাণবিক কেন্দ্রে বোমা হামলার নির্দেশ দিয়ে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়েছিলেন তিনি।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি এই অবজ্ঞা বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক আইনের অধ্যাপক ইয়াসরা সুয়েদি আলজাজিরাকে বলেন, এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক সংকেত। এর ফলে চীন বা রাশিয়ার মতো দেশগুলোও তাইওয়ান বা ইউক্রেনের ক্ষেত্রে একই পথ অনুসরণ করতে উৎসাহিত হতে পারে।

বিচারক ও আইনজীবীদের স্বাধীনতাবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত মার্গারেট স্যাটআর্থওয়েট উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, বিশ্ব সম্ভবত আবারও একটি 'সাম্রাজ্যবাদী যুগে' ফিরে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক আইনকে গুরুত্ব না দিলে তা যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুদের আগ্রাসী হয়ে উঠতে প্ররোচিত করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ইয়ান হার্ড বলেন, লাতিন আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ইতিহাস অত্যন্ত করুণ। চিলি, নিকারাগুয়া বা হাইতির উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র অতীতে যতবার এভাবে হস্তক্ষেপ করেছে, পরে ততবারই তাদের অনুশোচনা করতে হয়েছে। এসব কখনো সুফল বয়ে আনে না।

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI &BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

উত্তাল ইরানে খামেনি শাসন কি টিকবে

১২ পৃষ্ঠার পর

১৯৯৭ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ইরানের ক্ষমতায় ছিলেন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামি। তিনি তেলের আয়ের ওপর থেকে নির্ভরতা কমিয়ে তেলবহির্ভূত খাত গড়ে তোলার একটি বিকল্প অর্থনৈতিক কৌশল প্রস্তাব করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল নিষেধাজ্ঞার প্রভাব কমানো।

কারণ, এসব নিষেধাজ্ঞা সাধারণত ইরানের তেল খাতকে লক্ষ্য করে দেওয়া হয়; কিন্তু ওই উদ্যোগ সফল হয়নি। ২০০২ সালের আগস্টে নাতানজ পারমাণবিক স্থাপনার প্রথম ছবি প্রকাশের পর পারমাণবিকুসংকট তীব্র হয়ে ওঠে এবং বিদেশি চাপ আরও বেড়ে যায়, যা অর্থনীতির ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে।

পরে ২০০৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদ একটি জনতাবাদী নীতি অনুসরণ করেন। যার লক্ষ্য ছিল তেল থেকে নগদ কর্মসূচির মাধ্যমে তেলের আয় জনগণের মধ্যে পুনর্বণ্টন করা। কিন্তু এই কৌশল ব্যর্থ হয়। দেশের ভেতরের প্রভাবশালী অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর বাধা এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের আরোপ করা কঠোর নিষেধাজ্ঞার কারণে এই উদ্যোগ টেকেনি।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১৬৯৬, ১৭৩৭, ১৭৪৭, ১৮০৩ ও ১৯২৯ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে এসব নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এর ফলে তেলবাণিজ্য সীমিত হয়, আর্থিক সম্পদ জব্দ করা হয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় ঢোকার পথ সংকুচিত হয়ে যায়। এসবের সঙ্গে যোগ হয় ১৯৮০ সাল থেকে চলতে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা নিষেধাজ্ঞা।

খারাপ শাসন নাকি নিষেধাজ্ঞা

সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভের পরিধি বাড়তে থাকায় একটি পুরোনো প্রশ্ন আবার সামনে এসেছে। ইরানের অর্থনৈতিক সংকটের জন্য কতটা দায় নিষেধাজ্ঞার, আর কতটা দায় সরকারের শাসনব্যবস্থার। ইরানের অর্থনীতি বহুদিন ধরেই কিছু কাঠামোগত সমস্যায় ভুগছে, যেগুলো ১৯৮০ সালের পর থেকে আর সমাধান করা হয়নি। বিপ্লবী আদর্শ এবং তার সঙ্গে যুক্ত ব্যয়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় একটি শক্ত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকেছে।

অর্থনৈতিক ও আর্থিক আইনকানুনও বাকি দুনিয়ার সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। এর ফলে ইরান ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এতে দেশের ভেতরের সংকটগুলো আরও জটিল হয় এবং প্রায় সব খাতে নিষেধাজ্ঞার প্রভাব তীব্র হয়ে ওঠে।

এতে ইরানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বের সামনে একটি প্রশ্ন স্থায়ীভাবে দাঁড়িয়ে গেছেড়কেন এতগুলো সরকার এমন কোনো অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচি নিতে পারেনি, যা নিষেধাজ্ঞার প্রভাব মোকাবিলা করতে পারত। এই প্রেক্ষাপটে চীনের সঙ্গে ইরানের অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব, বিশেষ করে ২৫ বছরের কৌশলগত সহযোগিতা চুক্তি তেমন কোনো অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এনে দিতে পারেনি।

জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ, পরিবহন ও অবকাঠামো খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা ওই চুক্তির মূল্য ছিল ৪০০ বিলিয়ন ডলার। ২০২৫ সালের শুরুতে রাশিয়ার সঙ্গে যে কৌশলগত অংশীদারি চুক্তি সই হয়। যেখানে দুই দশক ধরে সহযোগিতা জোরদার করার কথা ছিল; কিন্তু সেটিও ইরানের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পারেনি। এই দুই অংশীদার মিলেও যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের আরোপ করা কঠোর নিষেধাজ্ঞার ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইরানের মানুষ অনেক দিন ধরেই বিক্ষোভের স্লোগানে বলে আসছে, দেশের পররাষ্ট্রনীতি, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থে জড়িত থাকার কারণেই দেশের আয় কমে যাচ্ছে।

তবে ২০২৫ সালের শুরু থেকে এই ব্যাখ্যা আগের মতো বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। লেবানন, সিরিয়া, গাজা ও ইয়েমেনে ইরানের প্রভাব উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। এতে এই যুক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে যে শুধু আঞ্চলিক কর্মকাণ্ডই রাষ্ট্রীয় সম্পদের প্রধান অপচয়ের কারণ।

প্রথমবারের মতো ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি এবং প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে ইরানের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য শুধু নিষেধাজ্ঞাকেই দায়ী করা যায় না। এই স্বীকারোক্তি দেখিয়ে দেয় যে, শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা এখনো সংকটের মূল কেন্দ্রে রয়েছে।

সামনে যে ঝুঁকি

এখন ইরানের নেতৃত্ব বিক্ষোভ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুই ধরনের আলাপ সামনে আনছে। প্রথম ব্যাখ্যাটি দিচ্ছেন সর্বোচ্চ নেতা ও প্রেসিডেন্ট। তাঁরা বলছেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা আছে এবং শুধু নিষেধাজ্ঞা দিয়ে এই গভীর সংকটের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি দিচ্ছে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলো। তারা এখনো জোর দিয়ে বলছে, বাইরের শক্তিগুলোই অস্থিরতা উসকে দিচ্ছে এবং সরকারব্যবস্থাকে নিশানা করছে। ।

ট্রাম্পকে হুমকি দিয়ে মার্কিন হামলার আশঙ্কায় কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট

১২ পৃষ্ঠার পর

করে লাতিন আমেরিকায়, আইন উপেক্ষা করে সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে দেখেছে। যদি এটি চলতে থাকে, তাহলে বিশ্বকে শাসন করার একটি সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্ন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি।

তিনি বলেন, যদি যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস চুক্তি থেকে বেরিয়ে না যেতড় যেখানে দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার কমিয়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির সীমা নির্ধারণে সম্মত হয়েছিলড় তাহলে কোনো যুদ্ধ হতো না, বিশ্ব ও দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক হতো অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ। ভেনেজুয়েলা ইস্যুটি এ নিয়েই।

ট্রাম্পের সামরিক পদক্ষেপের হুমকির মন্তব্যের পর কলম্বিয়াজুড়ে সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের নামে বিক্ষোভ হয়েছে। পেত্রো বিবিসিকে বলেন, ট্রাম্পের মন্তব্য ছিল বাস্তব হুমকি। এ সময় তিনি উল্লেখ করেন, কলম্বিয়া বিংশ শতকে পানামার মতো ভূখণ্ড হারিয়েছে। তিনি বলেন, এই হুমকি দূর করার সম্ভাবনা নির্ভর করছে চলমান আলোচনার ওপর।

নতুন বিশ্বব্যবস্থা: রাশিয়া ও

১৪ পৃষ্ঠার পর

এ অবস্থাকে উল্টিয়ে দেওয়ার চেষ্টার প্রথম চালই ট্রাম্পের ভেনেজুয়েলা আক্রমণ। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন, তিনি আসলে কথার মানুষড়বেশি চেঁচামেচি করেন, কিন্তু কাজের বেলায় তেমন কিছু করেন না। বাস্তবে তখন তিনি রিপাবলিকান দলের পুরোনো ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর সঙ্গে একধরনের অঘোষিত সমঝোতায় ছিলেন।

শর্তটা ছিল: তিনি অভিজাতদের ওপর থেকে কর কমাবেন, বড় ব্যবসার ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করবেন; আর এর বদলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইচ্ছেমতো উত্তেজক কথা বলবেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর মার্কিন অভিজাতরা নিজেদের সামরিক অজেয়তা আর অর্থনৈতিক মডেলকে মানব উন্নয়নের চূড়ান্ত গন্তব্য ভেবে নিয়েছিলেন। সেই অহংকারই সরাসরি বিশ্বকে ইরাক, আফগানিস্তান ও লিবিয়ার বিপর্যয়ে এবং ২০০৮ সালের আর্থিক ধসে নিয়ে যায়। তাঁরা নিজেদের মানুষকে স্বর্গীয় স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তারপর একের পর এক দুর্যোগে টেনে নিয়েছেন। সেই হতাশা থেকেই জন্ম নেয় ট্রাম্পবাদ।

যুক্তরাষ্ট্রের যে ক্ষয় সবার সামনে আসে, তা থেকেই 'আমেরিকা ফার্স্ট' ধারণাটি আসে। আর এ ধারণার মূল সুর হলো, যুক্তরাষ্ট্রকে বৈশ্বিক আধিপত্য ছেড়ে গোলার্ধভিত্তিক সাম্রাজ্য কায়েম করতে হবে।

উনিশ শতকের শেষে যুক্তরাষ্ট্র যখন স্পেনকে হারিয়ে ফিলিপাইন দখল করে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই অনেকে এর বিরোধিতা করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী নাগরিকেরা মিলে গড়েছিলেন 'আমেরিকান অ্যান্টি-ইম্পেরিয়ালিস্ট লীগ'। তাঁদের কথা ছিল পরিষ্কারড়সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যায় এবং দেশকে ধীরে ধীরে সামরিক শাসনের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু দ্বিতীয় মেয়াদে সেই সমঝোতা আর নেই। এবারকার ট্রাম্প আর শুধু কথায় সীমাবদ্ধ নন, তিনি পূর্ণ শক্তিতে একটি চরম ডানপন্থী শাসন কায়েম করতে চাইছেন।

এ কারণে ট্রাম্প যখন কলম্বিয়া ও মেক্সিকোর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টদের হুমকি দেন, তখন তা বিশ্বাস করুন। যখন তিনি বলেন, 'কিউবা ধসে পড়ার মুখে', তখন তাঁর কথা বিশ্বাস করুন। তিনি যখন বলেন, 'গ্রিনল্যান্ড অবশ্যই আমাদের দরকার'ড়বিশ্বাস করুন। এটাও বিশ্বাস করুন, ইউরোপের ২০ লাখের বেশি বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড দখলের ইচ্ছা তিনি সত্যিই পোষণ করেন।

যদি বা যখন গ্রিনল্যান্ড ট্রাম্পীয় সাম্রাজ্যের মুঠোয় যায়, তখন কী হবে? ভেনেজুয়েলার ওপর তাঁর প্রকাশ্য বেআইনি হামলায় ইউরোপ যে মিনমিনে দুর্বল প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তিনি নিশ্চয়ই তা লক্ষ করেছেন। এখন ডেনমার্কের সার্বভৌম ভূখণ্ড দখল হলে যৌথ প্রতিরক্ষার নীতিতে গড়ে ওঠা ন্যাটোর অবসান অনিবার্য হয়ে উঠবে। আন্দাজ করা যায়, রাশিয়া যেভাবে প্রকাশ্যে ইউক্রেনের জমি কেড়ে নিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রও একইভাবে ডেনমার্কের জমি চুরি করবে। এর বিরুদ্ধে লন্ডন, প্যারিস বা বার্লিন থেকে মৃদু আওয়াজ হয়তো উঠবে। কিন্তু ততক্ষণে পশ্চিমা জোট শেষ।

এর কিছুদিন পর বিশ শতকের শুরুতে ডেমোক্রেটিক পার্টিও সতর্ক করে বলেছিলড়কোনো দেশ একসঙ্গে অর্ধেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আর অর্ধেক সাম্রাজ্য হয়ে টিকে থাকতে পারে না। বিদেশে সাম্রাজ্য গড়তে গেলে শেষ পর্যন্ত দেশের ভেতরেও স্বৈরতন্ত্র ঢুকে পড়ে।

আজ এসব পুরোনো সতর্কবাণীকে আর অতিরঞ্জন বলে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। কারণ, বাইরে অন্য দেশগুলোর ওপর যা করা হয়, তার প্রভাব দেশের ভেতরেও পড়ে। মার্তিনিকের লেখক এমে সেজেয়ার একে বলেছেন সাম্রাজ্যের 'বুমেরাং'। তাঁর মতে, উপনিবেশবাদ বাইরে গিয়ে যা সৃষ্টি করে, তা একসময় ঘুরে এসে নিজের দেশকেই আঘাত করে। ইউরোপে যেমন উপনিবেশবাদ শেষে ফ্যাসিবাদ ফিরে এসেছিল।

আমরাও দেখেছি 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর বুমেরাং। বিদেশে যুদ্ধের ভাষা ও যুক্তি এখন দেশের ভেতরে দমননীতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ট্রাম্পের উপপ্রধান স্টাফ স্টিফেন মিলার পর্যন্ত বলেছেন, ডেমোক্রেটিক পার্টি নাকি একটি 'ঘরোয়া চরমপন্থী সংগঠন'। আফগানিস্তান বা ইরাকে একসময় যেভাবে সেনা পাঠানো হয়েছিল, ডেমোক্র্যাটশাসিত শহরগুলোতে সেভাবেই ন্যাশনাল গার্ড নামানো হচ্ছে, যেন সেগুলো শত্রু এলাকা।

এই দৃষ্টিতে দেখলে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিষয়ে ট্রাম্পের নরম মনোভাবও আর রহস্যজনক থাকে না। ২০১৯ সালে শোনা গিয়েছিল, রাশিয়া প্রস্তাব দিয়েছিলড়যুক্তরাষ্ট্র যদি ইউক্রেন থেকে সরে আসে, তাহলে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন প্রভাব মেনে নেওয়া হবে। এমন কোনো সমঝোতা হয়েছে কি না, তা অবশ্য জানা নেই।

কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কারড়একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠছে। সেখানে ক্ষমতাধর, কর্তৃত্ববাদী দেশগুলো জোর খাঁটিয়ে প্রতিবেশীদের নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তাদের সম্পদ দখল করবে, যা একসময় কল্পনার দুঃস্বপ্ন মনে হতো, আজ তা বাস্তব হয়ে চোখের সামনে ঘটছে। এখন আসল প্রশ্ন হলোড়এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো উপায়, ইচ্ছা আর শক্তি কি আমাদের আছে? ওয়েন জোন্স গার্ডিয়ানের কলাম লেখক। দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

ট্রাম্প কেন গ্রিনল্যান্ড দখল করতে

১৪ পৃষ্ঠার পর

অবতরণ-উড্ডয়ন, নোঙর, বন্দর, আবাসন ও অন্যান্য ঘাঁটি ব্যবহারে ব্যাপক স্বাধীনতা দেয়।

গ্রিনল্যান্ডে এখনো পুরোপুরি কাজে না লাগানো তেল ও গ্যাসের বিশাল ভান্ডার রয়েছে। বরফ গলে গেলে বিরল খনিজ সম্পদের উত্তোলন আরও সহজ হবে। এটি ভবিষ্যতের প্রযুক্তি ও অস্ত্রশিল্পের জন্য অপরিহার্য।

যদি ট্রাম্পের আগ্রহ বিরল খনিজে হয়, তাহলে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডড়উভয় পক্ষই অংশীদারিমূলক চুক্তির বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু ট্রাম্প যে ভাগাভাগির পথে হাঁটছেনড়তার কোনো লক্ষণ নেই।

গ্রিনল্যান্ডে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে এখনো ডেনিশ পতাকার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা উড়ছে। অথচ এই প্রশাসন বরং স্টিফেন মিলারের স্ত্রী কেটি মিলারের ভাবনার কাছাকাছিড়যিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুরো গ্রিনল্যান্ডকে লাল-সাদা-নীল রঙে ঢেকে দেওয়া একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন।

এক সাম্রাজ্যবাদী প্রেসিডেন্ট

গত কয়েক দিনে পৃথিবী বদলে গেছে। ট্রাম্পের দাবি, তিনি ভেনেজুয়েলা 'চালাচ্ছেন' এবং মাদুরো ধরা পড়ার পর তিনিই সেখানে কর্তৃত্ব করছেন। এটি ইঙ্গিত দেয়, তিনি এখন আর কেবল বাগ্মিতার সাম্রাজ্যবাদী নন; তিনি বাস্তব প্রয়োগে নেমেছেন।

মঙ্গলবারের ঘোষণায় বলা হয়, ভেনেজুয়েলা যুক্তরাষ্ট্রকে নিষেধাজ্ঞাধীন সর্বোচ্চ ৫ কোটি ব্যারেল তেল দেবে। আমেরিকান ও ভেনেজুয়েলার জনগণের 'কল্যাণে' এই তেল বিক্রি হবে এবং এর আয় ট্রাম্পের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এতে আশঙ্কা আরও বেড়েছে যে তিনি সার্বভৌম রাষ্ট্র থেকে সম্পদ আহরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিম গোলার্ধের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার এই আগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা ট্রাম্পের ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার নির্মাণের নেশার সঙ্গেও মিলে যাচ্ছে। হোয়াইট হাউসে বিশাল বলরুম নির্মাণ, কিংবা ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারের ওপর নিজের নাম বসানোর পরিকল্পনা তার উদাহরণ।

ট্রাম্প হয়তো ইতিহাসে নিজেকে টমাস জেফারসনের পাশে দেখতে চান, যিনি ১৮০৩ সালে ১৫ মিলিয়ন ডলারে লুইজিয়ানা কিনে যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন দ্বিগুণ করেছিলেন। কিংবা ট্রাম্প আরেক 'নায়ক' উইলিয়াম ম্যাকিনলিকে (যিনি ১৮৯৮ সালে হাওয়াই দখল করেছিলেন) অনুসরণ করতে চান। ট্রাম্প সম্ভবত আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে নতুন বরফঢাকা ভূখণ্ডের নাম নিজের নামে রাখতে চাইবেন। আজ তা অবিশ্বাস্য শোনালেও, বিশ্ব এখন ট্রাম্পকে গ্রিনল্যান্ডের জন্য হুমকি হিসেবে দেখতে শুরু করেছে।

এত দিন সবাই ভেবেছিল, ন্যাটোর জন্য হুমকি আসবে মস্কো বা বেইজিং থেকে; মিত্র জোটের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ থেকে নয়।

এখনো ট্রাম্প যে সামরিক অভিযান শুরু করতে যাচ্ছেন, এমন কোনো তাৎক্ষণিক প্রমাণ নেই। কিন্তু তা হলে তাত্ত্বিকভাবে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, যেখানে মার্কিন সেনারা ন্যাটো মিত্রদের দিকেই অস্ত্র তাক করবে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও আইনপ্রণেতাদের বলেছেন, ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড কিনতে চান, যদিও গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্ক বারবার জানিয়েছে, এটি বিক্রির জন্য *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

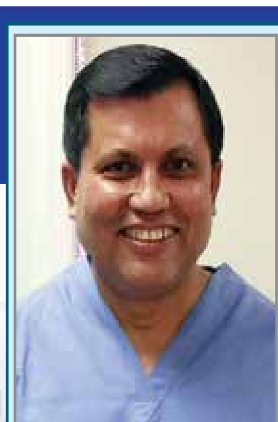

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

বাংলাদেশে নির্বাচন কি তাহলে মধ্য

১৬ পৃষ্ঠার পর

ও অপকর্মকে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান দিয়ে ঢেকে ফেলার চেষ্টায় তারা অনেকটাই সফল হয়েছে। জামায়াতের নির্বাচনী জোটে এনসিপিকে যুক্ত করতে পারা সেই সাফল্যে নতুন পালক হিসেবেই বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঐতিহাসিক কারণেই গ্রহণযোগ্যতার সংকটে থাকা জামায়াত এনসিপিকে সঙ্গী করার মধ্য দিয়ে যে নিজেকে সাফসুতরা করার পথে আরও এগিয়ে গেল, তাতে সন্দেহ নেই। একই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের বীর বিক্রম কর্নেল অলির দল এলডিপিকে যুক্ত ও বিএনপির মেজর (অব) আখতারুজ্জামানকে দলে নিতে পারাও জামায়াতের বড় সাফল্য। বোঝা যায়, জামায়াত তাদের ছাতাটি বড় করে ইসলামপন্থীদের বাইরেও নানা রাজনৈতিক শক্তিকে যুক্ত করার চেষ্টা করছে। জামায়াতের এই বৃহত্তর ছাতা বিএনপিকে কতটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

৪.

১৭ বছর নির্বাসনে থাকা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা এ সময়ের রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারত। ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফেরা ও লাখ লাখ মানুষের সমাবেশে তাঁর 'আমার' বা 'আমাদের' একটি পরিকল্পনা আছেএ ঘোষণা দেশের রাজনীতিতে ঐতিহাসিক উপলক্ষ হিসেবেই বিবেচিত হবে।

কিন্তু দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যু এবং তাঁর জানাজায় ইতিহাসের সবচেয়ে বড় লোকসমাগম ও দলমতের বাইরে তাঁর প্রতি যে মাত্রার জনশ্রদ্ধা দেখা গেল, তা সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে।

তারেক রহমানের ফিরে আসা ও খালেদা জিয়ার মারা যাওয়ার পরের আবেগ-অনুভূতির অভাবিত ঘটনাপ্রবাহ ভোটের মাঠে বিএনপিকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে। বিপুল জয়ের ব্যাপারে বিএনপি মধ্যে যেমন আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, তেমনি জনমনেও এ ধারণা জোরালো হচ্ছে। নির্বাচনে ফলাফল নিয়ে যাঁদের মধ্যে ভিন্ন ধারণা আছে বা ছিল, তাঁদের হয়তো নতুন করে হিসাব-নিকাশ করতে হবে।

তবে বড় জয়ের আত্মবিশ্বাস অনেক সময় ভোটের বাক্সে গিয়ে ভেঙে যায়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনকে আমরা এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত মানতে পারি। আওয়ামী লীগ জিতেই গেছে, সরকার গঠন করছেএমন আওয়াজের মধ্যে তখন জয় পায় বিএনপি।

দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে রাজনৈতিকভাবে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। দেশের রাজনীতি এখন পর্যন্ত যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে বিএনপি এই কৌশল কাজে দিয়েছে বলে মনে হয়। তা ছাড়া গণ-অভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগবিহীন রাজনৈতিক পরিসরে বিএনপি দল হিসেবে নিজেকে মধ্যপন্থী হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। যদিও দলটিতে ডান ধারার লোকজনের উপস্থিতি ও প্রভাব অস্বীকার কারার উপায় নেই।

৫.

ক্ষমতায় গেলে কোন পক্ষ কীভাবে দেশ চালাবে, কতটা সুশাসন দেবে, নাগরিক অধিকার বা নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কী করবে, তা একটা বিবেচনা। কিন্তু রাজনৈতিক ধারার দিক থেকে দেখলে আগামী নির্বাচনের মূল লড়াইটা হবে মধ্য ও ডানপন্থার মধ্যে। কারণ, রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বাম বা মধ্যবাম ধারা বলে কোনো পক্ষ এবারের নির্বাচনে সেভাবে মাঠে নেই।

ভোটারদের সম্ভবত এ দুই পক্ষ থেকেই কোনো পক্ষকে বেছে নিতে হবে। নির্বাচনে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সমর্থক ভোটারদের ভোট কোন দিকে যাবে, সেটাও এক বড় প্রশ্ন। তারা কি তাদের রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে 'মন্দের ভালো' বেছে নেবে নাকি 'নেতিবাচক' ভোটের পথ ধরবে? আগের যেকোনো নির্বাচনের তুলনায় এবারের বাস্তবতা ও হিসাব-নিকাশ পুরো আলাদা।

নির্বাচন বলতে যা বোঝায়, তা ২০০৮ সালের পর হয়নি। সে কারণে ভোটের ফলাফল ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সমর্থনের হালনাগাদ কোনো ডেটা বা তথ্য নেই। আবার ১৭ বছর আগের ডেটাকেও বিবেচনা করা যাচ্ছে না। এর মধ্যে অনেক নতুন ভোটার হয়েছেন, যাঁরা কখনো ভোট দেননি।

এই সময়ে দেশ গেছে এক নিপীড়নমূলক স্বৈরশাসনের মধ্য দিয়ে। ২০১৮ সালে স্কুলের শিক্ষার্থীরা নিরাপদ সড়ক আন্দোলন করে সেই শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। বলা যায়, এর ধারাবাহিকতায় সফল হয়েছে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান, যার নেতৃত্ব দিয়েছে ছাত্র ও তরুণেরা।

এই গণ-অভ্যুত্থান আমাদের সামনে এক নতুন প্রজন্মকে হাজির করেছে, যাদের চিন্তাভাবনা ও মনোজগৎ আমাদের অনেকেরই জানা-বোঝার বাইরে। আমরা কি জানি বা ধারণা করতে পারি যে তাদের ভোট কোন দিকে যাবে? তা ছাড়া প্রবাসী ভোটারেরাও এবার প্রথমবারের মতো ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ভোটের হিসাব-নিকাশ যাঁরা করছেন, তাঁরা এই বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিচ্ছেন কি?

শুরুতে বলেছি, দেশ নির্বাচনী আবহাওয়ার মধ্যে ঢুকেছে। একই সঙ্গে এটাও বলেছি, নির্বাচনবিরোধী প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য একটি শক্তির সক্রিয়তা নানা সময়ে টের পাওয়া গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, সেই শক্তি কি একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে? মনে হয় না।

কিন্তু বাংলাদেশের সামনে এখন একটিই পথ, নির্বাচন। এর বাইরে অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করার বাস্তবতা বা সক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের চ্যালেঞ্জে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারসহ দেশের সব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিকে বিজয়ী হতেই হবে। এ কে এম জাকারিয়া প্রথম আলোর উপসম্পাদক।

ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

ট্রাম্প কেন গ্রিনল্যান্ড দখল করতে

৪১ পৃষ্ঠার পর

নয়। কিন্তু সময়টা উন্মত্ত। ট্রাম্প কী করবেন তা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না। আর প্রথম মেয়াদের মতো তাঁকে ঘিরে রাখার মানুষও এখন নেই। প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ যে তাঁকে গ্রিনল্যান্ডে পতাকা গেড়ে দেওয়ার আদেশ থেকে বিরত করবেন এমন আশা করাও কঠিন।

সাবেক ন্যাটো সুপ্রিম কমান্ডার অ্যাডমিরাল জেমস স্ট্যাভরিডিস সিএনএনকে বলেন, 'ডেনিশরা কঠিন মানুষ। তারা মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সামরিক শক্তি পাঠালে আমি অবাক হব না।'

ইউরোপ ক্রমেই আতঙ্কিত

ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড, স্পেন ও যুক্তরাজ্যের নেতারা ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেনের সঙ্গে এক কণ্ঠে ঘোষণা করেছেনঙ্ 'গ্রিনল্যান্ড গ্রিনল্যান্ডের জনগণের।'

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি (যাঁর দেশের গ্রিনল্যান্ডের সঙ্গে স্থল ও সামুদ্রিক সীমান্ত রয়েছে) আগামী মাসে উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন।

গ্রিনল্যান্ড দখলের যেকোনো প্রচেষ্টার ভূরাজনৈতিক প্রভাব হবে ভয়াবহ। ফ্রেডেরিকসেন আগেই সতর্ক করেছেনঙ্বলপ্রয়োগে গ্রিনল্যান্ড নেওয়ার চেষ্টা ন্যাটোকে ধ্বংস করে দেবে।

ডেনমার্ক ছোট দেশ হলেও আফগানিস্তান ও ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে তারা অসামান্য আত্মত্যাগ করেছে। এমন বন্ধুদের অপমানের পর ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের ডাকে তারা সাড়া দেবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু হোয়াইট হাউস ক্ষমতা প্রয়োগ করছেঙ্কারণ তারা তা পারে।

জমজমাট আয়োজনে আনন্দঘন পরিবেশে নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অফ ইউএসএ এর অভিষেক সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: গত ৪ঠা জানুয়ারি রবিবার উডসাইডে গুলশান ট্যারেস পার্টি হলে মহাসমারোহে সম্পন্ন হলো নিউইয়র্কে নবাবগঞ্জবাসীর প্রথম সামাজিক সংগঠন নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অফ ইউএসএ ইনক্ এর সদ্য নির্বাচিত উজ্জল বিপুল ও গণেশ কীর্তনিয়ার নেতৃত্বাধীন কার্যকরী পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর বোর্ড অফ ট্রাষ্টির চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব শাহনেওয়াজ, বিশেষ অতিথি হিসবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, নিউ ইয়র্ক ষ্টেট এসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ এসোসিয়েশানের সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, এটর্ণী মইন চৌধুরী, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশানের সাধারণ সম্পাদক কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন প্রমুখ।

সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিলন মোল্লা নেতৃত্বাধীন অভিষেক আয়োজক কমিটির দক্ষ ব্যবস্থাপনায় , প্রায় তিন শতাধিক আমন্ত্রিত অতিথি ও পরিবারসহ নবাবগঞ্জবাসীর উপস্থিতিতে আন্তরিক আতিথেয়তায় সমৃদ্ধ অভিষেক পরিণত হয়েছিল প্রবাসীদের মিলনমেলায়। অভিষেক অনুষ্ঠানের আহবায়ক মিলন মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক গনেশ কীর্তনিয়া ও মারমিনা সিরাজ সোনিয়ার সঞ্চালনায় অভিষেক অনুষ্ঠানে নতুন কার্যকরী কমিটির শপথ অনুষ্ঠান ছাড়াও ছিল আমন্ত্রিত অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য। সভাপতির বক্তব্যে নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অফ ইউএসএ ইনক্ এর পুনর্নির্বাচিত সভাপতি উজ্জ্বল বিপুল সংগঠনের বিগতদিনের কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন সংগঠনের পক্ষে থেকে নবাবগঞ্জেও বিভিন্ন সেবামুলক প্রকল্পে মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সেবা প্রদান করা হয় প্রতি বছরই। তিনি আগামী দিনগুলিতে সংগঠনকে আরো গতিশীল ও কল্যাণমুলক করার নিমিত্ত সকলের সহযোগিতার আহবান জানান।

গুলশান টেরেসের সুস্বাদু খাবারের মাধ্যমে নৈশভোজের পর সঙ্গীত পরিবেশন করেন কৃষ্ণা তিথি, রোকসানা মীর্জা প্রমুখ। এবারের অভিষেক অনুষ্ঠানকে সফল করতে দায়িত্ব পালন করেছেন আহবায়ক মিলন মোল্লা, প্রধান সমন্বয়কারী আমিন মেহেদী বাবু, প্রধান পৃষ্ঠপোষক মো. জাহিদ আলম, সদস্য সচিব মজিবর রহমান বাবু, যুগ্ন আহবায়ক শেখ মোহাম্মদ সিদ্দিক, সমন্বয়করী গোলাম খান লিপন, পৃষ্ঠপোষক জয়নব আক্তার ও মো. লাভলু মিয়া। সার্বিক তত্তাবধানে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি উজ্জ্বল বিপুল ও সাধারণ সম্পাদক গণেশ কীর্তনিয়া।

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক এর ২০২৬-২৭ সালের পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক: রবিবার ৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক এর সানাই পার্টি সেন্টারে কুরআন তেলাওয়াত এবং সংগঠনের মরহুমদের জন্য দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর নির্বাচন কমিশনার, উপদেষ্টা, ফাউন্ডার সদস্য, চাঁদপুরের বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ২০২৬-২৭ সালের পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সভার দ্বিতীয় পর্বে নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি রাজু সাহা (বিপ্লব) সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজী পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। সভাপতি তার বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের অগ্রগতি সমুন্নত রাখতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। উপস্থিত সদস্যগণের পূর্ণ মতামতের ভিত্তিতে ১২ সদ্যসের বোর্ড অব ট্রাষ্টি এবং ১৮ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়।

কার্যকরী কমিটি ২০২৬-২৭: সভাপতি রাজু সাহা (বিপ্লব), সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজী, সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি এবি সিদ্দিক পাটোয়ারী, লুৎফুর রহমান চুন্নু, নুরুল আলম মজুমদার, মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সাকিল মিয়া, এড. নুবায়রা ইবনাত, সাইফুল ইসলাম লিটন, আহ্ফাফ আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহীম ভূঁইয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু তাহের, নুরুল ইসলাম মিলন, ফয়সাল আহমেদ (রিপন), গোলাম আজম রকি, মামুন মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারী, সহ কোষাধ্যক্ষ ফজলুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল পাটোয়ারী, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আনিসুজ্জামান রাসেল, প্রচার সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ ইকবাল হোসেন মানিক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাহাদাত হোসেন, সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক হুমায়ূন কবীর ঢালী, মহিলা সম্পাদক ফারহানা আক্তার শিমু, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শেখ সায়েম উল্লাহ্, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোঃ আবু তাহের গাজী, দপ্তর সম্পাদক ওসমান ওমর ফারুক, ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ নিয়াজ মোরশেদ, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক আবু বকর, আপ্যায়ন সম্পাদক মোঃ মোস্তাক আহমেদ, নির্বাহী সদস্য এস এম মাহবুবুর রহমান টিটু, আলমগীর হোসেন, গিয়াস উদ্দিন মাতাব্বর, মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ফরহাদ, মাওলানা আঃ রহমান, মোঃ বোরহান উদ্দিন, মোঃ আবু ইউসুফ, মোঃ মোফাজ্জল হোসেন রিয়াদ, ইমাম সোহেল, মাহমুদুল হাসান, মোঃ ইকবাল হোসেন, আবু বি সিদ্দিক (মশিউর), মোমিন হোসেন মিন্টু, মোঃ সামসুল আলম, পীরজাদা মেহদী হাসান, মোঃ মাহাবুবুর রহমান রিয়াদ, মোঃ সোহরাব খান (টিটু), মোঃ তানভীর হোসেন রনি, মানিক রাজা, শাহাদাত হোসেন, মোঃ আলম সরকার ও মোঃ ফারুক আহমেদ।

বোর্ড অব ট্রাষ্টিঃ ১. মোঃ রফিকুর রহমান, ২. ডাঃ মঈনুল ইসলাম মিয়া, ৩. নার্গিস আহমেদ, ৪. মজিবুর রহমান মিয়া, ৫. মোর্শেদ আলম, ৬. নাজমুল হাসান, ৭. ডা. ধনঞ্জয় সাহা, ৮. মোঃ আলম, ৯. মনিরুজ্জামান মজুমদার, ১০. জসিম রাসেল, ১১. নূর আলী স্বপন ও ১২. হাসান ইমাম

উপদেষ্টা পরিষদঃ ১. হারুন ভুঁইয়া, ২. মোস্তফা হোসেন মুকুল, ৩. ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী, ৪. আমিন খান জাকির, ৫. বাবুল চৌধুরী, ৬. ফারুক হোসেন মজুমদার, ৭. মামুন মিয়াজী ও৮. খোরশেদ আলম খোকন -প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে ১.২ বিলিয়ন ডলারের বিশাল স্বাস্থ্য জালিয়াতি কেলেঙ্কারি ফাঁস যা মিনেসোটার চেয়ে ১০ গুণ ভয়াবহ, বাংলাদেশী পরিবারও জড়িত

৫২ পৃষ্ঠার পর

অপচয় করেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বল্লাল হোসেন নিউইয়র্কের কনজিউমার ডিরেক্টেড পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামের (সিডিপ্যাপ) অধীনে তার পরিবারের এক ডজন সদস্যকে বেতনভুক্ত পরিচর্যাকারী (কেয়ারগিভার) হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছিলেন। এই কর্মসূচির অধীনে অসুস্থ প্রিয়জনের যত্ন নেওয়ার জন্য আত্মীয়দের পারিশ্রমিক পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। জানা গেছে, ছয় বছরে পরিবারটি ম্যানহাটনের একটি অ্যাপার্টমেন্টে হোসেনের বয়স্ক মায়ের যত্ন নেওয়ার জন্য ৩৪৮,০০০ ডলার হাতিয়ে নিয়েছিল, অথচ সেই পুরো সময়জুড়ে তার মা বাংলাদেশেই বসবাস করছিলেন।

প্রসিকিউটরদের মতে, আকস্মিক পরিদর্শনের সময় বল্লাল হোসেনের ভাই এমনকি তাদের অসুস্থ মায়ের ছদ্মবেশ ধারণ করতেন। এই সুচতুর প্রতারণাটি শেষ পর্যন্ত ফাঁস হয়ে যায়, যার ফলে বল্লালহোসেন বড় ধরনের চুরির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন। এটি মেডিকেড কর্মসূচিতে সংঘটিত সবচেয়ে বেপরোয়া কেলেঙ্কারিগুলোর মধ্যে একটি, যা এখন রাজ্য কর্মকর্তারা স্বীকার করছেন যে অপচয় ও জালিয়াতিতে জর্জরিত।

গত ১৯৯৪ সালে বয়স্কদের নার্সিং হোম থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করার জন্য তৈরি হওয়া সিডিপ্যাপ -ঈউচঅচ প্রোগ্রামটি সামান্য তদারকি ছাড়াই একটি বিশাল শিল্পে পরিণত হয়েছে। যে কেউ পরিচর্যাকারী হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে ড় কোনো চিকিৎসা প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেশন বা পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজনই নেই।

তবে এই উন্মুক্ত নীতিটি ব্যয়বহুল প্রমাণিত হয়েছে। নিউ ইয়র্ক পোস্ট পত্রিকা গত এক দশকে ঈউচঅচ জালিয়াতির সাথে যুক্ত অন্তত ১৭৯ মিলিয়ন ডলারের চুরি হওয়া মেডিকেড তহবিলের সন্ধান পেয়েছে, পাশাপাশি মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে প্রায় কোনো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই ১ বিলিয়ন ডলার করদাতার অর্থ অপচয় হওয়ার তথ্যও পেয়েছে।

আইনজীবী রিচার্ড হ্যারো বলেন, "ঈউচঅচ হলো সবচেয়ে বড় জালিয়াতি, কারণ এর সবকিছু মানুষের বাড়িতেই ঘটে।"

জালিয়াতির সংখ্যাগুলো তার বক্তব্যকে সমর্থন করে। নিউ ইয়র্ক ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এর রেকর্ড অনুযায়ী, ঈউচঅচ-এর ব্যয় ২০১৯ সালে ২.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ৯.১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। সেই সময়ে, এই সিডিপ্যাপ প্রোগ্রামটি ২,৫০,০০০ সুবিধাভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং সমগ্র নিউ ইয়র্ক ষ্টেট জুড়ে ৪,০০,০০০ পরিচর্যাকারীকে (কেয়ারগিভার)নিয়োগ করেছিল।

এমনকি নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের নিজস্ব কর্মকর্তারাই বিপদ সংকেত দিয়েছেন। নিউ ইয়র্ক ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এই প্রোগ্রামটিকে একটি "আর্থিক সংকট" বলে অভিহিত করেছে, যখন গভর্নর ক্যাথি হোকুল ২০২৪ সালে এটিকে প্রকাশ্যে "নিউ ইয়র্কের ইতিহাসের সবচেয়ে অপব্যবহৃত প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে একটি" হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

ব্যয় নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা সেক্রেটারী রবার্ট এফ. কেনেডি জুনিয়রের মতে, নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের সিডিপ্যাপ কর্মসূচির ব্যয় বাড়তেই থাকে এবং ২০২৫ সালে তা ১২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। গত কয়েক বছরে নিউ ইয়র্কের হোম কেয়ার এবং প্রাপ্তবয়স্ক ডে-কেয়ার শিল্পের সাথে যুক্ত বড় ধরনের একাধিক জালিয়াতির ঘটনা ধারাবাহিকভাবে সামনে এসেছে।

নিউ ইয়র্ক পোস্ট পত্রিকার অপর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৫ সালে ব্রুকলিনের ব্যবসায়ী জাকিয়া খান ৬৮ মিলিয়ন ডলারের একটি জালিয়াতি চক্র চালানোর কথা স্বীকার করেন, যেখানে তার কেন্দ্রগুলো যে পরিষেবা কখনও দেয়নি, সেগুলোর জন্য মেডিকেডের কাছে বিল করা হয়েছিল। দুই বছর আগে, ব্রুকলিনের আরেক নির্বাহী, মারিয়ানা লেভিন, ১০০ মিলিয়ন ডলারের হোম হেলথ কেয়ার কেলেঙ্কারির জন্য চার বছরের বেশি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এবং ২০১৯ সালে, নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের প্রসিকিউটররা হোপেটন কেয়ারের সিইও ফারাহ রুবানির বিরুদ্ধে মিথ্যা মেডিকেড দাবির মাধ্যমে ১১ মিলিয়ন ডলার চুরির অভিযোগ আনেন ড় যে অর্থ দিয়ে বিলাসবহুল গাড়ি এবং রিয়েল এস্টেট কেনা হয়েছিল বলে অভিযোগ উর্থাপন করা হয়। যদিও তিনি ফৌজদারিভাবে দোষী সাব্যস্ত হননি, আদালতের নথি অনুসারে রুবানি পরে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,৪৮,০০০ ডলার ফেরত দেন।

ঈউচঅচ-এ জালিয়াতি শুধু শীর্ষ পর্যায়ের সমস্যা নয়। নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের তদন্তকারীরা বলছেন, কিছু পরিচর্যাকারী (কেঢারগিভার) ড়্যাদের ঘণ্টাপ্রতি মজুরি ১৮.৬৫ থেকে ২০.৬৫ ডলার ছিল ড়এমন রোগীদের জন্য বিল করেছেন যারা ইতিমধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, মারা গেছেন, অথবা এমনকি একাধিক রোগীর জন্য একই সময়ে কাজ করার বিলও করেছেন। একটি অভ্যন্তরীণ সূত্র দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্টকে জানিয়েছে যে, কিছু 'ব্যক্তিগত সহকারী' পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়ার জন্য ২৩ ঘণ্টার কর্মদিবসের দাবি করেছেন এবং বছরে ২ লক্ষ ডলারেরও বেশি মজুরি হাতিয়ে নিয়েছেন।

তথাকথিত 'আর্থিক মধ্যস্থতাকারী', অর্থাৎ যে বেসরকারি সংস্থাগুলো সিডিপ্যাপ অংশগ্রহণকারীদের জন্য বেতন ও কাগজপত্র প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে, তারাও তদন্তের আওতায় এসেছে। ২০২৩ সাল নাগাদ, ৬০০টিরও বেশি মধ্যস্থতাকারী (মিডলম্যান বা মার্কেটার) সম্মিলিতভাবে বছরে ১ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পারিশ্রমিক পাচ্ছিল, যাদের মধ্যে কেউ কেউ ন্যূনতম তদারকি প্রদান করেও প্রতি অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে মাসে ১,০০০ ডলার করে নিচ্ছিল।

নিউ ইয়র্ক ষ্টেট গভর্নর হোকুলের ২০২৩ সালের সংস্কার এই বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য শত শত মধ্যস্থতাকারীর পরিবর্তে একটি একক নিয়ন্ত্রক ড় জর্জিয়া-ভিত্তিক পাবলিক পার্টনারশিপস, এলএলসি (পিপিএল)-কে নিয়োগের উদ্যোগ নেন। মামলা এবং বিলম্বের কারণে জর্জরিত এই পরিবর্তনটি অবশেষে এপ্রিল ২০২৫ সালে কার্যকর হয়। নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে, এই পরিবর্তনের ফলে করদাতাদের ইতিমধ্যেই ১ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হয়েছে এবং প্রশাসনিক ব্যয় ৯০ শতাংশেরও বেশি কমেছে। নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের কর্মকর্তারা বলেছেন, যে কাজের জন্য আগে ষ্টেটকে প্রতি অংশগ্রহণকারীর জন্য মাসে ১,০০০ ডলার খরচ করতে হতো, এখন তা প্রায় ৬৮.৫০ ডলারে নেমে এসেছে।

নিউ ইয়র্ক ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এর একজন মুখপাত্র দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্টকে বলেছেন, "প্রতারকরা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই ত্রুটিপূর্ণ পুরোনো ব্যবস্থাটি টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল ড় কিন্তু সেই দিন শেষ, কারণ আমরা তাদের বন্ধ করে দিয়েছি।"

অল কাউন্টি হোম কেয়ার প্রেজেন্টস পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ৪ঠা জানুয়ারি রবিবার নিউ ইয়র্কে উডসাইডের কুইন্স পেলেসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো নিউ ইয়র্কে অল কাউন্টি হেলথ কেয়ার প্রেজেন্টস পিঠা উৎসব, আয়োজনে ছিলো শোটাইম মিউজিক এন্ড প্লে ।ছিলো প্রায় ৫০ রকমের বাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠার মহাউৎসব ।

ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন অল কাউন্টি হোম কেয়ার এর চেয়ারম্যান সিফা আমিন ভুঁইয়া। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ডা: মোহাম্মদ এনামূল হক । পাওয়ারড বাই এম্পায়ার কেয়ার এজেন্সির সিইও নুরুল আজিম এবং প্রেম কালেকশন নিউইয়র্ক এর পরিচালক ফাহাদ সোলাইমান । গ্র্যান্ড স্পন্সর ছিলো বাংলাদেশ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুরুল আমিন বাবু।

সম্মানিত অতিথি ছিলেন আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশন এর ডিরেক্টর এটর্নি জনাব মঈন চৌধুরী ।উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উপস্থাপনায় ছিলেন বাংলাদেশ কমিউনিটির বহুল পরিচিত মুখ মিয়া মোহাম্মদ দুলাল এবং বাংলদেশের অভিনয় শিল্পী ইশরাত জাহান ঈশা। পিঠা উৎসব কমিটির আহ্বায়ক আব্দুর রশিদ বাবু , মেম্বার সেক্রেটারি এম ডি তুহিন , প্রধান সমন্বয়ক সরোয়ার খান বাবু , পরিকল্পনায় মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, কালচারাল ম□্যানেজমেন্ট কাজল মাহমুদ , স্টেজ ম□্যানেজম□্যান মেহেদী হাসান সোহাগ এবং উপদেষ্টা রাশেদ আহম্মেদ, ইসতিয়াক রুমি, লায়ন আহসান হাবিব, গোলাম মিয়া কুদ্দুস এবং মনিরুজ্জামান বাবুর উপস্থিতিতে পিঠা উৎসব উদযাপন করে।

প্রথমে বাংলাদেশ ও আমিরিকার জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয় পর পরই বন্হিশিখা সংগীত নিকেতন , শিল্পকলা একাডেমি, তারার আলো এবং আমরা সখীরা গ্রুপ পর্যায় ক্রমে কোরাস গান পরিবেশন করে, গান পরিবেশন করেন নাজু আখন্দ, রন্টি দাস, ত্রিনিয়া হাসান, কামরুজ্জামান বকুল, চন্দ্রা রায়, শিমুল খান, ড. কামরুল ইসলাম, রোজী আজাদ , মেহজাবীন মাহবুব খুসবো , নাসির উদ্দিন , আয়েশা খান এবং রুনা রায় আরো অনেকে । ছিলেন কৌতুক অভিনেতা জনার তরিকুল ইসলাম মিঠু ।

ব□্যান্ডের গান পরিবেশন করেন কানাডা থেকে আগত শিল্পী সাফিন এবং তার দল । অনুষ্ঠানটি ছিলো হল ভর্তি উপছে পরা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। বিভিন্ন মিডিয়ার উপস্থিতিতে বিকাল ৪ টা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত ব□্যাস্ত□্যতার মধ্যে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।চ□্যানেল আই এর নিউইয়র্ক প্রতিনিধি জনাব রাশেদ আহম্মেদ এর সঞ্চালনায় চ□্যনেল আই সংবাদ প্রচার করে। শোটাইম মিউজিক এন্ড প্লে এর সভাপতি জনাব খায়রুল ইসলাম খোকন সমাপ্তি কালে দর্শকদের ধন্যবাদ দিয়ে বলেন আপনাদের উপস্থিতিতে আমাদের অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আপনাদের শতস্পুর্ত উপস্থিতি পেলে আমরা সবসময় আপনাদের ভালো ভালো প্রোগ্রাম উপহার দিতে পারবো । ছবি পরিচয় এর নিজস্ব ও তুষার পিক।

ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী প্রখ্যাত আবৃত্তিশিল্পী ডা.ফারুক আজমের একক আবৃত্তি অনুষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: গত ৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ঢাকায় পৌষের মনোরম শীতে সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী প্রখ্যাত আবৃত্তিশিল্পী ডা.ফারুক আজমের একক আবৃত্তি অনুষ্ঠান হল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার হলে ঢাকার নাট্যম রিপার্টরি এবং নাট্যজন আইরি পারভিন লোপার সু সংগঠিত আয়োজনে। অনুষ্ঠান অলংকৃত করেছেন একুশে পদক প্রাপ্ত স্বনামধন্য আবৃত্তিকার ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভয়ানক যানজট পেরিয়ে আসা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কবিতা প্রেমিক, গুনী শিল্পকর্মীরা দীর্ঘ ৭৫ মিনিটের অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত রেখেছেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এই আয়োজনে কবিতা পাঠ করেন ডা. ফারুক আজম, সাথে ছিল চায়ের আড্ডা।

ডা. ফারুক আজম পেশায় একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। সেইসাথে একজন লেখক, আবৃত্তিকার, সঞ্চালক, কবি ও নাট্যকার। সেই করোনাকাল থেকে নিউ জার্সি থেকে নিয়মিত অনলাইন অনুষ্ঠান 'কাছের মানুষ' উপস্থাপনা করছেন তিনি। উল্লেখ্য, ডা. ফারুক আজম চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে জন কীটসের 'ওড টু আ নাইটিঙ্গেল' আবৃত্তির জন্য ইংরেজি কবিতায় সেরা আবৃত্তিকারের পুরস্কার পেয়েছিলেন। ২০১৪ সালে কলকাতায় 'কার্তুজ' নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তিনি।

নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি এবং পেনসিলভানিয়ার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তির জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তাকে। তার প্রকাশিত আবৃত্তি অ্যালবাম- ২টি। যার ১টি, কবি নির্মলেন্দু গুণ এবং অন্যটি প্রখ্যাত আবৃত্তিকার রূপা চক্রবর্তীর সঙ্গে। এছাড়াও বাংলা একাডেমি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয় তার প্রবন্ধের বই 'মরনরে তুঁহু মম শ্যাম সমান'।

জ্যামাইকা ও এস্টোরিয়ায় নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর প্রার্থী মেরি জোবাইদার ফান্ড রেইজিং

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর বিশেষ নির্বাচন আগামী ৩ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার। নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানীর শূন্য আসনের বিশেষ এই নির্বাচন জমে উঠেছে। এই নির্বাচনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। তারা হলেন- রানা আবদেলহামিদ, শিবানী ধির, মেরী জোবাইদা ও দিয়ানা মরিনো। চূড়ান্ত প্রার্থী হতে চলছে তাদের ভোটার স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। এজন্য প্রতিজন প্রার্থীর প্রয়োজন কমপক্ষে ১৫ হাজার ভোটারের স্বাক্ষর। অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর নির্বাচনী এলাকায় (এস্টোরিয়া-লং

আইল্যান্ড) ভোটার রয়েছেন আনুমানিক ৮০ হাজারের মতো। উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে মেয়র জোহরান মামদানী ও ডিএসএ দিয়ানা মরিনো-কে এনডোর্স করেছেন। অপরদিকে মেরী জোবাইদা-কে এনডোর্স করেছেন নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন সি ল্যু। নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর বিশেষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী অন্যতম প্রার্থী বাংলাদেশী-আমেরিকান মেরী জোবাইদার সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারনার পাশাপাশি চলছে ফান্ড রেইজিং। প্রতিদিন নির্বাচনী এলাকার 'ডোর টু ডোর' প্রচারণা চালাচ্ছেন মেরী জোবাইদা ও তার সমর্থকগণ। রাতদিন কাজ করছেন তার নির্বাচনী ক্যাম্পেইন-এর সদস্যরা। সিটির কুইন্সের হিলসাইড এভিনিউস্থ সিরাজী কারাহি রেষ্টুরেন্টে গত ৪ জানুয়ারী রোববার এক ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর নির্বাচন শুধু মেরী জোবাইদার নির্বাচন নয়। এই নির্বাচনে বাংলাদেশী কমিউনিটির স্বপ্ন জড়িত। বক্তারা মেরী জোবাইদাকে জয়ী করতে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আরমান চৌধুরী, আব্দুল আজীজ ভূইয়া, ইমাম শামসে আলী, ডা. মাহমুদুর রহমান তুহিন, আফতাব মান্নান, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার সহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী কমিউনিটি ছাড়াও অন্যান্য কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে মেরী জোবাইদার সমর্থনে সিটির এস্টোরিয়ায় একই দিন (৪ জানুয়ারী) আরো একটি ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐদিন দুপুরে স্থানীয় হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে এস্টোরিয়ার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সোহেল আহমেদ। অনুষ্ঠানে মেরি জোবাইদা সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রানা চৌধুরী, ফখরুল আলম, আব্দুর রহীম হাওলাদার, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, জাহাঙ্গীর আলম ও এস্টোরিয়ার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মেরী জোবাইদার সমর্থনে এক সপ্তাহের মধ্যে দেড় হাজার ভোটারের স্বাক্ষর সংগ্রহ, ফান্ড রেইজ, আগাম ভোটে অংশগ্রহন এবং নির্বাচনের দিন ভোটারদের কেন্দ্রে আনার বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন। আরো উল্লেখ্য, আগামী ২৪ জানুয়ারী থেকে পহেলা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই নির্বাচনের আগাম ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ইলেকশন ডে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার। খবর ইউএনএ'র।

নিউ ইয়র্ক সিটির নতুন হাউজিং

৫২ পৃষ্ঠার পর

পরিচিত, নির্দিষ্ট সম্পত্তি মালিকদের বাধ্য করছে রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত অলাভজনক সংস্থাগুলোকে প্রথম বিক্রির অধিকার দিতে। এই সংস্থাগুলো বাড়ী ক্রয়ের প্রাইভেট প্রস্তাবকে ম্যাচিং বা মিল অথবা অতিক্রমও করতে পারবে। পাশ করা আইনের সমর্থকরা এটিকে "বসবাস ক্ষয় রোধ" হিসেবে দেখালেও, প্রতিপক্ষরা বলেন এটি বাজারে বাড়ী কেনাবেচার ক্ষেত্র রাষ্ট্রায়ত্ত হস্তক্ষেপের একটি সরাসরি উদাহরণ, যা ব্যক্তিগত মালিকানা কমাতে এবং নিউ ইয়র্ক সিটিকে সরকার নিয়ন্ত্রিত হাউজিংয়ের দিকে ঠেলে দিতেই সাজানো হয়েছে। ঈওচঅ বিল অনুসারে, যেসব ভাড়াটিয়া তাদের ভবন বিক্রি করতে চায় তাদের প্রথমে নতুন একটি সরকারি অনুমোদন প্রক্রিয়া পেরোতে হবে, যেখানে নির্বাচিত অলাভজনক সংস্থাগুলোকে বাজারের অন্যান্য ক্রেতার আগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সমালোচকরা বলেন, এই নীতি সম্পত্তির মূল্য কমিয়ে দেবে, বিক্রি বিলম্ব করবে এবং ক্ষুদ্র মালিকদের যাদের অনেকেই অভিবাসী বা বহু প্রজন্মের পরিবার শাস্তি দেবে, যারা তাদের মূল সম্পদ হিসেবে রিয়েল এস্টেটের উপর নির্ভরশীল।

যেখানে বিল পাশের পর প্রগতিশীল কর্মীরা নিউ ইয়র্ক সিটি হলে উদযাপন করছিল, তখন ক্ষুদ্র সম্পত্তি মালিকরা সতর্ক করেছেন যে এই আইন আরও বেশি ভাড়াটিয়াকে নিউ ইয়র্ক শহর থেকে বের করে দেবে, হাউজিং এর ক্ষেত্র সরবরাহ কমিয়ে দেবে এবং বসবাস খরচ আরও বৃদ্ধি করবে যা আইন প্রণেতাদের দাবির বিপরীত। এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়াও ছিল তীব্র। এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, "ঘণঈ-এর ঈওচঅ হলো সিটির রিয়েল এস্টেট ও হাউজিং ব্যবসায় বিশাল সরকারি হস্তক্ষেপ। নতুন মেয়র জোহরান মামদানী অলাভজনক সংস্থাগুলোকে সম্পত্তি দখল করার সুযোগ দিচ্ছেন, যখন মালিকরা ৯০ দিনের জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে আটকে যাবেন। এটি রিয়েল এস্টেট বাজারকে ধ্বংস করছে এবং সম্পত্তি অধিকারের প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করছে। সমাজতন্ত্র হাউজিং সমাধান করে না, শুধু শহর ধ্বংস করে।" অন্য একজন লিখেছেন, "এটা কি সত্যিই আশ্চর্যজনক? সমাজতান্ত্রিককে নির্বাচন করুন। সমাজতান্ত্রিক নীতি পান। এখন আপনার বাড়ি আমাদের।" ঈওচঅ বিল বাস্তবায়নের পথে, বাড়ীর মালিকরা সতর্ক করেছেন যে নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল স্পষ্টভাবে বার্তা দিচ্ছে: যদি আপনার সম্পত্তি সিটি হলে-র আদর্শের সঙ্গে মিলে না যায়, তা আর স্বাগত নয়।

নিউইয়র্কে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শেখ আখতার উল ইসলামের ইন্তেকাল

পরিচয় ডেস্ক:নিউইয়র্কে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী, নিউইয়র্ক এর পরিচিত মুখ শেখ আখতার উল ইসলাম ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

গত ৪ জানুয়ারি রোববার ভোরে ইন্তেকাল করেন। নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে, নিজের বাড়ির কাছেই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ক্যানসারের চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। আগের রাত পর্যন্তও তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় ছিলেন। রোববার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে চিকিৎসা কেন্দ্রের এক সেবিকা ওষুধ দিতে এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারেনড়আখতার উল ইসলাম আর নেই ।

তিনি জানতেন তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা। জানতেন সময় ফুরিয়ে আসছে। গত কয়েক দিনের লেখালেখিতে বারবার ফুটে উঠছিল বেঁচে থাকার আকুতি, স্বজন-পরিজনের কাছে প্রার্থনার অনুরোধ। সেই লেখাগুলো এখন আর লেখা নয়ড়শেষ বিদায়ের চিঠি।

৭৪ বছর বয়সে তিনি রেখে গেছেন দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। এক মেয়ে বৈবাহিক সূত্রে থাকেন কানাডায়। ২০১১ সাল থেকে পরিবার নিয়ে নিউইয়র্কে বসবাস করলেও পেশা ও মাটির টানে নিয়মিত দেশে যাতায়াত করতেন।

সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর, শেখপাড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান আখতার উল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই একজন ছাত্রনেতা হিসেবে জেলা পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ছয় ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। আগ্নিঝরা যৌবনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন শেখ আখতার উল

ইসলাম। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর ক্ষুব্ধ ও অস্থির প্রজন্মের প্রতিনিধিড়যাদের ভেতরে প্রশ্ন ছিল, প্রতিবাদ ছিল, দায়বদ্ধতা ছিল। জীবনের পথে তিনি শিক্ষকতা করেছেন, সরকারি চাকরি করেছেন, শেষ পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন। সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেনসহ সমসাময়িক অনেকের সঙ্গে ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তিনি ছিলেন লেখকও। নিজের বাড়ির পাশ দিয়ে 'বয়ে যাওয়া কুড়া নদী' নামক গ্রন্থে লিখে গেছেন নিজের জীবনের নানা পর্যায়ের কথা। বইয়ের নামের মতোই তাঁর জীবনও বয়ে চলেছিলড়নীরবে, গভীরভাবে।

নিউইয়র্কে প্রবাসী হওয়ার পর তিনি এখানকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক জগতের অনেকের সাথেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। চিন্তাশীল, মুক্তচিন্তার অগ্রসর মানুষ ছিলেন।

মরহুমের অনুজ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম জানান, পারিবারিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নামাজে জানাজা ৫ জানুয়ারি সোমবার জোহরের নামাজের পর নিউইয়র্ক লং আইল্যান্ড দারুল কোরআন মসজিদে (১৫১৪ ঊ ৩ৎফ আব, ইধু ঝযড়ৎব, ঘণ ১১৭০৬)। অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নিকটবর্তী মুসলিম কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।

শেখ আখতার উল ইসলামের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে দেশে বিদেশে স্বজন পরিজন অনুরাগী অনুসারীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। নিউইয়র্কস্থ জালালাবাদ এসোসিয়েশন, এম সি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মঈনুল হক চৌধুরী হেলালসহ বিপুল সংখ্যক সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষ মরহুম আখতার উল ইসলামের মৃত্যুতে শোক ও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মরহুমের সন্তপ্ত পরিবারে প্রতি সমবেদনা জানিছেন তারা।

ঢাকায় নিউ ইযর্ক প্রবাসী সঙ্গীতশিল্পী শাহরিন সুলতানার ইন্তেকাল

পরিচয় ডেস্ক: প্রবাসের এক সময়ের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী শাহরিন সুলতানা আর নেই। গত ৬ জানুয়ারী মঙ্গলবার তিনি ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি দীর্ঘদিন নিউইয়র্কে বসবাস করার পর স্থায়ীভাবে দেশে চলে যান এবং ঢাকায় বসবাস করছিলেন। প্রবাস জীবনে তিনি কমিউনিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিশেষ করে দেশীয় আর লোক সঙ্গীতের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো।

সঙ্গীতশিল্পী শাহরিন সুলতানার আকস্মিক প্রয়াণে ড্রামা সার্কল, গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে। ড্রামা সার্কল, নিউইয়র্ক-এর সভাপতি আবীর আলমগীর এক শোক বার্তায় বলেছেন, 'সঙ্গীতশিল্পী শাহরিন সুলতানা ছিলেন একজন গুণী কণ্ঠশিল্পী, কিন্তু তার চেয়েও বড় পরিচয়, তিনি ছিলেন একজন ভীষণ সুন্দর মনের মানুষ, অত্যন্ত মিশুক, হাস্যোজ্জ্বল, প্রাণবন্ত এক মানুষ। বিবৃতিতে বলা হয়, যদিও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ড্রামা সার্কল, নিউইয়র্ক-এর সদস্য ছিলেন না, তবুও তিনি ছিলেন আমাদেরই একজন। আমাদের প্রায় প্রতিটি আয়োজনে, প্রতিটি উৎসবে, প্রতিটি আনন্দমুহূর্তে তিনি থাকতেন আপনজনের মতো আমাদের ড্রামা সার্কল পরিবারেরই অংশ হয়ে। তার প্রয়াণে ড্রামা সার্কল-এর প্রতিটি সদস্য গভীরভাবে মর্মাহত। শিল্পী হিসেবে আমরা তাকে হারালাম, কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা হারালাম একজন বন্ধুকে। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার, স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। শাহরিন সুলতানা- আপনি আমাদের স্মৃতিতে, আমাদের ভালোবাসায় চিরজীবী হয়ে থাকবেন।'খবর ইউএনএ'র।

যুক্তরাষ্ট্রে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন শুরু ২৬ জানুয়ারী

৫২ পৃষ্ঠার পর

আইআরএস'র বরাত দিয়ে এনরোলমেন্ট এজেন্ট মোহাম্মদ হাসেম আরও জানান, কোনো জরিমানা ছাড়াই ২০২৫ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে, তবে আবেদনের মাধ্যমে ৬ মাসের অটোমেটিক বর্ধিত সময় পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে জরিমানা এড়াতে সরকারের প্রাপ্য ট্যাক্স ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে। বর্ধিত সময় আবেদন ইলেকট্রনিক্যালি বা পেপার মাধ্যমে করা যায়। তবে নির্ধারিত চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ জরিমানা হিসেবে প্রদান সাপেক্ষে সারা বছরই ট্যাক্স ফাইল করা যায়। তবে যারা অতিরিক্ত ট্যাক্স প্রদানের মাধ্যমে সরকারের কাছে পাওনাদার হবেন তারা যেকনো সময় ট্যাক্স ফাইল করতে পারেন।

জনাব হাসেম আরো বলেন, এবছর ট্যাক্স ফাইল করতে হবে াত্যন্ত সতর্কতার সাথে। কেননা এ ট্যাক্স মওসুমেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বহুল আলোচিত কর হ্রাস ও সরকারি ব্যয় প্যাকেজ 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল' কার্যকর হবে। আর্নড ইনকাম ক্রেডিটের পরিমাণ গত বছরের চেয়ে আরো বাড়বে এবার।

মোহাম্মদ হাসেম আরো জানান, এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে ২৫০০০ ডলার পর্যন্ত টিপস বাবদ আয়ে ট্যাক্স দিতে হবে না। এ ট্যাক্স সিজনে এককভাবে অর্থাত্ সিঙ্গেল ফাইলিং এ ১২,৫০০ ডলার পর্যন্ত এবং বিবাহিত অর্থাত্ 'ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্টলী' ২৫,০০০ ডলার পর্যন্ত ওভার টাইম আয়ের উপর ট্যাক্স ডিডাকশন পাওয়া যাবে।

এবারের ট্যাক্স মওশুমে সিনিয়ার সিটিজেনদের (৬৫ কিংবা তার চেয়ে বেশী বয়স্ক) ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ফাইলিং এ ৬০০০ ডলার পর্যন্ত এবং 'ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্টলী' ১২,০০০ ডলার পর্যন্ত ইনকামে ট্যাক্স ডিডাকশন পাওয়া যাবে। এছাড়া গাড়ীর (প্রাইভেট কার) ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০,০০০ ডলার পর্যন্ত ট্যাক্স ডিডাকশন পাওয়া যাবে। প্রপার্টি ট্যাক্সের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪০,০০০ ডলার পর্যন্ত পাওয়া যাবে ট্যাক্স ডিডাকশন এবার।

মোহাম্মদ হাসেম সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে আরো জানান, এ ট্যাক্স মওশুমে প্রায় ১৬৪ মিলিয়ন ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগের অনুরোধ জানিয়েছেন মোহাম্মদ হাসেম, আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, আইআরএস এনরোলমেন্ট এজেন্ট, আইআরএস সার্টিফাইয়িং এক্সসেপ্টেন্স এজেন্ট, এমবিএ ইন একাউন্টিং, কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস। জ্যাকসন হাইটস অফিস : ৩৭-২০, ৭৪ স্ট্রিট (২য় তলা), জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ফোন : ৭১৮-২০৫-৬০৪০, ৭১৮-২০৫-৬০১০; জ্যামাইকা অফিস : ১৬৭-১৮ হিলসাইড এভিনিউ (২য় তলা), জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২, ফোন : ৯২৯-৩৯৯-২০০৪, ৯২৯-৩৯৯-২০০৭ এবং বাফেলো অফিস : ১১১৪ ওয়ালডেন এভিনিউ, বাফেলো, নিউইয়র্ক ১৪২১১, ফোন : ৯১৭-৪৮৫-৯৯৬৯।

খালেদার নামে রাস্তা মিশিগানে, তাঁর আগে এমন সম্মান

৫২ পৃষ্ঠার পর

অংশটি বাংলাদেশের তিন বারের প্রধানমন্ত্রীর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে গত ১লা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার।

প্রসঙ্গত, মিশিগান প্রদেশের হ্যামট্রমকযুক্তরাষ্ট্রের 'প্রথম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ শহর' নামে পরিচিত। সেখানকার বাসিন্দাদের বড় অংশই প্রবাসী বাংলাদেশি বা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত। তাঁদের সংগঠনের তরফে পুরসভা কর্তৃপক্ষের (সিটি কাউন্সিল) এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''এই পদক্ষেপ বাংলাদেশের ইতিহাস, নেতৃত্ব এবং গণতন্ত্রের প্রতি এক অনন্য স্বীকৃতি।'' প্রসঙ্গত, বর্তমানে হ্যামট্রমক সিটি কাউন্সিলে চার জন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাউন্সিলর রয়েছেন। তাঁরাই কার্পেন্টার স্ট্রিট'-এর একাংশকে খালেদার নামে চিহ্নিত করার প্রস্তাব এনেছিলেন।

সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি সমর্থনের কোনো স্থান

৫২ পৃষ্ঠার পর

বিক্ষোভ চলাকালে ইহুদি পাল্টা-বিক্ষোভকারীরাও ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ICE)-এর সমর্থনে স্লোগান দিয়ে এবং "ফাক মামদানি" বলে চিৎকার করে জায়নবাদ-বিরোধী কর্মীদের অপমান ও উপহাস করে।

মেয়র মামদানির প্রাথমিক বিবৃতিতে কোনো পক্ষকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি, বা ইহুদিবিদ্বেষ বা হামাসের কথা বলা হয়নি।

দ্য টাইমস অফ ইসরায়েলের সাথে তার মুখপাত্রের শেয়ার করা একটি বিবৃতিতে মামদানি বলেন, "গত রাতে কিউ গার্ডেনস হিলসে আমরা যে বাগাড়ম্বর ও কার্যকলাপ দেখেছি এবং শুনেছি, তা ভুল এবং আমাদের শহরে এর কোনো স্থান নেই।"

তিনি আরো বলেন, "গত রাতের বিক্ষোভ ও পাল্টা-বিক্ষোভের বিষয়ে আমার টিম এনওয়াইপিডি-র সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখছে। আমরা উপাসনালয়ে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় নিউ ইয়র্কবাসীদের নিরাপত্তা এবং সেইসাথে বিক্ষোভ করার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে থাকব।"

মামদানির সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি পরবর্তী মন্তব্য আরও স্পষ্ট ছিল, যেখানে বলা হয়েছে, "একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের সমর্থনে স্লোগানের কোনো স্থান আমাদের শহরে নেই।"

‘খালেদা জিয়া নেতৃত্বগুণে দলীয় নেত্রী থেকে জাতীয় নেত্রীতে পরিণত হয়েছেন’

-নিউইয়র্কে বিএনপির স্মরণ, শোক সমাবেশ ও দোয়া মাহফিল

পরিচয় ডেস্ক:সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং দলের ভারপ্রাপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য কামনায় নিউইয়র্কে স্মরণ সভা ও বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটি বিহীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক নেতৃবৃন্দ এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে গত ৫ জানুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় সিটির উডসাইডের লুইন্স প্যালেস পার্টি হলে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া নিজ নেতৃত্বগুণে দলীয় নেত্রী থেকে জাতীয় নেত্রীতে পরিণত হয়েছেন। তার প্রমান মিলেছে তাঁর জানাজায় লাখ লাখ মানুষের সমাবেশ। তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন দেশ প্রেমিক, আপোষহীন নেত্রী। দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আর দেশ বিরোধী সকল অন্যায়, অবিচার ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিলেন সংগ্রামী প্রতীক। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের মানুষ খালেদা জিয়াকে চিরদিন মনে রাখবে।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট এবং প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক এবং মূলধারার রাজনীতিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আখতার হোসেন বাদল। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশেষ দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন বেলাল মসজিদের ইমাম ড. মওলানা আনসারুল করীম আল আজহারী। এসময় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া ও আরাফাত রহমান কোকোর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয় তারেক রহমানের।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মোশারফ হোসেন সবুজ। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ফিরোজ আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের মধ্যে বিশিষ্ট সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসের, বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ অধ্যাপক ড. শওকত আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, আজহারুল হক মিলন ও খন্দকার ফরহাদ, সাবেক ছাত্রনেতা আলী ইমাম শিকদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কাজী আজম, বিএনপি নেতা বাসিত রহমান, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও সিলেট জেলা বিএনপি’র উপদেষ্টা এম এ বাতিন, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সাধারণ সম্পাদক গোলাম হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মেস্তাক আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের সদস্য সচিব জাকির হাওলাদার, মহিলা দল নেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ডের মেম্বার ও বিএনপি নেতা শাহজাহান শেখ, বিএনপি নেতা ইমরান শাহ রন, জাফর তালুকদার, মোহাম্মদ মৃধা জসিম, খলকুর রহমান, আকিকুল ফারুক, জাহিদ ইসলাম সুমন, নূর আমীন, তানভীর করিম, যুবদল নেতা আবুল কাশেম, শাহবাজ আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম জনি, জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক গোলাম এন হায়দার মুকুট প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য দলীয় ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র সাবেক সহ সভাপতি মনজুর আহমেদ চৌধুরী, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মাহফুজুল মাওলা নান্ন ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছৈয়দুল হক, বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার এম এ খালেক, মওলানা এ করীম, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী ও দলীয় নেতা-কর্মী, শুভানুধ্যায়ী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

অনুষ্ঠানে আব্দুল লতিফ সম্রাট তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র সভাপতির দায়িত্বপালনকালীন সময়ে বেগম খালেদা জিয়ার সাথে দলীয় কর্মকান্ডের স্মৃতিচারণ করে বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীরা একজন সত্যিকারের নেতা হারিয়েছেন। এ ক্ষতি কখনো পূরণ হওয়ার নয়। তিনি আজীবন দেশ, দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ফলে দেশ-বিদেশে সম্মানিতও হয়েছেন। তিনি বেঁচে থাকবেন দেশের মানুষের হৃদয়ে। তাঁর জানাজা নামাজে এতো বিপুল মানুষের সমাবেশ-কে বিরল ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে সম্রাট বলেন, এমন জানাজা পৃথিবীতে এটাই প্রথম। তিনি সারা জীবন নির্যাতিত ছিলেন, তাই তার মৃত্যুকে আমরা শহীদি মৃত্যু বলতে পারি। তিনি আরো বলেন, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার ফাঁসি কার্যকর হলে বেগম খালেদা জিয়ার আত্মা শান্তি পাবে। এমন নেত্রীর রাজনীতি করতে পারায় নিজেকে ধন্য ও গর্বিত মনে করেন আব্দুল লতিফ সম্রাট।

আখতার হোসেন বাদল বলেন, নব্বইয়ে স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সফলতার সাথে নেতৃত্ব নেয়ার জন্য বেগম খালেদা জিয়া দেশের জনগণের কাছে ‘আপোষহীন’ নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হন। ৯১-এর নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার বেগম জিয়া নিউইয়র্ক সফরকালে তার কাছে নিউইয়র্কে সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। ম্যাডাম সে অনুরোধে সাড়া দিয়ে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ১৯৯৪ সালে আমাদের সেই দাবী পূরণ হয়। শুধু তাই নয়, প্রবাসীদের প্রত্যাশা ‘ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমানের ফ্লাইটও চালু হয়েছিল আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় নেত্রী খালেদা জিয়ার প্রথম আমলেই। অর্থাৎ বেগম জিয়া শুধু আপসহীন নেত্রীই ছিলেন না, ছিলেন প্রবাসীবান্ধব নেত্রী। তার মৃত্যুতে দল, দেশ, জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

সভাপতির বক্তব্যে মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, আমাদের প্রিয় নেত্রী মৃতুর পর যে সম্মান পেয়েছেন তার ইতিহাস হয়ে থাকবে। তাঁর ত্যাগ দেশ-জাতি মূল্যায়ন করেছে। তিনি তাঁর নেতৃত্ব আর যোগ্যতা দিয়ে আপোষহীন জাতীয় নেতায় টপরিণত হন। বেগম জিয়ার অসমাপ্ত কাজ দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে গিয়াস উদ্দিন আশাবাদ ব্যক্ত করেন। খবর ইউএনএ’র।

নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২২-২৫ মে, আহ্বায়ক ড. নজরুল ইসলাম

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার পঁয়ত্রিশতম আসরের (২০২৬) আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. নজরুল ইসলাম। গত ৩ জানুয়ারি মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির ভার্চ্যুয়াল সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবারের চার দিনব্যাপী বইমেলা আগামী ২২ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে গত ২০১৯ সালেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আহ্বায়ক হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর এক বার্তায় ড. নজরুল ইসলাম

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ২০২৬ সালের পঁয়ত্রিশতম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলাকে সুশৃঙ্খল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

ড. নজরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগে প্রধান উন্নয়ন গবেষক হিসেবে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করেছেন। অর্থনীতি, রাজনীতি ও পরিবেশ বিষয়ে তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর বেশ কয়েকটি বই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

অভিজ্ঞতা, গবেষণাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্তর্জাতিক পরিসরের চিন্তাধারা নিয়ে ড. নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে এবারের বইমেলা নতুন মাত্রা পাবেড়এমন প্রত্যাশাই করছেন আয়োজক ও সাহিত্যাঙ্গনের মানুষ। পঁয়ত্রিশতম আসরকে ঘিরে প্রবাসী লেখক ও পাঠকদের মধ্যে ইতোমধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

নিউইয়র্কে ১.২ বিলিয়ন ডলারের বিশাল স্বাস্থ্য জালিয়াতি কেলেঙ্কারি ফাঁস যা মিনেসোটার চেয়ে ১০ গুণ ভয়াবহ, বাংলাদেশী পরিবারও জড়িত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে ১.২ বিলিয়ন ডলারের বিশাল স্বাস্থ্য জালিয়াতি কেলেঙ্কারি ফাঁস যা মিনেসোটার চেয়ে ১০ গুণ ভয়াবহ, বাংলাদেশী পরিবারও জড়িত ।

নিউ ইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদন অনুসারে, নিউ ইয়র্ক সিটির একজন ব্যক্তি বয়স্কদের সাহায্য করার জন্য তৈরি একটি নিউ ইয়র্ক ষ্টেট স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে কাজে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার হাতিয়ে নিয়েছেন, অথচ তার কথিত রোগীটি হাজার হাজার মাইল দূরে বসবাস করতেন। এছাড়াও একই ধরনের আরও বেশ কয়েকটি ঘটনা ফাঁস হয়েছে।

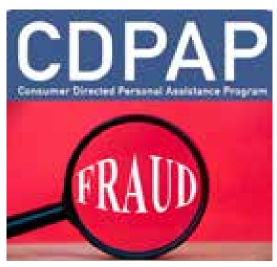

মেডিকেড জালিয়াতি মামলায় বিশেষজ্ঞ আইনজীবী রিচার্ড হ্যারো নিউ ইয়র্ক পোষ্টকে বলেছেন, নিউ ইয়র্কে উদ্ঘাটিত এই জালিয়াতি সম্প্রতিমিনেসোটায় উদ্ঘাটিত জালিয়াতির চেয়ে দশ গুণ বেশি ভয়াবহ।

'দ্য নিউ য়র্ক পোস্ট' পত্রিকাটি গত ১০ বছরে সিডিপ্যাপ (CDPAP) সুবিধাভোগীদের জাদিয়াতির দ্বারা চুরি করা অন্তত ১৭৯ মিলিয়ন ডলার শনাক্ত করতে পেরেছে, অন্যদিকে এই কর্মসূচিটির মধ্যস্বত্বভোগীদের পেছনে করদাতাদের অন্তত ১ বিলিয়ন ডলার *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন শুরু ২৬ জানুয়ারী, 'আর্নড ইনকাম ক্রেডিটের' পরিমাণ বৃদ্ধি

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ২৬ জানুয়ারী সোমবার থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল শুরু হচ্ছে। কোনো জরিমানা ছাড়াই আগামী ১৫ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত গত ২০২৫ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল করা যাবে। ইন্টারনাল রেভেনিউ সার্ভিস অর্থাত্ আইআরএস'র বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়ে নিউইয়র্কের কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস'র প্রেসিডেন্ট ও আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, এনরোলমেন্ট এজেন্ট মোহাম্মদ হাসেম বলেন এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে আর্নড ইনকাম ক্রেডিট, এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ গতবছরের চেয়ে আরো বাড়বে। *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্ক সিটিতে ৪৫০টি নতুন রেড লাইট ক্যামেরা স্থাপন, গাড়ীর চালকরা সাবধান!

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে ৪৫০টি নতুন রেড লাইট ক্যামেরা স্থাপন করবে। নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশন (ডিওটি) *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি সমর্থনের কোনো স্থান আমাদের শহরে নেই, কুইন্সে হামাস সমর্থকদের বিক্ষোভ নিয়ে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানী

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি ৯ জানুয়ারী শুক্রবার বলেছেন, সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি সমর্থনের কোনো স্থান "আমাদের শহরে নেই," কারণ একটি ইহুদি অধ্যুষিত এলাকায় হামাসপন্থী বিক্ষোভ অন্য নির্বাচিত নেতাদের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

কুইন্সের কিউ গার্ডেনস হিলস এলাকার ইহুদী সম্প্রদায়ের

উপাসনাস্থল সিনাগগে বিক্ষোভকারীরা একটি ইসরায়েলি রিয়েল এস্টেট অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার রাতে বিক্ষোভ চলাকালীন জায়নবাদ-বিরোধী কর্মীরা "আমরা হামাসকে সমর্থন করি," "আইডিএফ-এর মৃত্যু হোক," "ইনতিফাদা জনগণের যুদ্ধ," এবং অন্যান্য সহিংস ও বৈষম্যমূলক স্লোগান দেয়। *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

খালেদার নামে রাস্তা মিশিগানে, তাঁর আগে এমন সম্মান দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশের আর এক রাষ্ট্রনেতাকে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জ□য়ার নামে আমেরিকায় একটি রাস্তার নামকরণ হল। মিশিগান ষ্টেটের হ্যামট্রমক শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ 'কার্পেন্টার স্ট্রিট'-এর একাংশ এ বার থেকে বেগম জ□য়ার নামেই পরিচিত হবে। বাংলাদেশের কোনও নেতার নামে আমেরিকার রাস্তার নামকরণ এবারই প্রথম নয়। এর আগে শিকাগো শহরে নিহত প্রেসিডেন্ট তথা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের নামে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছিল। এ বার হ্যামট্রমক শহরের রাস্তায় সংযুক্ত হলো জিয়াউর-জায়া খালেদার নাম। 'কার্পেন্টার স্ট্রিট'-এর হ্যামট্রমিক সিটির জোসেফ ক্যাম্পাও এবং কোনাল্ট স্ট্রিটের মধ্যবর্তী *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

অক্টোবরে নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন: সভাপতি পদে পুর্ননির্বাচনে অংশ নেবেন আতাউর রহমান সেলিম

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছরের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর কার্যকরী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ সভায় কার্যকরী কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধির নিমিত্ত গঠনতন্ত্র সংশোধন এর ধারা পাশ হলেও তা বর্তমান কমিটির মেয়াদে কার্যকর হবেনা বলেই একাধিক সুত্র জানিয়েছে। বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমের ঘনিষ্ঠজনদের *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক সিটির নতুন হাউজিং আইনে বাড়ির মালিকদের আতঙ্ক

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল সম্প্রতি একটি বিস্তৃত নতুন হাউজিং আইন পাস করার পর সিটির বাড়ীর মালিক এবং ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়ারা একটি "প্রাইভেট সম্পত্তি অধিকারে সরাসরি আক্রমণ" এর মুখোমুখি হয়েছে, যা

সমালোচকদের মতে সরকারপন্থী অলাভজনক সংস্থাগুলোকে রিয়েল এস্টেট বিক্রিতে অভূতপূর্ব ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এই আইন, যা কমিউনিটি অপারচুনিটি টু পারচেজ অ্যাক্ট (COPA) নামে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*